কৃতি-বিধায়না

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

কৃতি-বিধায়না

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

জগৎ জুড়ে এক মহাশক্তির লীলা তরঙ্গায়িত হ'য়ে চলেছে। মানুষের অস্তি-বৃদ্ধির অভিযানের পদে-পদে পর্ব্বে-পর্ব্বেও দেখতে পাই এই শক্তিরই পরিপ্রকাশ। 'প্রাণসাক্ষী শিশুর ক্রন্দন'। সদ্যোজাত অসহায় শিশু তার ক্রন্দন-শক্তির পরিপ্রয়োগে জগৎ-সমক্ষে তার অস্তিত্ব ও প্রয়োজন ঘোষণা করে এবং তার সাহায্যেই অস্তিত্বপোষণী সেবা আহরণ করে। এই শক্তি তার প্রাণেরই পরিচয় বহন করে। তারপর দুনিয়ায় টিকে থাকতে মানুষকে তার অজস্র সহস্র রকমের প্রয়োজনের পরিপূরণ সাধন ক'রে চলতে হয়। এই জীবনীয় লওয়াজিমার সংসৃষ্টি, সংগ্রহ ও সরবরাহের পিছনেও দেখতে পাই, মানুষের মস্তিষ্কশক্তি, মননশক্তি, পেশীশক্তি, স্নায়ুশক্তি, মনুষ্যোদ্ভাবিত যন্ত্রশক্তি ও মনুষ্য-পরিচালিত পশুশক্তির নিয়োজন সেখানে অপরিহার্য্য। এই শক্তির বিনিয়োগকেই বলে শ্রম বা কর্ম্ম। এককথায়, কর্ম্মই বিশ্ব-সংসারকে ধ'রে রেখেছে। ফলকথা, কৃতি বা কর্ম্ম বাদ দিয়ে ধৃতি বা ধর্ম্ম নেই। ধর্ম্ম মানে তাই যা' প্রতিটি সত্তাকে ধারণ, পোষণ ও বর্দ্ধন করে। এই ধারণ, পোষণ, বর্দ্ধনই হ'লো অস্তিত্বের চিরন্তন, অপরিত্যাজ্য ক্ষুধা। তাই, যেন তেন প্রকারেণ কর্ম্ম করলে হবে না। প্রতিটি কর্ম্ম হওয়া চাই সত্তা-পোষণী—তা' নিজের ও পরের। কর্ম্মের সুষ্ঠু বিনিয়ন্ত্রণের জন্য চাই সত্তাসম্পোষণী আদর্শের সঙ্গে অস্খলিত প্রীতি-সংযোগ। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে তাঁরই ছন্দানুবর্ত্তনে আমাদের স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যসম্মত কর্ম্মপ্রয়াস যদি অতন্দ্রভাবে আবর্ত্তিত হ'য়ে চলে, তবে সেই যোগযুক্ত কর্ম্মই ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত, ঐহিক ও পারত্রিক, আর্থিক ও পারমার্থিক সর্ব্ববিধ প্রয়োজন সিদ্ধ ক'রে মহাজীবনের তোরণদ্বার উন্মুক্ত ক'রে দেয় আমাদের সমক্ষে। কর্ম্মের যাবতীয় গূঢ় রহস্য ও কৌশল শ্রীশ্রীঠাকুর এই গ্রন্থে উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়েছেন। পুস্তকখানির নামাকরণ করেছেন 'কৃতি-বিধায়না'। শ্রীশ্রীঠাকুরের অগণিত গদ্যবাণীর ভিতর থেকে ৭২৭২টি বাণী বেছে নিয়ে তার ভিতর 'কর্ম্ম'-সম্পর্কিত যে ৩৮১টি বাণী পাওয়া গেছে সেই বাণীগুলি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে।

চারিত্র্য-সমন্বিত যোগ্যতা ও কর্ম্মদক্ষতা পরম আদরণীয় বস্তু মনুষ্য-সমাজে। এই মহার্ঘ্য সম্পদ্‌ই জয়টিকা পরিয়ে দেয় মানুষের ললাটে।

কালের বালুবেলায় কতলোকের পদচিহ্ন চিরতরে মিলিয়ে যায়, আবার অসামান্য অবদানের ফলে কত মানুষ চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকেন জগতে। সে কথা বাদ দিয়েও আমরা দেখতে পাই, যাঁদের দিয়ে মানুষ বিপুলভাবে পরিপূরিত হয়, তাঁরাই কৃতীপুরুষ ব'লে সম্মানিত হন সমাজে। এই কৃতিত্বলাভ করতে গেলে নানাপ্রকার গুণের শোভন সমাবেশ চাই চরিত্রে—যথা সুকেন্দ্রিক-উর্জ্জীসম্বেগ, অনুসন্ধিৎসু-সেবাবুদ্ধি, হৃদ্য ব্যবহার, সহানুভূতি, দায়িত্বজ্ঞান, ত্বারিত্যবুদ্ধি, বোধদৃষ্টি, বিবেচনা, চিন্তাশক্তি, চিন্তা ও কর্ম্মের সঙ্গতি, প্রয়োজনের পূর্ব্বে প্রস্তুতি, শৃঙ্খলা, নৈপুণ্য, অর্জ্জনপটুত্ব, কল্পনাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, আত্মপ্রত্যয়, সঙ্কল্প, সুব্যবস্থ চেতন চলন, ধীর, স্থির, দৃঢ় লাগোয়া বুদ্ধি, ক্রমান্বয়ী বিজ্ঞ পদক্ষেপ, সুস্বাস্থ্য, নিখুঁত নিষ্পাদনী-অভ্যাস, লোক-পরিচালন-ক্ষমতা, সংগঠন-প্রতিভা, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসংশোধন-প্রয়াস, মন্ত্রগুপ্তি, সাশ্রয়ী-চলন, কুশলকৌশলী-পরিক্রমা, শ্রমসুখপ্রিয়তা ইত্যাদি। সহজাতশক্তি ও সংস্কারের উপর দাঁড়িয়ে কেমন ক'রে ধীরে-ধীরে বিধিবদ্ধ প্রণালীতে এই সব অমূল্য গুণের অনুশীলন ক'রে অকৃত-কার্য্যতাকে পরিহার ক'রে কৃতকার্য্যতায় সমাসীন হ'তে হয়, মহত্তর যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বকে ক্রমপর্য্যায়ে কেমন ক'রে উদ্ভিন্ন ও বিকশিত ক'রে তুলতে হয় শ্রীশ্রীঠাকুর তা' আমাদের পই-পই ক'রে দেখিয়ে দিয়েছেন। বাণীগুলি পড়তে-পড়তে মনে হয়—একটা সুখসাফল্যমণ্ডিত আনন্দময় জীবন নিরন্তর আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে, এবং সে-জীবন আমাদের নিতান্ত হাতের কাছে, ইচ্ছা করলেই আমরা তা' আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারি। একটা নতুন আশা, আনন্দ, উল্লাস, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উৎসৃজনী অনুরাগে প্রাণশক্তি স্ফীত ও দীপ্ত হ'য়ে ওঠে।

এই বাণীগুলির পঠন, পাঠন ও অনুশীলন জগতের সমস্ত জড়তা, ক্লৈব্য, দৈন্য, আলস্য ও অসুস্থ কর্ম্মোন্মত্ততার নিরসন ক'রে অশান্ত, বিড়ম্বিত, ব্যর্থ, আর্ত্ত মানবের জীবনে সাত্বত কর্ম্মের বিশাল প্রবাহ ব'য়ে আনুক, মর্ত্ত্যের বুকে পুণ্য পারঙ্গমতা ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও কল্যাণের অটল আসন প্রতিষ্ঠা করুক—এইই আমাদের অন্তরের কামনা। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ (দেওঘর) শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

১৬ই ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৬৯

১।৩।১৯৬৩ ইং

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

ইং ১৯৮৭ সাল। আজ হ'তে শতবর্ষ পূর্ব্বে জগৎকল্যাণার্থে আবির্ভূত হয়েছিলেন পরমপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। এই পুণ্য লগ্নে তঁৎপ্রদত্ত বাণীসংকলনগুলি বিশেষ সংস্করণরূপে আত্মপ্রকাশ করছে। বর্ত্তমান কৃতি-বিধায়না গ্রন্থটিও ঐ প্রকাশনা-ক্রমের অন্যতম অভিব্যক্তি।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪

প্রকাশক

আমার কথাগুলি যদি তোমার-
শুধু কথা-চিন্তারই খোরাক মাত্র হয়-
করার বা আচরণের ভেতর দিয়ে
সেগুলিকে যদি-
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার-
তবে-
পাওয়া যে তোমার
অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে-
তা কিন্তু অতি নিশ্চয়-

তোমারই "আমি"

বন্দে লোকতিলকং সাত্বতবার্ত্তা-বিভূষণং
অমরকৃত্যুৎসারণং প্রবুদ্ধং লোকজীবনং
প্রণয়-প্রমত্ত-যাগদীপনং
বন্দে জীবন-জীবনং সৎ-পূরুষম্ ।

কর্ম্ম

মিতি-চলনে চল—
স্বারিত্য, প্রস্তুতি ও প্রয়োজনের
পরিপ্রেক্ষায়। ১।

ইষ্টার্থ-কর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটায় যা'—
তা'ই কিন্তু পাতিত্যের। ২।

স্বস্তি চাও তো শুভকর্ম্মা হও—
শ্রেয়চর্য্যায় অটুট থেকে। ৩।

কর্ম্ম যদি দায়িত্বের অনুচর্য্যা না করে,
তা' হতচ্ছাড়া। ৪।

কর্ম্মবিহীন ভাব
আর চর্য্যাবিহীন ধর্ম্ম—
দুই-ই ক্লীব। ৫।

যেমন হবে কৃতী
পাবেও তেমনি মতি। ৬।

প্রীতি-ছাড়া কর্ত্তব্য
আর, না জেনেও মন্তব্য—
দুই-ই সমান। ৭।

প্রীতি অবজ্ঞাত হয়—
এমনতর কোন কথা বলতে নেই,
করতেও নেই তা'। ৮।

তোমার বিশ্বাস যতক্ষণ না
কর্ম্মে স্ফুরিত হ'য়ে উঠছে—
বাস্তবায়িত হয়নি তা' তখনও। ৯।

দক্ষতা যা'দের স্থারিত্যে
সংক্রমণশীল নয়কো,
যোগ্যতায় তা'রা খাটো। ১০।

করায় আনে পারা,
আর, এই পারগতাই হ'চ্ছে যোগ্যতা,
যেমন পারা, যোগ্যতাও তেমন। ১১।

করার ভিতর-দিয়ে
হওয়ার আবেগ
যা'র যেমন পেয়ে বসে,
যোগ্যতাও তা'কে তেমনি আগলে ধরে। ১২।

যা'তে যেমন সুকেন্দ্রিকতা নিয়ে যা' করবে,
তোমার কর্ম্মও
তা'তে তেমনি বিন্যস্ত হ'য়ে
তদর্থে তেমনি সার্থকতা লাভ করবে। ১৩।

তা' করতে যেও না
যা'তে বিপদের আশঙ্কা আছে—
বিহিত-নিরাকরণ-প্রস্তুতি ও ব্যবস্থিতি না-নিয়ে। ১৪।

তা' না করাই ভাল—
যা' করা দেখলে
সবাই সব সময় খারাপ না হ'লেও
খারাপের পথ প্রশস্ত হ'য়ে ওঠে ;
যদি করতেও হয়,
তা' এমনতর সাবধানতার সহিত ক'রো—
যা'তে দুঃশীলতা
প্রশস্তি লাভ করার অবসর না পায়। ১৫।

তুমি তা'ই ক'রো—
যে-করা হ'তে
কোন আপদ বা বিধ্বস্তি আসলেও
তা'কে সামলাতে পারবে অনায়াসে—
অবিকৃত চিত্তে,
নইলে, তা' তোমার কাছে
বিষাক্ত হ'য়ে উঠবে,
আপ্‌শোসে খাবি খাওয়া ছাড়া
আর পথই থাকবে না তোমার। ১৬।

দুষ্কর্ম্মা হ'তে যেও না,
কা'রও সত্তাসংঘাতী হ'য়ো না,
বা এমনতর কর্ম্ম ক'রো না,
যা'র কুফল
তোমাকে ও তোমার পরিবেশকে
কোনপ্রকারে সংক্রামিত ক'রে তুলতে পারে,

তাই, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ
বিবেচকের কার্য্য নয়কো। ১৭।

ভুল বুঝলেই তা'কে শুদ্ধ ক'রো—
হাতে-কলমে ক'রে,
যা'তে শুদ্ধ করায় অভ্যস্ত হ'য়ে উঠতে পার
—এমনতরভাবে ;
নয়তো, ঐ ভুল
ভ্রান্তির আবর্ত্ত বা ঘূর্ণি সৃষ্টি ক'রে
তোমার উৎকর্ষের পথ
নিরুদ্ধ ক'রে রাখবে। ১৮।

তুমি আজ যে স্বার্থ-সংক্ষুধ
প্রবৃত্তি-প্ররোচনার উন্মাদনাবশতঃ
যে অসৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করলে,
লোকে তা'কে যদি ক্ষমাও করে,
আর, সুষ্ঠু নিষ্ঠার সহিত
তুমি যদি তা'কে সংশোধন না কর,
ঐ উন্মাদনা
তোমার মস্তিষ্কে অনুস্যূত থেকে
প্ররোচনা-প্রলুব্ধ ক'রে
তোমাকে কত কী যে করাতে পারে—
তা'র ইয়ত্তা নাই,
সেখানে যেমনতর ক্ষমাই হো'ক না কেন—
তা' তোমাকে যে
ক্ষতিতেই প্রোথিত ক'রে রাখবে—
তা' কিন্তু নিঃসন্দেহ ;
তাই, যেখানে যেমনতর অসৎকর্ম্মই কর না কেন,
যেমনতর অন্যায়ই কর না কেন,

আর, যেখানে তা'র প্রতিক্রিয়া
যেমনতরই আসুক না কেন,—
তা'কে সহ্য কর,
স্থায়িভাবে সংশুদ্ধ হও,
ভবিষ্যতে
লাখো প্রলোভনও যেন
তোমাকে অমনতর কাজে
নিয়োজিত করতে না পারে—
এমনতর ক'রে,
তবেই রেহাই,
তা'তে অন্যেও বাঁচবে,
তুমিও রক্ষা পাবে । ১৯ ।

অপকর্ম্ম ক'রে
মানুষ যখন অনুতপ্ত হয়,
বেদনায় দীর্ণ হ'য়ে ওঠে,
অন্তরের আকুলি নিয়ে
বাক্য ও অশ্রুজলে
উদ্গীর্ণ হ'য়ে ওঠে,
সঙ্গে-সঙ্গে
জীবনে আর অনুতপ্ত না হ'তে হয়,
এমনতর সক্রিয় সঙ্কল্প নিয়ে
চলতে থাকে—
আন্তরিক নিবিষ্টতা নিয়ে,
শ্রেয়, প্রেয়, আচার্য্য বা ঈশ্বরে
ঐকান্তিক তৎপর-অনুচর্য্যায়,
এমনতর বাস্তব কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
আত্মনিবেদনী অনুচলন
যতই আগ্রহ-প্রদীপ্ত সম্বেগশালী হ'য়ে
কৃতিদীপনায় চলতে থাকে—

ঐ অপকর্ম্ম-জনিত পাপ বা পাতিত্যও
অপনোদিত হ'তে থাকে ততই ;
বিনীত শ্রেয়পন্থী শ্রী-অনুচর্য্যা
তা'কে বিকশিত ক'রে তোলে,
পরিশুদ্ধ ক'রে তোলে। ২০।

তোমার কী বুঝের খাঁক্‌তিতে
ভুলভ্রান্তিগুলি
তোমার অজ্ঞাতসারে এসে জাপ্‌টে ধ'রে
তোমার বোধিচক্ষুকে মূঢ় ক'রে তোলে,—
তা'কে যদি বেশ ক'রে সম্‌ঝে চিনতে না পার,
তবে তা'র আবির্ভাব
তোমার অজ্ঞাতসারে
প্রভাব বিস্তার ক'রে
তোমাকে ব্যর্থ ক'রেই তুলবে ;
তাই, যা'ই কর—
তা' নিষ্পন্ন কী-ক'রে করতে হয়
সে রকমগুলিকেও যেমন বুঝবে,
আর, ভুলভ্রান্তি কোন্‌রূপে এসে
তোমার নিষ্পন্নতায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে
চকিত চাহনিতে
সেগুলিকেও যা'তে চিনে নিতে পার,
বুঝে ফেলতে পার,
সেদিকেও অভ্যস্ত হ'য়ে উঠো ;
তোমার কৃতিত্বের পথ,
নিষ্পন্নতার পথ,
সমাধানের পথ
ভুলভ্রান্তির আবর্জ্জনায়
যা'তে জঞ্জালাকীর্ণ হ'য়ে না ওঠে,—
তেমন ক'রে চলাই হ'চ্ছে বোধ-বিচক্ষণতা ;

এই বিচক্ষণতাকে এড়িয়ে যদি চল,
অশেষ রকমে অনেকবার
তোমাকে ব্যাহত বা ক্ষুব্ধ হ'তে হবে ;
তাই, ধর,
কর,
নিষ্পাদনী চলনায় অভ্যস্ত হও—
নিষ্পন্নতার বিরোধী ভুলভ্রান্তিগুলিকে
সমীচীন সাবধানতায় এড়িয়ে ;
এই হ'চ্ছে
সিদ্ধিলাভের নিপুণ চলনা । ২১ ।

নিষ্ঠাসন্দীপ্ত-সঙ্কল্প-বিহীন অলস যা'রা,
তা'রা সহজেই বোধবিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
যা' ধরে,
কী-ক'রে করতে হবে—
কখন কেমন ক'রে,—
তা' ঠাওরই পায় না ;
ফলে, কর্ম্মপণ্ডতাই যেন তা'দের
স্বভাবসিদ্ধ হ'য়ে উঠে থাকে । ২২ ।

বিহিত কর্ম্মানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সঙ্কল্পগুলিকে নিষ্পন্ন কর—
নিখুঁতভাবে,—
বৃহৎ সঙ্কল্প-সিদ্ধির শক্তিও
অমনতরই চলনায়
ক্রম-তৎপর শক্তিমত্তায়
ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে তোমার ব্যক্তিত্বে । ২৩ ।

করতে-করতে নিকেশ পাবে—
এমনতর সঙ্কল্প নিয়ে
কাজে লাগা ভাল নয় কিন্তু,
করতে-করতে
মরণকে অতিক্রম করবে—
সেই সঙ্কল্পই অমৃতপন্থী,
বল—
মন্ত্রের সাধনে হোক্ অমৃত-উত্থান। ২৪।

তোমার সঙ্কল্প যদি
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত
অনুক্রিয় না হ'য়ে ওঠে—
তোমার ইচ্ছাও শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে না,
আর, করাতেও উদ্দাম হ'য়ে উঠতে পারবে না,
তদানুপাতিক ফল-অর্জ্জনেও
বিফলমনোরথ হবে। ২৫।

দৃঢ় সঙ্কল্প হ'লেই—
কোন প্রয়োজন ও কর্ম্ম
যদি সঙ্কল্প-অনুগ না হয়,
তা' তোমাকে কিছুতেই
অন্য ব্যাপারে নিয়োজিত করতে পারবে না,
তুমি সেদিকে যাবেই না কোনক্রমে,
তুমি অনন্যকর্ম্মা হ'য়ে চলতে থাকবে—
সঙ্কল্পের আপূরণ-তৎপর হ'য়ে। ২৬।

তোমার সঙ্কল্পকে স্মরণ কর,
আর, যা' করেছ
তোমার সেই কর্ম্মকেও স্মরণ কর,

আর, তা'র ভিতর গরমিল কতখানি—
কেমনতর—
ধীইয়ে দেখ,
পরিশুদ্ধ কর নিজেকে,
তোমার চলনকেও তেমন ক'রে তোল,
'ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর'। ২৭।

শুভ কিছু করবে ব'লে
তা' না ক'রে
সঙ্কল্পকে বিধ্বস্ত ক'রে তুলো না,
বিধ্বস্ত সঙ্কল্প
বিকল্পের সৃষ্টি করতে-করতে
তোমাকে ব্যত্যয়ে বিশোষিত ক'রে তুলবে। ২৮।

ইষ্টানুচর্য্যী সঙ্কল্প
তোমাকে শ্রেয়চলনে শক্তিমান ক'রে তুলবে—
সমস্ত সংঘাতকে সুবিনায়িত ক'রে,
শাতনদৃপ্ত সঙ্কল্প
তোমার অবনতির পথই
প্রস্তুত করতে থাকবে,
আর, সংঘাতগুলি
অবনতির গতিকে
আরো জোরালোই ক'রে তুলবে। ২৯।

যদি তোমার সঙ্কল্পকে
বাস্তবায়িত করতে চাও,
বিশেষ তৎপরতায়
উপযুক্ত ত্বারিত্যে
যে-পথে যেমন ক'রে

তা' সুসম্পন্ন হ'য়ে উঠতে পারে
তাই-ই ক'রো—
ছোটখাটো বিষয়েই হো'ক
বা বড়-সড় বিষয়েই হো'ক ;
এই চলনে চলতে-চলতে
তোমার বোধবিনায়িত কর্ম্মদীপনা
এমনতরই স্বতঃস্ফূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে—
ধী-প্রণোদিত কৃতিদীপনী
সঙ্গতি-সহকারে অর্থান্বিত হ'য়ে—
যা'র ফলে, তুমি সিদ্ধসঙ্কল্প হ'য়ে উঠবে—
ক্রম-তাৎপর্য্যে ;
আর, সিদ্ধসঙ্কল্প হওয়ার তপস্যাই হ'চ্ছে—
ঐ অমনতর কৃতিচর্য্যা । ৩০ ।

শুভ-সঙ্কল্পী হও—
হৃদ্য রাগ-উদ্যমী দ্যোতনা নিয়ে ;
কৃতি-অনুশীলনে
ঐ সঙ্কল্পকে মূর্ত্ত ক'রে তোল,
পরিবেশ ও সহকর্ম্মীকে
ঐ হৃদ্য রাগ-উদ্যমী দ্যোতনায়
উদ্দ্যুক্ত ক'রে তোল ;
তোমার আচার, ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী
যেন এমনতরই হয়
যা'তে ঐ দ্যোতনায়
সবাই অনুপ্রাণিত হ'য়ে ওঠে—
অলঙ্ঘনীয় কৃতি-তৎপরতায়,
উদ্যম-অভিষিক্ত হ'য়ে,
তদুদ্যোগে উদ্দ্যুক্ত ক'রে তুলে সবাইকে ;
আর, অমনি ক'রেই
তোমাকে কেন্দ্র ক'রে

সবাই ঐ উদ্যমে প্রভাবান্বিত হ'য়ে
ত্বরিত নিষ্পন্নতায়
ঐ সঙ্কল্পকে যেন মূর্ত্ত ক'রে তোলে ;
তোমার কর্ম্ম,
তোমার কৃতি-সঙ্কল্প
অমনি ক'রেই
বাস্তবতায় সার্থক হ'য়ে উঠুক—
নিষ্পন্নতার মহামিলন-আলিঙ্গনে । ৩১ ।

মানুষের অধঃপাতের পথ বা পন্থা
এমনভাবে নিরোধ কর—
যা'তে সে বাধ্য হয়
অধঃপাতে গড়িয়ে না পড়তে,
আর, তেমনি ক'রেই
উন্নতির পথগুলি অবাধ ক'রে তোল,
তোমার নীতিবিধি ও নিয়ন্ত্রণ
এমনতর যতই পাকা ক'রে তুলতে পারবে
সক্রিয়ভাবে—
ব্যক্তিগত, সাম্প্রদায়িক ও রাষ্ট্রিক উন্নতি
স্বতঃ হ'য়ে উঠবে তেমনি । ৩২ ।

মনে রেখো, আর সাবধান হ'য়ে চ'লো—
শ্রেয় করতে গেলেই বিঘ্ন ও বিপর্য্যয়
তোমাকে আক্রমণ করবেই কিন্তু প্রায়শঃ,
তাই, তা'কে পাহারা দিয়ে
নিরোধী রকম সৃষ্টি ক'রে
যত চলতে পারবে,—
উদ্‌যাপনও করতে পারবে তা' তত শীঘ্রই,
নয়তো, অনেক পরিশ্রমেও হয়তো
অল্পই এগুতে পারবে তা'তে । ৩৩ ।

যা' করবে,—
এমনতর দূরদৃষ্টি নিয়েই করবে তা'—
সব দিকের সব অবস্থাকে সুবিন্যস্ত ক'রে
যা'তে ভবিষ্যতে
তোমার সত্তা ও সম্বর্দ্ধনা
ক্রমে-ক্রমে ব্যাহত বা বিধ্বস্ত
না হ'য়ে ওঠে কখনই—
কৃতিত্বের সহিত
যৌথ-সংহতিতে একস্বার্থী ক'রে ;
নিষ্পাদন যতই এমনতর হবে—
বিবর্দ্ধনী গতিও
অব্যাহত চলবে তেমনতরই । ৩৪ ।

কী করছ,
কী করতে যাচ্ছ,
আর, কি-ক'রেই বা কী হো'ল,
কী করা উচিত ছিল,—
বাস্তব পরিচর্য্যায়
কল্যাণ-অনুপ্রাণনী আকূতি নিয়ে
নিষ্ঠানন্দিত আপ্রাণতার সহিত
তা'র সমাধান যদি না কর,
নিজের অন্তরে বিকশিত হ'য়ে
ঐ সিদ্ধান্তগুলি যদি
কাজে উদ্ভিন্ন হ'য়ে না ওঠে,
তোমার জীবনের অগ্রগতি
কি বিপর্য্যস্ত হয় না ? ৩৫ ।

যা' করবে ব'লে সিদ্ধান্ত করেছ বা ধরেছ,
ভূত-ভবিষ্যতের দিকে নজর রেখে,
এই বর্ত্তমানের উপযোগী ক'রে

বিহিতভাবে নিষ্পন্ন ক'রো—
সুসঙ্গত সার্থক-সমাবেশ-নিবন্ধনে,
নজর রেখো, সেগুলি যেন
শ্রেয়ার্থসন্দীপী হয়,
এই নিষ্পন্নতার ভিতর-দিয়েই
তোমার তপঃপ্রদীপ্তি বেড়ে যাবে,
আর, অবহেলায় বা অযথা কালক্ষেপে
তা' ব্যতিক্রম-বিক্ষিপ্ত হ'য়ে
ক্রমশঃই ব্যাহত হ'য়ে উঠবে,
আর, ঐ তপঃপ্রদীপ্তি
ক্রমশঃই স্তিমিত হ'য়ে চলবে,
যোগ্যতার অভিনন্দন
উপেক্ষা করতে থাকবে তোমাকে। ৩৬।

সিদ্ধান্ত যদি রূপায়িতই করতে চাও,
তবে সত্তাসম্বেগে গেঁথে তুলো তা'—
সৎ-অনুপ্রাণনায়,
আর, অচ্যুতভাবে লেগে থাক তা'তে,
কারণ, সিদ্ধান্তে যত যেমন ভাঙ্গন ধরবে—
পরিণতির পরিবেষণও তোমাতে
তেমনি হ'য়েই চলবে কিন্তু,
তাই, যে-কোন সিদ্ধান্তে আসার পূর্ব্বেই
সৎ-অনুপ্রাণনায়
সংবর্দ্ধনী বৈশিষ্ট্য নিয়ে
বেশ ক'রে বিনিয়ে
তা'কে সংহত ক'রে তোল—
যদি সিদ্ধান্তকে বাস্তব প্রতিষ্ঠায় আনতে চাও—
উপচয়ে বেড়ে চলতে ;
নতুবা, সারও হবে না,
সার্থকতাও পাবে না,

সারমেয় হ'য়ে ঘুরে বেড়াতে হবে
দুনিয়ার আবহাওয়ায়—
আঘাত-সংঘাত নিয়ে । ৩৭ ।

বিবেচনায় চ'লে
বিচক্ষণ দৃষ্টি নিয়ে
যে-সিদ্ধান্তেই উপনীত হও না কেন—
তা'কে যদি তুমি জীবনে
মূর্ত্ত ক'রে তুলতে চাও—পেতে চাও—
তোমার আগ্রহকে
সমস্ত প্রবৃত্তির সমবেত নিয়ন্ত্রণে
কেন্দ্রায়িত ক'রে তুলতে হবে তা'তে—
তা'র অন্তরায় যা'-কিছু
তা'কে নিয়ন্ত্রণ ক'রে—অতিক্রম ক'রে—
বাকে—চলনে—চরিত্রে—
সক্রিয়ভাবে,
আর, এ যতটা যেখানে যেমন
নিরন্তর, আবেগগম্ভীর, উদ্যমী—
কৃতকার্য্যতার সমারোহও সেখানে
তেমনতর সুষ্ঠু,
ওকেই বলে অনুরাগ,
ঐ হ'লো তা'র সেবাচর্য্যা,
ঐ হ'লো তা'র তপঃ—
আর, এর ব্যভিচার যেখানে যেমন—
অভিচার-সন্তপ্ত জীবনও সেখানে তেমনি । ৩৮ ।

যা' করবে ব'লে মনস্থ করেছ,
বিশেষতঃ সেগুলি যদি শ্রেয়নিদেশ হয়,
বা সবার শুভপ্রসূ হয়,

তা' যত সত্বর হয় সমাধান ক'রো—
নিজের সংশুদ্ধি-আচরণ বা চলন নিয়ে,
আর, ত্বরিত-সমাধানকে
এমন পটুত্বের সহিত
সম্ভব ক'রে তুলো—
যা'তে তা' উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বেই
নিখুঁতভাবে নিষ্পন্ন ক'রে তুলতে পার ;
এমন একটা গোঁ নিয়ে যদি চল,
দেখবে—
তোমার কৃতিসম্বেগ
দাউ-দাউ ক'রে বেড়ে চলবে,
একটা ইষ্টার্থপরায়ণ শ্রদ্ধা-উৎসারিত
কর্ম্মযোগী হ'য়ে পড়বে তুমি
দেখতে-দেখতে । ৩৯ ।

যদি কোন পরিকল্পনা
সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়ে
প্রয়োজন-আবেগে
সমীচীন উদ্দেশ্য নিয়ে
এসে থাকে তোমাতে—
তা'কে মূর্ত্তি দিতে
নিশ্চয়ই হ'য়ে থাক তুমি—
যখন বাস্তবভাবে সেটাকে চাও
তা'র আগেই ভেবে দেখ,
তা' করতে কী কী প্রয়োজন,
তা'র কী কী কখন কোথায়
কেমন ক'রে পাওয়া যেতে পারে,
সন্ধিৎসু সজাগ অন্তরে বিবেচনা ক'রে
যোগ্য সক্রিয় অনুচর্য্যায়
খুঁজে সংগ্রহ ক'রে

পাকাপাকিভাবে হাতে নিয়ে এস,
আর, যে-যে বিধানে
উপচয়ী নিয়ন্ত্রণে
তা' মূর্ত্ত করতে পারা যায় বাস্তবভাবে—
সেই-সেই রকমে
তা' করতে যা' প্রয়োজন
তা'র ব্যবস্থিতিগুলি
নিখুঁতভাবে জমায়েৎ ক'রে ফেলো,
আর, যখন তোমার তা' প্রয়োজন হবে—
তা'র আগেই তা' নিষ্পন্ন ক'রে ফেলো
বিহিত রকমে ;
যা'ই কিছু কর না—
এমনি ক'রে উপচয়ে
নিষ্পন্ন ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
কৃতী হওয়া—
আর, তা'তে কৃতার্থ হওয়া,
নয়তো, প্রবর্ত্তনা তোমার
উদ্দেশ্যেই সমাহিত হ'য়ে থাকবে ;
অবিবেকী, অলস জীবন
ব্যর্থতাই পুরস্কার পেয়ে থাকে । ৪০ ।

যা'ই কর না কেন,
প্রথমেই নিখুঁতভাবে
ত্বরিত সিদ্ধান্তে উপনীত হও—
এই মুহূর্ত্তে তোমার কী করতে হবে ;
সব সময় নজর রেখো—
এই সিদ্ধান্ত যেন
ত্বারিত্যে উদ্দীপ্ত থেকেও
হিতপ্রসূ, সুযুক্ত এবং হৃদ্য হ'য়ে ওঠে—
অশুভকে অবদলিত ক'রে ন্যায়তঃ ;

আর, এই করতে হ'লে
যখন যেখানে
যেমনতরভাবে যা' করতে হবে—
ত্বরিতই তা' নিষ্পন্ন ক'রে তোল ;
এই নিষ্পন্নতা যেন
সুদক্ষ কুশলতার সুবিনায়নায়
সংসিদ্ধ হয়,
আবার, যেখানে যা' করতে
যা'কে দিয়ে তা' করানো প্রয়োজন—
সে-ই যেন তা'ই করে
ত্বরিত সম্বেগ নিয়ে ;
তোমার বোধিদীপ্ত অনুপ্রেরণা
ও শারীরিক যোগ্যতা
সুষ্ঠু অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
সর্ব্বতোমুখী যোগ্যতার সার্থক-সঙ্গতি নিয়ে
যা' করণীয়
তা' যেন সুষ্ঠুভাবেই করে,—
যা'তে যখন যেটা দরকার
তা'র পূর্ব্বেই
ত্বরিত সুব্যবস্থ সুবন্দোবস্তের সহিত
প্রয়োজনমাফিক স্থলে
সেগুলি সুসজ্জিত হ'য়ে থাকে,—
যা'তে প্রয়োজনের তাগিদ হ'লেই
নিমেষে সেগুলির সাহায্যে
তোমার করণীয় সংসাধন করতে পার ;
ছোট্ট-ছোট্ট কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
এই অভ্যাসগুলিকে এস্তামাল ক'রে তোল,
এমনি ক'রেই
ক্রমবৃহৎ বা বৃহত্তর কর্ম্মে
আত্মনিয়োগ ক'রে
সেগুলিকে সত্বর সুসিদ্ধ করতে,

প্রয়োজনের পূর্ব্বেই
যথাবিহিত সেগুলিকে সমাধা করতে
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তা'র সবগুলিকে
নিখুঁত বিন্যাসে
বিলিবন্দোবস্ত করতে
এতটুকু ত্রুটি ক'রো না ;
এই বিলি-বন্দোবস্ত যেন এমনতর হয়—
সুসংশ্রয়ী সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে,
যা'তে সুনিয়মনে কাজ চালু করতে
এতটুকুও অসুবিধা না হ'য়ে ওঠে ;
এমনতর অভ্যাসের ভিতর-দিয়ে
তোমার বোধি
গতি
কর্ম্ম-বিন্যাস
নিষ্পন্নতা
এমনতরই সহজ-সংশ্রয়ী হ'য়ে উঠবে,—
যা'তে তোমাকে দেখে
তুমিই অবাক হ'য়ে উঠবে,
মনে করবে—
তোমাতে যেন
বিশ্বকর্ম্মা অধিষ্ঠিত হ'য়ে উঠেছেন—
সজাগ-ত্বরিত উদ্দীপনা নিয়ে,
আর, দেখবে—
সেই বিশ্বকর্ম্মাই হ'চ্ছেন—
তোমার অন্তরস্থ
সাত্ত্বিক-সংশ্রয়ী
শ্রেয়নিধান কৃতি-দেবতা। ৪১।

তুমি কর্ম্মের দক্ষনিয়ন্তা হও,
তোমার নিষ্পন্নতায়

কৰ্ম্ম সার্থক হ'য়ে উঠুক ;
কিন্তু স্মরণ রেখো—
কৰ্ম্ম যেন
তোমার পায়ের শিকল না হ'য়ে ওঠে ;
তুমি সাপুড়ে হও,
সাপ খেলাও,
কিন্তু সাপের ছোবল
তোমাকে কিছু না করতে পারে—
নজর রেখো । ৪২ ।

সম্যক্ কৰ্ম্ম মানে—
বিহিতভাবে
যেমন ক'রে যা' করলে
তা' সার্থক-সুসঙ্গতি নিয়ে
সুন্দরে সুনিষ্পন্ন হয়,
উপযুক্ততার সহিত তা'ই করা ;
করা, বলা, ভাবা, চলা
ইত্যাদি যাবতীয় যা'-কিছুকে
সম্যক্ ক'রে তুলতে হ'লে
ঐ-ই পন্থা । ৪৩ ।

নিষ্কাম কৰ্ম্ম
সাত্বত ধৰ্ম্মের সত্ত্বদীপনা,
তাই, নিষ্কাম কৰ্ম্ম
নিজের জন্য কিছু করতে চায় না,
কিন্তু তা'র আরাধ্যের জন্য
বা প্রিয়র জন্য
যা'-কিছু সবই করে—
তা'র শুভ ব'লে যা' মনে হয় ;

আর, ঐ-ই হ'চ্ছে
সন্ন্যাসের বাস্তব অঙ্কুরণা,
আর, সন্ন্যাস মানে
সম্যকভাবে ইষ্ট বা আদর্শে ন্যস্ত থাকা ;
তাই, যজ্ঞ, দান, তপঃ ইত্যাদি
আরাধ্যের আরাধনী কর্ম্ম যা'-কিছু
সবই তা'তে প্রদীপ্ত হ'য়ে থাকে,
তাই, তা' তা'র কখনও ত্যাজ্য হয় না । ৪৪ ।

নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি
বুদ্ধির কিছু নয়কো,
সম্বর্দ্ধনার কিছু নয়কো ;
সত্তাকে স্মৃতিবাহী চেতনায় চলন্ত ক'রে
ধৃতিমুখর পরিচর্য্যায়
ক্রমাগতিশীল ক'রে তুলবে—
তা' কী ক'রে ?
তাই, ধর,
কর,
নিখুঁতভাবে নিষ্পন্ন কর,
আর, কর্ম্মদেবতা তোমাকে
অমৃত-অভিষিক্ত ক'রে তুলুন ;
নৈষ্কর্ম্ম্য মানে কর্ম্ম না-করা নয়কো,
বরং স্বার্থপরামৃষ্ট প্রবৃত্তিকর্ম্ম-বিরত হ'য়ে
সাত্বত কর্ম্মে রত হওয়া—
লোকসম্বর্দ্ধনী কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করা,
অমৃত-সন্ধিৎসু হ'য়ে চলা । ৪৫ ।

বিহিত কর্ম্মযোগের তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
সমস্ত কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে

ধর্ম্মকে প্রতিপালন করা—
সার্থক-তৎপরতায়,
ঐ কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ইষ্টার্থকে বিহিতভাবে
উদ্বর্দ্ধনায় বিনায়িত করা—
পূত-অনুষ্ঠানী তৎপরতায়,
যে-যে ব্যাপারেরই কাজ হো'ক্ না কেন,—
জীবনে যখন যা' যেমন প্রয়োজন
ঐ আপূরণী পর্য্যায়ে
পরম তাৎপর্য্য নিয়ে
তৎপরতার সহিত
তা'কে সর্ব্বতোভাবে
সব দিক-দিয়ে
ইষ্টার্থ-আপূরণী ক'রে তোলা ;
তাই, যখনই যা' কর,—
তা'কে উচ্ছল সঙ্গতিতে
সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল,
সব সময় নজর রেখো—
ঐ কর্ম্ম
ও ইষ্টার্থ-অর্থনার যা'-কিছু
সেগুলির একটুতেও
যেন খাঁকতি না থাকে ;
ক্রমশঃই এমনতর খাঁকতিকে
নিরসন করতে করতে চল—
শুভ-সম্বর্দ্ধনী তৎপরতায়,
নিখুঁত নিটোলভাবে ;
ঐ কর্ম্মযোগ দেখবে একদিন
তোমাকে মহান প্রজ্ঞায় অধিষ্ঠিত ক'রে
তোমার জীবনটাকেই
শুভমূর্চ্ছনায় মূর্ত্ত ক'রে
দুনিয়ার সব যা'-কিছুকে

প্রজ্ঞায় প্রবীণ ক'রে তুলবে,
এই হ'চ্ছে যোগের যুগজীবন—
তা' সব-কিছু নিয়েই ;
আর, মনে রেখো—
জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ—
কাউকে ছেড়ে কেউ চলতে পারে না,
সবাই সবকেই
পরিপুষ্ট ক'রে তোলেই । ৪৬ ।

যা'ই কিছু কর না কেন,
সুকেন্দ্রিক অর্থনায় উপচয়ী ক'রে
বিহিত মিতি-চলনে
তা'কে নিয়ন্ত্রিত করতে যা'তে পার—
করার যা'-কিছুকে
সুসঙ্গতিতে মিলিয়ে
নিষ্পন্ন ক'রে
মূর্ত্ত ক'রে
বাস্তবায়িত ক'রে, —
সেদিকে বেশ ক'রে নজর রেখো ;
আরও বলছি—
একটু সুসন্ধিৎসু দূরদৃষ্টি নিয়ে দেখো
বেশ ক'রে ধীইয়ে—
ঐ করার চলনে
কোনপ্রকার ক্ষতি অনুমিত হ'লেই
তা'র নিরাকরণী প্রতিরোধ
তখনই সৃষ্টি করা হ'চ্ছে কিনা,
যা'র ফলে, ঐ ক্ষতি
তোমাকে কোনপ্রকারেই
ক্ষতদুষ্ট ক'রে না তুলতে পারে,
তা' এতটুকুও নয় ;

আর, তা'র জন্য
যেমন ক'রে যেখানে যা' করণীয়—
তা' করবেই কি করবে,
ত্রুটি যেন একটুও না হয় ;
দেখবে, এই কৃতি-চলন
তোমাকে কৃতিত্বে গৌরবান্বিত ক'রে তুলবে
বাধাকে বিনায়িত ও প্রতিরুদ্ধ ক'রে । ৪৭ ।

অনুশীলনতৎপর যা'রা
তা'রাই কৃতী হ'য়ে থাকে । ৪৮ ।

করণীয়ের অনুশীলনই
যোগ্যতার উদ্‌গাতা,
আর, যোগ্যতাই অধিকারের সংস্থাপক । ৪৯ ।

অলস নির্ভরশীল হওয়ার থেকে
অনুশীলনশীল হওয়া ভাল,
লোকভৃতিপরায়ণ হওয়া ভাল—
ইষ্টার্থ-আপূরণী অনুবেদনা নিয়ে । ৫০ ।

যে যেমনভাবে
যেমনতর আন্তরিকতা নিয়ে
যা'র অনুসরণ ও অনুশীলন করে,—
উন্নতি বা অবনতিও তা'র হয় তেমনি ;
করাই পাওয়ার জননী । ৫১ ।

তুমি কী পার,
আর, পারই বা না কী—

বেশ ক'রে খতিয়ে দেখ—
যা' পার না, তা' কেন ?
কী ক'রেই বা পারা যায় ?
আর, তা'র অনুশীলনে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ । ৫২ ।

বোধদৃষ্টি যা'দের যত সঙ্গতিহারা, ঝাপ্‌সা—
অনুশীলন ও নিষ্পন্নতাও তা'দের
তেমনি তত ব্যতিক্রমদুষ্ট, অসম্পূর্ণ । ৫৩ ।

বিহিত অনুশীলন করলে না—
অথচ পেলে,
সে-পাওয়া তোমার আয়ত্তেই এলো না কিন্তু,
পেয়েও পাওয়া হ'ল না ;
তাই, কর,
তোমার বোধও বিকশিত হো'ক,
আয়ত্তে আন,
পাওয়া তোমার সাবলীল হ'য়ে চলবে । ৫৪ ।

যা'ই করতে চাও না কেন,
তদনুগ অনুষ্ঠান ও অনুশীলনের সার্থক বিন্যাসে—
অভীষ্ট সন্দীপিত ও সক্রিয় হ'য়ে ওঠে যা'তে—
এমনতর সার্থক সমাবেশ নিয়ে
তোমার মনঃশক্তিকে নিয়োজিত কর—
বিহিত বিধায়নের ভিতর-দিয়ে,
তবেই তো তা' হবে !
নয়তো তা' আপাঙ্‌ক্তেয়,
অসার্থক অবাস্তবতারই স্রষ্টা হ'য়ে উঠবে । ৫৫ ।

যদি না কর,
অর্থাৎ যদি অনুশীলন না কর,—
যোগ্যতা অর্জ্জন করতে পারবে না,
যোগ্যতা অর্জ্জন করা মানেই
যোগ্য হ'য়ে ওঠা,
আর, এই এমনতর হ'য়ে ওঠাটাই
পাওয়ার জননী,
হবে যেমন, পাবেও তেমন । ৫৬ ।

সৎ-আবেগ—তা' যেমন ক'রেই হো'ক—
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে যখনই,
তখন থেকেই যদি তা'কে
তা'র ইন্ধন জোগাও,
অনুশীলনায় পরিপালন কর,—
উচ্ছল হ'য়ে উঠবে তা'—
চরিত্রকে বিনায়িত ক'রে,
অভ্যাসে যোগ্যতাকে উদ্ভিন্ন ক'রে ;
সার্থকতার তুকই ঐ । ৫৭ ।

যা'দের কর্ম্মানুশীলন
সুব্যবস্থ কৃতী-সম্বেগে চলে না,—
তৎসঞ্জাত ক্লেশ যা'দের কাছে
সুখের ব'লে মনে হয় না প্রায়শঃ,—
যোগ্যতাও তা'দিগকে সম্বর্দ্ধনায়
অভিনন্দিত ক'রে তোলে না,
তাই, দুঃখও তা'দের
দুর্ব্বার হ'য়েই চলতে থাকে,
পরমুখাপেক্ষী তা'দের হ'তেই হয়,
মানুষের আন্তরিক সম্ভ্রম হ'তে বঞ্চিতই হ'তে
দেখতে পাওয়া যায় তা'দের,

তাই, শত চেষ্টায়ও
দুঃখ ও দরিদ্রতার হাত হ'তে
তা'দিগকে রেহাই দেওয়া
অন্যের পক্ষে সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে কমই। ৫৮।

একনিষ্ঠ শ্রেয়শ্রদ্ধ হ'য়ে
বুঝ নিয়ে
হাতে-কলমে না করলে
বোধ বাড়ে না,
আবার, এই বোধ-অনুসৃত করার অনুশীলনায়ই
যোগ্যতা বেড়ে ওঠে,
যোগ্যতা যেমন—
আয় ও ঐশ্বর্য্যও তেমনি,
আর, এই ঐশ্বর্য্যই হ'চ্ছে
তোমার জীবন-চোয়ানো শ্রেয়-অর্ঘ্য,
আর, তা'ই দিয়ে সার্থক হ'য়ে ওঠ—
শ্রেয়তে। ৫৯।

যা' অনুশীলন করতে হবে,
তা'র কিছু-না-কিছু নিষ্পন্ন কর—
যোগাড়ে ক্ষিপ্রহস্ত হ'য়ে,
যা'তে তা' তোমার ও অন্যের
তৃপ্তিপ্রদ হয় এমনতরভাবে,
ঐ তৃপণাই
তোমার আগ্রহ বাড়িয়ে দেবে—
ক্রম-পদক্ষেপে,
আগ্রহদীপ্ত সম্বেগে
তুমি আরোর দিকে এগিয়ে যাও—
যা' ধরবে
তা'র সমাধানী তৎপরতা নিয়ে,

দেখবে, কৃতী হ'তে
বড় বেশী কাঠখড় পোড়াতে হয় না । ৬০ ।

কেবল আলোচনা-বহুল হ'তে যেও না,—
অর্থাৎ আলোচনা-বিলাসী হ'তে যেও না,
বরং সমীচীন কৃতি-বহুল হও,
আলোচনা কর অতটুকু পর্য্যন্ত—
যা'তে সুসন্ধিৎসু দক্ষ-বোধনা নিয়ে
অনুশীলন করতে পার,
আর, যা'তে অনুশীলনী অনুচর্য্যা
কখন কি-ক'রে, কি-রকমে
পরিণত হ'তে পারে
তা'র ধারণা পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে তোমাতে ;
নতুবা, করার ক্ষুধা কমিয়ে দিয়ে
কেবল বলা বা শোনার ইচ্ছাকেই
বাড়িয়ে তোলা কি ভাল ?
তাই, কর,
চতুর হ'য়ে চল,
আর, চতুর মানেই
চৌকষ চলনে চলা । ৬১ ।

যা' করতে চাও,—
তা' কেন ?
কেমন ক'রে করতে হবে ?—
সেগুলিকে মনন কর অর্থাৎ ধ্যান কর—
একটা সুসঙ্গত বোধনা নিয়ে,
তারপর কর,
অর্থাৎ তা'র অনুশীলন কর ;
অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
তা' করার শীলগুলিকে

বেশ ক'রে সার্থক-সঙ্গতিতে
নিজের বোধবৃত্তিতে বিনায়িত ক'রে তোল—
ভাবা ও করার মাধ্যমে ;
এমনতর ক'রেই
বেশ ক'রে নিষ্পন্ন ক'রে তোল—
তা'র আবর্জ্জনাগুলিকে দূর ক'রে,
ঐ জপনাকে বেশ ক'রে খতিয়ে
তুখোড় ক'রে নিয়ে
করায় সুযুক্ত ক'রে তুলে,—
যা' চাও—তা' মিলছে কিনা !—
আর, তা' কেমনতর কতখানি
উপচয়ী হ'লো তোমার পক্ষে
তা' দেখে-শুনে ;
এমনি ক'রেই কৃতী হ'য়ে ওঠ,
কৃতার্থ হও। ৬২।

যা' দেখতে হবে,
যা' শুনতে হবে,
যা' বুঝতে হবে,
করতে হবে যা',
সুসন্ধিৎসু অন্তরাসী হ'য়ে
তা' উপযুক্তভাবে বোধে বিনায়িত ক'রে
দেখ, শোন, বোঝ, কর ;
আর, ঐ দেখা, শোনা, বোঝা বা করার ভিতর
যেন কোনপ্রকার ফাঁকই না থাকে ;
বিন্যাস-বিনায়িত ক'রে
বোধে এঁকে নাও,
আর, কৃতি-অনুশীলনায়
তা'কে মূর্ত্ত ক'রে তোল—
যেমন দেখলে, যেমন বুঝলে—

কাজের ভিতর-দিয়ে
তা'কে তেমনই ক'রে ;
বেকুবীর নাজেহাল থেকে অনেক রেহাই পাবে । ৬৩ ।

যা' তোমার জীবনে
কৃতি-অভিনিবেশ নিয়ে
অনুশীলন-বিন্যাসে স্বতঃ হ'য়ে ওঠেনি—
চারিত্রিক বিচ্ছুরণায়,
তা'র অনুপ্রেরণায়
কাউকে অনুপ্রেরিত ক'রে
কৃতি-উচ্ছল ক'রে তোলা,
তা'র চলন-চরিত্রকে
তদনুপ্রাণনায় অনুপ্রেরিত ক'রে তোলা—
সুদূরপরাহত কিন্তু,
তুমি কর,
সুকেন্দ্রিক কৃতি-তৎপরতায়
ইষ্টার্থে সেগুলিকে বিনায়িত ক'রে তোল,
তোমার অন্তঃস্থ বোধে
সেগুলি বিনায়িত হ'য়ে
সংস্থিতি লাভ করুক,
দেখবে—
তোমার স্বতঃ-চলন-চরিত্র
এমনতরই হ'য়ে উঠবে,
যা'তে লোকজীবন তা' গ্রহণ ক'রে
অনুপ্রেরণা-প্রদীপনায়
কৃতি-অনুশীলনে স্বতঃ হ'য়ে
তা'দের চারিত্রিক বিচ্ছুরণাকে
অমনতর ক'রে তুলবে অনেকখানি—
কথায়, কাজে, চাল-চলনে,
সমীচীন সুকেন্দ্রিক সার্থকতায় । ৬৪ ।

সার্থক-অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
কৃতি-পরিচর্য্যায়
যেমনতর হবে তুমি,
প্রভাবও হবে তোমার তেমনি—
তা' কথাবার্ত্তায়, চাল-চলনে, আচার-নিয়মে,
অনুচর্য্যী অনুবেদনায়,
অন্তর-বাহিরের বিন্যাস নিয়ে বিনায়িত হ'য়ে,
আর, অনুশীলন-উদ্দীপ্ত ব্যক্তিত্বে
বাস্তবতায়
এই হওয়ার ভিতর-দিয়ে
তোমার আত্মিক বিকিরণাও
তেমনতরভাবে বিচ্ছুরিত হবে ;
প্রভাব মানেই হ'চ্ছে প্রকৃষ্টভাবে হওয়া,—
তা' তুমি ভালই হও—
বিন্যাস-বিনায়িত হ'য়ে,
আর, মন্দই হও—
বিচ্ছিন্ন বিক্ষুব্ধতা নিয়ে ;
তাই, প্রভাব মানে যাদুমন্ত্র নয়,
অনুচর্য্যী যত্নের ভিতর-দিয়ে
সার্থক অন্বিত-সঙ্গতিতে বিনায়িত হওয়া,—
আর, বিনায়িত হ'য়ে
যেমনতর আচার-ব্যবহার ইত্যাদি হ'য়ে ওঠে—তাই,
আর, ওকেই বলে প্রভাব ;
হও,—
প্রভাবও তোমার প্রভূত হ'য়ে উঠুক । ৬৫ ।

শুভ-সন্দীপী দক্ষকর্ম্মা হ'য়েও
যদি কেউ ত্বারিত্যবিহীন হয়—
তা'র ঐ নৈপুণ্য অলসগতিসম্পন্ন হ'য়ে
উপযুক্ত ফলপ্রসূ হ'য়ে ওঠে না—
সে নিজেরই হো'ক বা অন্যেরই হো'ক ;

কা'রো প্রয়োজনকে
বিহিত সময়ে
নিষ্পন্ন করতে পারে সে কর্মই,
তা'র প্রস্তুতি
প্রয়োজনকে
আপূরিত করতে পারে না কিছুতেই
বিহিতভাবে ;
তাই, কৃতি-অনুশীলনার সঙ্গে-সঙ্গে
বিহিতভাবে ত্বারিত্যেরও অনুশীলন করা
সমীচীন কিন্তু ;
আর, এর ফলে
উপস্থিত-বুদ্ধি, বিবেক
কর্ম্মকুশল সম্বেগ নিয়ে
তোমাকে উপযুক্তভাবে
সুসমাধানে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারবে,
উপস্থিত-বোধনা
ঐ ত্বারিত্য-বিনায়নের ভিতর-দিয়ে
তোমাকে সব দিক-দিয়ে
ক্ষিপ্র ক'রে তুলতে থাকবে । ৬৬ ।

তুমি পেয়ে গেছ—
কিন্তু করার অনুশীলনে হওনি-কো,
তা'র মানে—পাওনি তুমি,
তোমার পাওয়া হয়নি,
ভুয়ো পাওয়া নিয়ে ব'সে আছ ;
পেতে গেলেই হ'তে হবে—
করার অনুশীলনে তা'কে
আপন ক'রে নিয়ে,
ব্যক্তিগত ক'রে নিয়ে,
নিজস্ব ক'রে নিয়ে,

চরিত্রে প্রভাব বিস্তার ক'রে,—
তবে তো হওয়া হবে,
আর, হওয়া হ'লে তো পাওয়া ;
হওনি অথচ পেয়েছ—
সোনার পিতলে ঘুঘু বলা যা'
এও তা',
শোনার ঘুঘু তুমি ;
আবার, করা মানেই—
দেখে, শুনে অনুশীলন করা,
যেমন ক'রে হয়, তা' করা,
খাঁকতি থাকলে তা' হবে না,
না করলে পাওয়াও হবে না । ৬৭ ।

যেমন চাও,
তেমনি কর—
শ্রেয়চর্য্যী একমনা অনুবেদনা নিয়ে,
পাবেও তেমনি । ৬৮ ।

অন্তরের কামনা যদি পূর্ণ করতে চাও,—
সমীচীন সুব্যবস্থ নিখুঁত করণে
তা'কে নিষ্পন্ন ক'রে চল,
এই হ'চ্ছে কামনার আপূরণী পন্থা । ৬৯ ।

যদি পেতেই চাও,
এমন কর—
যা'তে হ'য়ে ওঠ—
তোমার ঐ চাহিদা-মত ;
চাহিদার দিক্‌দারি আর সইতে হবে না,
প্রাপ্তি স্বতঃই উপ্‌চে উঠবে তোমাতে । ৭০ ।

বাস্তব পরিচর্য্যায়
হৃদ্য তৎপরতা নিয়ে
অন্যের প্রতি যেমনতর করবে—
তোমার প্রাপ্তিও নিয়ন্ত্রিত হবে সেই পথে,
করবে না, পাবে—
এমনতর ভুয়ো চলন
ভুয়োবাজিকেই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে। ৭১।

বিহিতভাবে যা' করবে তা'ই হবে,
না-পারার কৈফিয়ত প্রকৃতি শুনবে না,
প্রকৃতির কথাই হ'চ্ছে—
বিহিতভাবে কর,
ক'রে যোগ্য হও,
আর, যোগ্যতার অবদান যা'
তা' পাও আর ভোগ ক'রে চল,
উপযুক্ত হও—বাঁচ। ৭২।

সুকেন্দ্রিক কৃতি-তপা হও—
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী অনুক্রিয় হ'য়ে,
বিরুদ্ধ যা'-কিছুকে এড়িয়ে,
পাওয়ার বিলাসিতা
প্রাপ্তিকে আবাহন করবে না—
ঠিক জেনো। ৭৩।

যদি চাও তো পুরুষকারকে
খাড়া ক'রে তোল,
আর, চাওয়ার আনুপাতিক
যেখানে যা' করণীয়
তা' বিহিতভাবে কর—

পাওয়াটা যা'তে
স্বতঃ হ'য়ে চ'লে আসে তোমার কাছে,
তোমার যোগ্যতা যেমন হবে
পাওয়াটাও তেমন হবে। ৭৪।

তোমার হবে—
এমনতর অনুজ্ঞার ভিতর
স্বতঃই নিহিত থাকে—
কর, হবে,
করাকে বাদ দিয়ে
হওয়ার প্রতীক্ষায় যদি ব'সে থাক,
আর, হওয়ার ঝুড়িও যদি
তোমার কাছে উপস্থিত করা যায়,—
তা' তুমি পাবে না,
কারণ, অনুশীলন ক'রে
তুমি এমনতর হওনি
যে-হওয়াটা পাওয়াতে সার্থক হ'য়ে ওঠে। ৭৫।

তুমি যেমনতর অনুবেদনা নিয়ে
প্রকৃতভাবে হ'য়ে উঠেছ যা'র যেমনতর—
বাস্তব অনুচলনে,—
প্রভাবও তোমার সেখানে তেমনি ;
করার অনুচর্য্যায়
হওয়ার অর্জ্জনী অনুচলনই—
তুমি কা'র কেমনতর,
তোমার সম্বন্ধই বা কী তা'তে,—
তা'র বাস্তব সাক্ষ্য। ৭৬।

মানুষ যা' বা যেমন ইচ্ছা করে
তা' করতে পারে,

কিন্তু যা' বা যেমনভাবে
তাই-ই ইচ্ছায় পরিণত করতে পারে কমই—
প্রবৃত্তি ও প্রবণতাকে এড়িয়ে,
আর, ইচ্ছা মানেই সক্রিয় তৎপরতা। ৭৭।

যা'দের করার গল্‌তি যত
লেগেই থাকে হামেশা—
ততই তা'দের শুভ-ইচ্ছাও
ফলপ্রসূ হ'য়ে ওঠে না,
কারণ, তা' বিহিত কর্ম্মের ভিতর-দিয়েই
সফল ক'রে তুলতে হয় ;
আর, যা'রা নিজে ক'রে
যোগ্যতা আহরণ করতে পারে না,—
উপযোগিতাও আয়ত্তে আসে না তা'দের। ৭৮।

যা'দের চাহিদা আছে
কিন্তু তদনুগ কিছু করে না—
যেমন ক'রে চাহিদা পূর্ণ হ'তে পারে,
সমস্যা তা'দের কাছে
সমস্যাই হ'য়ে চলতে থাকে নিরন্তর। ৭৯।

তুমি যা' পেতে চাও—
সেই তপের অন্তরায়ী যা'
তা'কে নিরোধ বা বর্জ্জন ক'রে
বিধিমাফিক তাই-ই করতে হবে
যা'তে তা' পেতে পার,
নতুবা ঐ লিপ্সাতেই
খতম হ'য়ে ব'সে থাকতে হবে। ৮০।

ফল-প্রত্যাশা
আতিশয্যে যতই তোমাকে
অভিভূত ক'রে তুলবে—
কর্ম্মপ্রবৃত্তি যোগ্যতা-অর্জ্জনে
ততই খিন্ন হ'য়ে উঠবে,
ফলে, ঐ ফল-প্রত্যাশা তোমাকে
নিষ্ফল ও হতাশই ক'রে তুলবে ;
তাই, 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' । ৮১ ।

মানুষের করার প্রকৃতি যেমন—
পাওয়ার প্রকৃতিও তেমন,
আবার, ঐ করার প্রকৃতি যদি বিকৃত হয়,—
তা' অনেক সময় না-পাওয়াকেই
আমন্ত্রণ ক'রে থাকে—
আপশোস-উপঢৌকন নিয়ে,
বিধ্বস্তির দোধুক্ষিত
শঙ্কাতঙ্কিত আলিঙ্গনে,
তাই, বুঝে চ'লো । ৮২ ।

চাওই যদি,
বাস্তবে অন্তরাসী-সম্বেগী হ'য়ে
করার অনুচর্য্যায়
নিয়ন্ত্রণী অনুশীলনায়
নিজে হ'য়ে ওঠ—
প্রীতি-অবদান মুখরতা নিয়ে,
পাওয়া সংঘটিত হ'য়ে উঠবে স্বতঃই—
যোগ্যতার শুভ-সম্বৃদ্ধ ঐ 'হওয়া'তে । ৮৩ ।

বোঝ,

কর,

আর, করার সাথে-সাথে ভাব—

কেমন ক'রে কী হয়,

এমনি ক'রেই, করার উৎসে

ভাবের উদয় হবে,

ঐ ভাবই হইয়ে তুলবে তোমাকে তেমনতর,

আর, ভাবের স্রষ্টাও ঐ ভাব,

আবার, ভাব যেমন লাভও তেমনি। ৮৪।

উপযোগী অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে

কোন-কিছুতে

ইচ্ছাশক্তিকে কেন্দ্রায়িত ক'রে

স্বতঃ-অনুজ্ঞায় অভিষ্যন্দিত ক'রে তুললে,

তা'রই চালনে দেখতে পাওয়া যায়—

সেই ব্যাপার বা বস্তুতে

তদনুরূপই ক্রিয়া প্রকাশ পায় প্রায়শঃ,

গেঁয়েলী ভাষায়

একে তুক করা ব'লে থাকে ;

তাই, যা'ই কর না—

বিহিত অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে

নিজের ইচ্ছাশক্তিকে অভিষ্যন্দিত ক'রে তোল,

কর্ম্মে সক্রিয় ক'রে তোল,

বাঞ্ছিত ফলও

তোমার দিকে এগুতে থাকবে। ৮৫।

কিছু হ'তে বা হওয়াতে গেলেই

যেমন রকমে যা'-যা' ক'রে

হ'তে বা হওয়াতে হয়—

তা' করতেই হবে তোমাকে,
আর, এই করার ভিতর-দিয়েই
হওয়া বা হওয়ানর হদিশ বা জ্ঞান
আবির্ভূত হ'য়ে উঠবে তোমাতে,
তা'ও আবার ঐ করার পথে
ঐ রকমেই ক্রমশঃ
আরো-আরোতে বেড়ে উঠতে থাকবে
রকমারি নিয়ে ;
প্রাজ্ঞ হ'য়ে উঠবে তুমি অমনি ক'রেই। ৮৬।

তুমি যেমনতর জীবন চাও
তা'কে ব্যহত করে যা'-কিছু—
তা'কে এড়িয়ে চলতেই হবে—
তা' আচারে, ব্যবহারে, বাক্যে, অশনে, বসনে,
বান্ধব-সম্বদ্ধতায় সব রকমে ;
নয়তো, তোমার চাহিদামাফিক জীবনে
জীয়ন্ত হ'য়ে চলা
অলীক স্বপ্নেই পর্য্যবসিত হবে ;
তাই, যেমন চাও, তেমনি কর,
আর, অন্তরায়গুলিকে নিরাকৃত ক'রে চল—
পাবে। ৮৭।

যখন যেমন ক'রে যা' করতে হয়—
সক্রিয় সুব্যবস্থিতি নিয়ে তা' করবে না,
অথচ চাওয়া ও পাওয়ার বিলাসিতা অদম্য যা'দের—
তা'দের যোগ্যতা
ছিন্নবাস পরিধান ক'রে
ভিখারী হ'য়ে
দুয়ারে-দুয়ারে ঘুরে বেড়ায়—

রোরুদ্যমান আপশোসে,
তাই, তা'দের চাহিদা ও প্রাপ্তি-প্রলোভন
দিকদারি-ব্যতিক্রমের ভ্রান্ত চলনে
দোধুক্ষিত হ'য়ে
আত্মবিলয়েরই উপঢৌকন সরবরাহ করে । ৮৮ ।

তোমার করার প্রবৃত্তিও নাই,
কা'রও জন্য করও না কিছু—
এমনতর যত হবে,—
না-পাওয়াটাই বাস্তবে কায়েম হবে তোমার,
কিন্তু তুমি যদি কমও কর
এবং আরো করার ইচ্ছা থাকে
ও করাটা বাড়িয়ে চল,
আচার-ব্যবহারেও তেমনি চল,
তবে পাওয়াটা থেমে যাবে না,
আর, এমনিই হ'য়ে থাকে সাধারণতঃ । ৮৯ ।

কিছু লাভ করতে গেলেই
কষ্টভোগ ও অপচয়কে সহ্য করতে হয়—
তা' ব্যষ্টিগতভাবেও যেমনতর
সামাজিকভাবেও তেমনি,
রাষ্ট্রগতভাবেও তেমনতরই ;
কিন্তু সব সময়
সুদক্ষ পরিবীক্ষণায় নজর রাখতে হয়,
সেই অপচয়টা যা'তে সত্তাঘাতী না হ'য়ে ওঠে,
আর, তা' উপচয়কেই আমদানী ক'রে তোলে—
দু'দিন আগেই হো'ক
আর, দু'দিন পরেই হো'ক ;
তা'তে যা'রা নারাজ—

তা'দের উপচয়ী-সমৃদ্ধিও
শ্লথ হ'য়েই চলে। ৯০।

উপচয়ী কর্ম্মনিষ্পাদনী ফন্দিবাজিকে
ত্যাগ ক'রে বা অবজ্ঞা ক'রে
অর্থাৎ তা'তে অন্তরাসী না হ'য়ে
অর্থ-আকাঙ্ক্ষায় যা'রা হাবুডুবু খায়,—
দারিদ্র্যের বিদ্রূপভঙ্গী তা'দিগকে
হতচ্ছাড়া না ক'রে ছাড়েই না প্রায়শঃ ;
যদি চতুরই হও, আর চাওই যদি,—
তবে উপচয়ী কর্ম্ম-নিষ্পাদনে
আবেগকে উচ্ছল-সম্বেগী ক'রে তোল,
করায় সক্রিয় হ'য়ে ওঠ—
উদ্দেশ্যে অটুট থেকে,
অভাব
বিদ্রূপ করবে তোমাদিগকে কমই। ৯১।

যা'রা সুকেন্দ্রিক আবেগ-রাগরঞ্জিত হ'য়ে
সক্রিয় অনুবেদনায়
শুভ-নন্দিত উপচয়ী কর্ম্মফলকে
অর্ঘ্য-স্বরূপ
ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যায়
নিয়োজিত করতে জানে না
বা পারে না,—
পরিবেশের জীবনসঞ্জাত
কর্ম্মনিরতির ফলও
তা'কে অর্ঘ্যান্বিত ক'রে
প্রসাদ-সন্দীপ্ত ক'রে তোলে কমই। ৯২।

ব্যাপার বা বিষয়ের সুসমাধানে
যেখানে যেমন ক'রে যা' করতে হয়,
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তা' ক'রে যাও—
সুসন্নিবেশে ;
ফলের জন্য ব্যস্ত হ'য়ো না,
অনেক দিকদারি হ'তে রেহাই পাবে,
ফলও বিহিত বিনায়নায়
তোমাকে কৃতার্থ ক'রে তুলতে পারে ;
"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" । ৯৩ ।

মানুষ যেমন চায়,—
চলেও সে তেমনই,
আচার, ব্যবহার, বাক্যও তা'র
তেমনই হ'য়ে চলে,
ঐ চলন করায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে
তা'কে তেমনতর অবস্থানের
উপযুক্ত ক'রে তোলে,
সে ভাগ্যের ভজনা করে অমনি ক'রে,
প্রাপ্তিও হয় তা'র তেমনই,
বস্তুতঃ করার ভিতর-দিয়েই
সে হওয়া ও পাওয়াকে আমন্ত্রণ করে,
এবং ঐ কর্ম্মই তা'র ভাগ্য-বিধাতা । ৯৪ ।

যে-প্রয়োজন মুখর হ'য়ে উঠেছে
তা'র সমাধান করতে
কী-অবস্থায় কী-কী প্রয়োজন—
অন্বিত ক'রে পরিকল্পনায়
অন্তরায়গুলিকে নিরোধ ক'রে
অন্তরে তা'র একটা

সুষ্ঠু সমাবেশী ছবি এঁকে
সেগুলির সংগ্রহ করতে থাক,
আর, সমাবেশও কর তা'র তেমনি ক'রে
দেশ-কাল-পাত্রের পর্য্যবেক্ষণে
প্রভূত পরিচর্য্যায়
সান্বয়ী সামঞ্জস্য-বিধানে
তা'কে মূর্ত্ত ক'রে তোল,
সুবিধা-সুযোগ দেখে
সময়ে তা'কে সক্রিয় ক'রে তোল,
দেখো, এই সমাবেশের কোথাও যেন
খুঁত বা ক্রিয়াহানির ফুরসুত না থাকে,
সরবরাহ ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ
তোমাকে সার্থক ক'রে তুলবে। ৯৫।

যা'রা দ্রোহদীপ্ত দাম্ভিকতায় ব'লে থাকে—
'হয় মরবো, না-হয় মারবো,'
তা'রা মারতে পারে কমই,
পরাজিতই হয় প্রায়শঃ,
কারণ, ঐ পরাভব-ভীত মনোভাব
তা'দের বোধিবৃত্তিকে অবশ ক'রে রাখে;
কিন্তু যা'রা ব'লে থাকে
'না-মেরে বা না-ক'রে জলগ্রহণ করবো না,'—
ঐ সম্বেগী সিদ্ধান্তই
সতর্ক সন্ধিৎসার সহিত
এমনই বুদ্ধিবৃত্তি জুগিয়ে দেয়,—
যা'তে সে প্রবল প্রস্তুতি নিয়ে
তা'র উদ্দেশ্য সমাধান করতে পারে;
তাই, সম্বেগী সিদ্ধান্ত
অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ক'রে
মানুষকে যোগ্যতায় আরূঢ় ক'রে তোলে। ৯৬।

কাউকে হনন ক'রে
আত্মগৌরব-প্রতিষ্ঠায়
নিজেকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলো না,
তা' পাপ—
জীবনের কলঙ্ক,
ন্যায়ের বাস্তব অভিযানে
শুভ সত্যের প্রতিষ্ঠা কর—
প্রতিটি লোক-অন্তরকে
উদ্ভাসিত ক'রে তুলে,
মিথ্যা বা অশুভ যা'
তা'কে প্রতিহত ক'রে—
দক্ষকুশল তৎপরতায়,
আর, শিবসুন্দরে সার্থক হ'য়ে ওঠ,
জীবনের প্রতিষ্ঠা
এমনি ক'রেই হ'য়ে থাকে। ৯৭।

তোমার স্বধর্ম্ম অর্থাৎ স্ববৈশিষ্ট্যকে অবজ্ঞা ক'রে
ঔদ্ধত্য-প্রলোভনে
যে-সম্ভাব্যতাকে উপাসনা কর না কেন—
তা' অঙ্গহীন ও বিকৃত চরিত্র নিয়ে
তোমাতে আবির্ভূত হবে,
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবে না—
ফলে, তা' গণ-উৎকর্ষী না হ'য়ে
অপকর্ষের লোলুপ-আহ্বানে
আত্মনিয়োগ ক'রে চলবে,—
ব্যর্থ হবে তোমার উপাসনা,
ব্যর্থ হবে গণকল্যাণ তোমার,
কারণ, তোমার বৈশিষ্ট্য
তা'র ধারক ও পোষক হ'তে পারবে না। ৯৮।

তোমার জীবন-জীবিকা
যদি তোমার জন্মগত-তাৎপর্য্যে-নিহিত
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক না হয়,
তা' কিন্তু তোমার মস্তিষ্কে
এমনতরই অবিন্যস্ত
জংলা অন্তঃকূট সৃষ্টি করবে—
যা' স্বতঃ-সন্দীপ্ত সম্বর্দ্ধনাকে ব্যাহত ক'রে
তোমার জীবনকে
তোমার সত্তাকে
সম্বর্দ্ধনশীল হ'তেই দেবে না,
ফলে, অকালেই তোমার জীবনের
দীপালী চলনকে
ছন্ন ও মুমূর্ষু তো ক'রে তুলবেই,
এমন-কি, নিবিয়েও দিতে পারে ;
তাই, তোমার বৈশিষ্ট্যে
যা' আভিজাত্য, ঐতিহ্য ও কুলাচারের ভিতর-দিয়ে
পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পিতৃপিতামহাদির জীবন চুঁইয়ে
তোমাতে উপনীত হয়েছে,
সেই বিশেষের
সক্রিয় বিশিষ্ট বোধনাকে অবলম্বন ক'রে
তোমার জীবনীয় যা'-কিছুকে
সঙ্গতির সার্থক চলন-দীপনায়
আয়ত্ত ক'রে চলতে ত্রুটি ক'রো না,—
যা'তে ঐ কুটিল আবর্জ্জনার প্রক্ষিপ্ত ব্যাহতি
তোমার এই জীবনস্রোতকে
ব্যাহত ক'রে না তোলে ;
বৈশিষ্ট্যমাফিক জীবিকাই কিন্তু
মানুষের বেঁচে-থাকা ও বেড়ে-চলার
একটা সার্থক সম্পদ্ ;
তাই, গীতার কথা মনে রেখো—

"সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় ! সদোষমপি ন ত্যজেৎ ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ।।"
আরো স্মরণ রেখো—ঐ গীতারই বাণী—
"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" । ৯৯ ।

মনকে বেঁধে নাও ইষ্টার্থী সম্বেগে—
অচ্যুত বন্ধনে,
জীবন-নির্ব্বাহে খাটুনি দেখে
আটাশ মেরে যেও না,
একটা এমন কিছু ধর
যা'-দিয়ে জীবিকা-সংস্থান হ'তে পারে,
লেগে থাক তা'তে উপচয়ী চলনে,
বহুবুদ্ধি, বহুপ্রচেষ্টায় অব্যবস্থ হ'য়ে প'ড়ো না,
উদ্দেশ্যে সামাল থাক,
উপকরণ সংগ্রহ ক'রে
বাস্তবায়িত ক'রে তোল তা'কে,
পরিবেশে সানুকম্পী, সহযোগী থেকে
মিতি-চলনে চলতে থাক
সদাচারে শরীর ও মনকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে
আর, সব যা'-কিছুকেই
সার্থক ক'রে তোল ইষ্টার্থদীপনায় ;
সিদ্ধকাম হবে,
সাধ্য তোমাকে নন্দিত ক'রে তুলবে । ১০০ ।

যে-কাজের ধান্ধা যেমনতর পেয়ে বসে—
মানুষের ফন্দিও বেরোয় তেমনি,
আর, বোধি তা'তে যেমনতর সুষ্ঠু—
ফিকিরও তেমনি স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে মাথায়,
আর, কর্ম্মও হয় কৃতিত্বব্যঞ্জক তেমনি ;
গোলামি মনোবৃত্তি যা'দের যত বেশী—

মানুষকে আয়ত্ত করতে পারে তা'রা তত কম,
আর, মানুষের আয়ত্তে যায় তত বেশী,—
অকৃতীও তা'রা তেমনি,
তা'দের কোন জলুস থাকে না,—
অন্তর্নিহিত ঈশিত্বও ক'মে যায় তা'দের,
গোলামি মনোবৃত্তি যা'দের আছে—
সাম্য বা সাযুজ্য চলনের ধাঁজই
তা'দের অন্তরে ফুটে ওঠে না,
সৌজন্যের অভিব্যক্তিও তা'দের
অমনতরই হ'য়ে ওঠে। ১০১।

সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সম্পন্নতার দূরত্ব
যত বেশী হবে,—
তোমার মস্তিষ্কলেখায়
কার্য্যকারণ-বিপর্য্যয়ের ভিতর-দিয়ে
ঐ নিষ্পাদনী প্রেরণাও ততই
সুদূরস্পর্শী হ'য়ে
ব্যর্থকাম ক'রে তুলবে তোমাকে,
যখন প্রয়োজন—
পূরণ হবে তা'র ঢের পরে,
ক্ষুধা ব'য়ে যাবে—
পরে খাদ্য পেলে
তা' তোমার পোষণীয় হ'য়ে উঠবে না ;
তাই, সম্পাদনী আকূতিকে
সুনিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
এমনতরই কর্ম্মঠ ক'রে তোল—
বিহিত পরিচর্য্যায়,
যা'তে চাওয়াটা উপযুক্ত সময়ে
পাওয়াকে নিষ্পন্ন করতে পারে ;
—কৃতার্থ হবে। ১০২।

যা' চাও
আগে বেশ ক'রে খতিয়ে দেখ—
তা' তোমার সত্তাপরিপোষণী কিনা,
নজর রেখে—
তা' অন্ততঃ পরিস্থিতির ক্ষতিকর না হয়,
যদি তা'ই হয়—
তা'কে বেশ ক'রে আঁকড়ে ধর,
আর, তা' যা'তে সংঘটিত হয়—
তা'র আনুপাতিক সময়-মত
যখন যা' করণীয়
ক'রে চল—
বেশ বিবেচনা ক'রে
আশা ও ভরসাকে অটুট রেখে,
আর, ওর অন্তরায়গুলি যা'
ভেবেচিন্তে নিরোধ ক'রে চল,—
যা'তে তোমার চাহিদা যা'
তা' পাওয়ার
কোন বিরোধ সৃষ্টি করতে না পারে,
যত বিশুদ্ধ হবে এই চলনা তোমার—
পাওয়াটাও তা'র আনুপাতিকই হ'য়ে
আসবে তোমার কাছে। ১০৩।

না ক'রে, যা' হ'তে
যা' পেয়েছ বা পা'চ্ছ,—
তা' কিন্তু ঈশ্বরের দয়ার অবদান নয়কো,
বরং তাঁ'রই প্রদত্ত দয়াকে ভাঙ্গিয়ে
বা খরচ ক'রে পাওয়া ;
অনুচর্য্যী অনুনয়নে
কাউকে উপচয়ে উৎফুল্ল ক'রে
যা' পাও বা পেয়েছ,
যা' তোমার যোগ্যতায় মজুত আছে,—
তাই-ই ঈশ্বরের দয়ার অবদান,

অমনতরভাবে
মানুষকে উচ্ছলতায় অভিনন্দিত ক'রে
ঈশ্বরেরই প্রসাদস্বরূপ যে-পাওয়া—
সেই পাওয়াই তোমার সার্থকতাকে
যুতদীপ্ত ক'রে তুলবে,
অমনতর একগুণ অবদান
বহুগুণে গুণিত হ'য়ে
তাঁ'রই আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ
তোমাকে নন্দনায় অভিষিক্ত ক'রে তুলবে। ১০৪।

কী হ'লো ?—
যা' করলে, তা'ই হ'লো,
অমনি ক'রেই—
যা' ক'রেছ তা' হ'য়েছে,
আবার, যেমন ক'রে করেছ
তেমনি হয়েছে ;
তেমনি, যা' করবে, তা' হবে—
শুধু তা'ই নয়,
যে-ভাবের উচ্ছ্বাসে
যে-প্রবৃত্তি নিয়ে যা' কর—
তা' তেমনতরই হবে ;
তাই, তোমার করা ও হওয়াই ব'লে দেয়—
তোমার ভাবের
ধারক-পালকই বা কী প্রবৃত্তি !
আর, মানুষই বা তুমি কেমন !
তোমার বোধই বা কী দাঁড়ার !
আর, প্রকৃতিই বা কেমন ! ১০৫ ।

তোমার চাহিদা বা দায়িত্বের আওতায়
করণীয় কিছু এলেই,

প্রথমে ভেবে দেখ—
কী কী উপকরণের প্রয়োজন,
সে-উপকরণগুলি কোথায়
কেমনতরভাবে পাওয়া যায়,
বা তা' সুবিধাজনক কোথায়—
কা'র কাছে গেলে
সেগুলি তুমি সহজেই পেতে পার,
বিহিত আপ্যায়নী অনুচর্য্যী অনুনয়নে
পারম্পর্য্যানুপাতিক সেগুলি যা'তে পেতে পার—
তা'র ব্যবস্থা কর,
সঙ্গে-সঙ্গে সংগ্রহ করতে থাক,
যে-ব্যাপার বা বিষয়ের জন্য
অমনতরভাবে যা'র কাছে গেলে
যা'র অনুগ্রহের ভিতর-দিয়ে
তা'র সমাধান হ'তে পারে,—
সেখানে গিয়ে সেগুলির সমাধান ক'রে
সামগ্রিকভাবে ঐ কাজ যা'তে
হাসিল করতে পার,—
যথাসম্ভব ত্বারিত্যের সহিত তা' কর,
এমনি ক'রেই লাগোয়া থেকে
ক'রে নিষ্পন্নতায় উপনীত হও ;
সমীচীন সময়ে
সমীচীনভাবে
সমীচীন বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যায়
সমীচীন বিবেচনায়
বিহিতভাবে যেখানে যা' করণীয়
তা' যদি না কর,—
কাজের ডাক এলেই চোখে ধোঁয়া দেখবে । ১০৬ ।

তুমি যা' করছ
বা যা' ক'রে চলছ

বা যা' ক'রে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠছ—
তা' সুকেন্দ্রিক অর্থনা নিয়েই হো'ক,
বিচ্ছিন্ন বিকেন্দ্রিক তৎপরতায়ই হো'ক্
বা অসমকেন্দ্রিকতা নিয়েই হো'ক—
তা' কিন্তু তোমার ভাগ্যের তহবিলে
মজুত হ'য়ে রয়েছে
বা মজুত হ'য়েই চলেছে—
উত্তরকালের জন্য ;
তোমার পরিণতি বা পরাগতি
সত্তা বা ব্যক্তিত্বকে রঙিল ক'রে
তা'তেই রূপায়িত হ'য়ে
তোমাকে তা'রই প্রস্তুতিতে পরিণত করতে
কী করবে বা না-করবে—
এমনতর বুঝে
তোমার রাগ ও আবেগকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চল ;
চাওয়াটা করায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে
হওয়ার তাৎপর্য্যে পরিণত হ'য়ে
তেমনতর ভাগ্যকেই আবাহন করবে কিন্তু । ১০৭ ।

তুমি মনেও ভেবো না,—
তুমি কিছু করবে না,
আর, তোমার চাহিদা যা'
তা' পুরচার হ'য়ে ফেঁপে উঠবে—
কোন মহাজনের কথা, তাবিজ-কবচ ইত্যাদির প্রভাবে ;
ঠিক রেখো মনে—
ঐ মহাজনের কথাই বল,
মন্ত্রই বল,
তাবিজ-কবচই বল,
তুমি তাঁ'তে যোগদীপ্ত হ'য়ে
যেমন ক'রে যা' হয়

তা'তে যতক্ষণ উচ্ছলকর্ম্মা হ'য়ে না উঠছ,—
উন্নতি তোমার অবনতই হ'তে থাকবে,
তোমার নিজের চাহিদা
তোমাকে লজ্জিতই ক'রে তুলবে—
ব্যর্থ আপশোসী ক'রে ;
বোঝ,
নিষ্ঠা-নিবন্ধনে ধর,
উদাত্ত উন্মাদনা নিয়ে
অনুপ্রেরণাদীপ্ত হ'য়ে কর—
যেমন ক'রে হয় তেমনি ক'রে,—
হবেও তেমনি,
পাবেও তা'ই ;
ঈশ্বর ইচ্ছাময় অর্থাৎ কর্ম্মস্রোতা,
আর, এই কর্ম্মানুচর্য্যার ভিতর-দিয়েই তিনি ধৃতিসম্বেগ,
আর, এই ধৃতিই ধর্ম্ম,
তিনি সৎ,
তিনি ধর্ম্ম,
তিনি সবিতার অন্তর্নিহিত ভর্গদেব—চেতনা,
বশী তিনি। ১০৮।

ক'রে কিছু হয় না—
যখনই এইজাতীয় দার্শনিকতায় উপনীত হয়েছ,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
হয়তো ধুঁকে থাকবে ঢের,
করেছ কমই তা'র তুলনায়,
চাহিদা ছিল অজস্র তোমার,—
কিন্তু যা' করতে গিয়েছ,
যেমন ক'রে তা' নিষ্পন্ন হয়
তেমনতর সুসঙ্গত বৈধী রকমে
তা'কে নিষ্পন্ন করতে পারনি,

হয়ওনি তাই,
প্রাজ্ঞও হ'য়ে উঠতে পারনি,
কর্ম্মসন্ন্যাস সংগঠিত হয়নি তোমাতে,
অজ্ঞ কর্ম্মনিরত হ'য়ে
বিজ্ঞতার চলনে চলেছ,
তাই, তোমার জীবনে
অজ্ঞ দার্শনিকতার প্রতিষ্ঠা হয়েছে ;
যা' করবে তা' কর বিধিমাফিক,
তা' সুসঙ্গত বিহিত-নিষ্পাদনে নিষ্পন্ন কর,
তা' যদি অল্পও হয়,
তা'তেও ঢের যোগ্যতার জেল্লা বেড়ে যাবে,
ঐ করাই তোমার ব্যক্তিত্বকে
অমনতরই হওয়াবে,
আর, ঐ হওয়াটাই পাওয়া ;
তখন বুঝবে, না ক'রে হয় না,—
আর, হ'লেও মানুষ পায় না,
কারণ, সে-হওয়া ব্যক্তিত্বকে
অনুগ্রথিত ক'রে তুলতে পারে না । ১০৯ ।

তুমি যা' চাও—
তা' পেতে গেলে
তোমাকে চলতে হবে সেই পথে
সুসম্পন্নতায়,—
যা' চা'চ্ছ
যেমন ক'রে তা'কে মূর্ত্ত ক'রতে পারা যায়
তেমনি ক'রেই,
নয়তো তা' পাওয়া যাবে না ;
ঈশ্বরের দোহাই দাও আর দোষারোপই কর—
ঐ দোহাই বা দোষারোপ
যতটুকু ঐ পাওয়ার অনুবর্ত্তিতায়

তোমাকে নিয়ে যেতে পারবে—
পাবেও সেইটুকু ;
বিধির রাজ্যে ফাঁকিবাজির জায়গা নেইকো—
ঠিক জেনো তা',
তোমার ফাঁকিবাজি
তুমি যা' চা'চ্ছ তাকে পাওয়ায়
হয়রান ক'রে তুলবে তোমাকে,
ব্যর্থ ক'রে তুলবে,—
তা' ছাড়া আর কিছু নয় ;
তাই বলি, যদি চাওই—
সুষ্ঠু সম্পন্নতার সহিত
সেই পাওয়াটাই যা'তে মূর্ত্ত হয়
এমনতর ক'রে তা' কর,—
নইলে হবে না। ১১০।

প্রয়োজনের তাগিদ মিটিয়ে
অর্থাৎ সাংসারিক অভাব মিটিয়ে
ইষ্টার্থী কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করবে—
এই সিদ্ধান্তে যদি এসে থাক,
সেটা হওয়া একটু মুশকিল,
তা' হয় না প্রায়শঃ,
ওটা খাঁকতিরই অনুকল্পনা,
ঐ উদ্দেশ্য নিয়ে যদি চল—
'সাত মণ তেলও জুটবে না
রাধাও নাচবে না',
আবার, সক্রিয় আগ্রহ-আতিশয্য নিয়ে
বোধি-তাৎপর্য্যে
সব দিক্‌টা পরিবেক্ষণ ক'রে
বিহিত পরিচর্য্যায়
ইষ্টার্থ-পরিপোষণী কর্ম্মে যদি ঝাঁপিয়ে পড়—

আর, উপচয়ে উদ্বর্ত্তী ক'রে তুলতে পার তা'কে,—
ঐ কৃতি-চলনাই
সাত মণ তেল জুটিয়ে দেবে,
রাধার নাচও সৌষ্ঠবমণ্ডিত হ'য়ে উঠবে ;
ঐ উপচয়ী আয়ত্তিই তোমাকে
পোষণ-পুরস্কারে উচ্ছল ক'রে তুলবে—
অবশ্য তা' যে-রকমের সেই রকমে ;
তুমি তো পরিপূরিত হবেই,
সঙ্গত যা'রা তোমাতে—
তা'রাও ঐ নাচনে নেচে উঠবে—
উৎসৃজনী উপচয়ী আনন্দে,
নতুবা, ভাবাভাবেই
সমাধিপ্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশী ;
চাও তো ধর, লাগ, কর—
উচ্ছল-উপচয়ী পদক্ষেপে—
অচ্যুত হ'য়ে,
পেছপাও হ'য়ে নয়,
পারার তুক ওতেই নিহিত
পাওয়ার তুকও ওখানেই । ১১১ ।

অনুগতি নিয়ে যা' করেছ—
যেমন ক'রে,
যে-ক্রমাগতিতে,
হ'য়েছেও তা' তেমন ;
যা' করনি—
যতই করার ভান কর না কেন,—
তা' হয়নি,
না ক'রে,
করার বাহানায়
করেছি ব'লে যা' সবার কাছে বলেছ—

হয়-নাকে প্রতিষ্ঠা করতে,
তা' করনি, হয়ও নি ;
লোককে প্রবঞ্চনা ক'রে
নিজে বাহাদুরি নেবার জন্যই যে
অমনতর ব'লে বেড়াও,
তা' তো বোঝ ;
তাই বলি, কর—
বিহিত সমীচীনতা নিয়ে,
অর্থাৎ, যেমন ক'রে যা' করলে হয়—
তদানুপাতিক ;
নিজেকে প্রবঞ্চিত ক'রে
ঐ বাহাদুরি নিয়ে
অন্যকে প্রবঞ্চিত করতে যেও না,
তা'তে কিন্তু মানুষ ফক্কারই অধিকারী হয় । ১১২ ।

তোমার আন্তরিক উদ্দেশ্য একরকম,
আর, লোক দেখিয়ে কর অন্যরকম,—
এমনতর স্থলেও
সাংঘাতিক কী ক'রে বিনায়িত করতে হয়,
তা' ঠাওর পাওয়া কঠিন,
তাই, অবাঞ্ছিত সংঘাত পেলেই
ভঙ্গ দিয়ে পালানো ছাড়া উপায়ই থাকে না ;
তোমার উদ্দেশ্য একরকম,
প্রকাশ আর-এক রকম,
আর, করার কায়দা ঐ উদ্দেশ্যের আপূরণী,
তাই, তোমার সম্বন্ধে লোকের ভাবা
ও তোমার করার
সঙ্গতি হয় না,
এবং তোমার ব্যক্ত উদ্দেশ্য ও করার মধ্যে
গরমিল ও ফাটলের দরুন

যখন পারিপার্শ্বিক থেকে সংঘাত আসবে,
ঐ সংঘাতকে বিনায়িত করা
মুশকিল হ'য়ে উঠবে তোমার পক্ষে,
তুমি ঠিক্‌রে পড়বে
অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যা' সেই-দিকেই,
জরাসন্ধের অবস্থা ছাড়া
তোমার আর কী হ'তে পারে ?
লুকোচুরি-চলন
লোকদূষকই হ'য়ে থাকে । ১১৩ ।

তুমি কিছু করবে না,
অথচ তোমার চাহিদা যা'-কিছু
কেউ পূরণ ক'রে দেবে—
তা' ভগবানই হউন বা সাধু-সজ্জনই হউন,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
তোমার ঈশ্বরপ্রদত্ত জৈবী প্রেরণাকে
উদ্যমী আবেগে
কর্ম্মোৎফুল্লতার ভিতর-দিয়ে নিয়ন্ত্রণে
স্ফুরণ ক'রে তুলতে চাও না,
যা'র ফলে, তুমি ক্রম-বিবর্ত্তনে
উন্নত অনুক্রমায়
যোগ্যতার বিন্যাস-প্রকীর্ত্তিতে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠতে পার,
অথচ জৈব-আকূতির ভোগবিলাস
তোমাকে প্রলুব্ধ করেই কি করে,
শ্রেয়ার্থ-সন্দীপনায় তদনুগ চলনে
নিজের কর্ম্মানুপ্রেরণাকে
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনে
উপযুক্তভাবে নিষ্পন্ন ক'রে
কৃতিত্বই যদি অর্জ্জন না কর,
যিনিই হোন—

তিনি তোমাকে লাখ দিন না কেন,
তা'তে তোমার কিছুই এসে যাবে না,
তুমি উপভোগই করতে পারবে না তা'
তা'র মরকোচকে উদ্ভিন্ন ক'রে,
তোমার বিজ্ঞতা ব্যসন-বিজৃম্ভণে
সাবাড় হ'য়ে চলবে,
যতই এৎফাক কর না কেন—
সবই ফক্কিকারীতে নিকেশ হ'য়ে যাবে ;
ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
শ্রেয়ার্থসন্দীপনায় তদনুগ চলনে চল,
তদর্থে তোমার সমস্ত চাহিদাগুলিকে
কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে নিষ্পন্ন ক'রে
কৃতী হ'য়ে ওঠ—
একটা সুসঙ্গত সমাবেশে,
যোগ্যতার যোগ্য পরিষ্কৃতিতে,
এমনি ক'রেই সার্থক-বিজ্ঞতায় অধিরূঢ় হ'য়ে
প্রাজ্ঞতায় অধিষ্ঠিত হও,
সার্থক হ'য়ে ওঠ সেই বোধিসত্তায় । ১১৪ ।

তুমি চাও—
আর, আশা কর যা'তে তা' পাও,
ঐ আশাই কিন্তু তোমাকে
প্রদীপের মত দেখিয়ে নিয়ে চলে—
আগ্রহ তোমার যা'তে,—
যা' করতে চাও,
ক'রে হওয়াতে চাও,
আর, হওয়ার ভিতর-দিয়ে
যা' পেয়ে উপভোগ করতে চাও,
তাই বলি—
আশা ছেড়ো না,

আগ্রহ-উদ্দীপনায় তর্‌তরে হ'য়ে
উদাত্ত চলনে চল,
কর—
যা'তে হয় এমনতর ক'রে,
আর, হওয়া তোমার আয়ত্তে আসলেই
পাওয়া তোমার স্বতঃ হ'য়ে উঠবে,
ঘাবড়ে যেও না,
চলতে থাক—
চতুর সতর্ক চলন নিয়ে,
সন্ধিৎসার সুবীক্ষণী তাৎপর্য্যে,
কর,
—হবে,
আর, এই হওয়াই পাওয়ার জননী। ১১৫।

যখন থেকে তুমি
রিশবৎ-প্রলুব্ধ হ'লে
অর্থাৎ উপরি পাওনা-প্রত্যাশী হ'য়ে
তা'র সংস্পর্শ লাভ করলে,
তখন থেকেই
তোমার অন্তঃস্থ কৃতিসম্বেগ
স্থবির ক'রে তুলতে লাগলে,
আর, সঙ্গে-সঙ্গে উপস্থিত-বুদ্ধি ও বিবেকবিচার
অব্যবস্থ ও শ্লথ হ'য়ে উঠতে লাগলো,
আত্মমর্য্যাদাকে খিন্ন ক'রে
আভিজাত্যে শ্লেষ উৎপাদন করতে লাগলে;
এমনি ক'রেই
ব্যক্তিত্ব তোমার মসী-মণ্ডিত হ'য়ে
অবজ্ঞায় আত্মবিলয় করতে আরম্ভ করলো;
কর্ম্মকে প্যাঁচোয়া ক'রে
ত্বারিত্যের অপলাপ ঘটিয়ে

ধাপ্পাবাজির ছাড়্দারিতে
নিজেকে পরিচালিত করতে বাধ্য হ'লে—
ঐ প্রত্যাশাসিদ্ধির স্বার্থ-আকাঙ্ক্ষায় ;
ভাগ্যদেবী অমনি ক'রেই
মর্ম্মাহত হ'য়ে
কলঙ্কে আত্মনিমজ্জন করতে
সুরু ক'রে দিল,
তুমি ভাগ্য-আরাধী হ'লে না,
ভাগ্যের কাছে হ'লে অপরাধী । ১১৬ ।

যেমন চাও, তেমনি কর—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুচলন নিয়ে,
অনভিপ্রেত যা', অশুভ যা'
তা'কে নিরোধ ক'রে
হৃদ্য উৎসারণায় ;
করবে অন্যরকম—
যেমন চাও তেমনটি না ক'রে—
তোমার খোস চলনায় তুমি চলবে,
আর, বিধাতার দোষ দেবে,
অথচ দেবতার অনুগ্রহ
অজচ্ছল হ'য়ে তোমাতে বর্ষিত হবে—
তোমার প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যার সংক্ষুধ আগ্রহে,—
তাও কি হয় ?
যে-করায় তোমার চাওয়াটা
আপূরিত হয়,
তেমন করাই পাওয়ার বিধি,
আবার, ঐ চাহিদার বিপরীত কৃতি-চলন যা'
তাই-ই না-পাওয়ার বিধি,
যা'ই চাও,
চলতে হবে ঐ বিধির পথে—

তা' ভালর দিকেই হো'ক,
আর, মন্দের দিকেই হো'ক ;
স্তুতি যদি কৃতিদ্যোতনার সৃষ্টি না করে—
চারিত্রিক চলনার ভিতর-দিয়ে,—
সে-স্তুতি যেমন অবান্তর,
তেমনি করা যদি
চাওয়াকে অনুসরণ না করে
তা'ও তেমনি অবান্তর,
পাওয়া সেখানে পরাঙ্মুখই থাকে,
ফল কথা,
করাই হ'চ্ছে চাওয়ার মাপকাঠি ;
তাই, আবার বলি—
বোঝ,
নিজেকে বেশ ক'রে খতিয়ে দেখ—
পুণ্য প্রতিক্রিয়ায়,
যেমন চাও, তেমনি কর—
চারিত্রিক ভাবসঙ্গতি নিয়ে। ১১৭।

আগে দেখে নাও,
বুঝে নাও সাথে-সাথে,
সন্ধিৎসু দৃষ্টিকে সতর্ক রেখে
করতে লেগে যাও,
নিষ্পন্ন কর ক্ষিপ্রতা নিয়ে। ১১৮।

যা'তে হয়, তা'ই কর—
আচারে, ব্যবহারে, বাক্যে,
নিপুণ কর্ম্ম-সংশ্রয়ে,
বিহিতভাবে,
অন্বিত অর্থ-সঙ্গতিতে ;
সৌকর্য্য-সম্পাদনার
সহজ তুক এইতো। ১১৯।

মানুষ যা'ই করুক না কেন,
সে-করার অভিব্যক্তির ভিতরে লেখা থাকে—
তা'র বোধবিনায়িত ব্যক্তিত্বে
শিবসুন্দর কেমনতর কতখানি
অভিব্যক্তিলাভ করেছে। ১২০।

তাগদের তহবিলই হ'চ্ছে—
নিরবচ্ছিন্ন অচ্যুত ঐকান্তিক তৎপরতা,
এই সম্বলই হ'চ্ছে
সব কৃতিত্বের দম্বল,
আর, ঐ তৎপরতা সৎ হ'লে
সত্য-শিব-সুন্দরের স্পর্শ পাওয়া যায়। ১২১।

সবই সম্ভব,
কিন্তু উপযুক্ত বৈধী নিয়মনে
যেমন ক'রে যা করতে হয়, তা' ক'রে—
দেশ-কাল-পাত্রানুপাতিক
অনুশাসন-তান্ত্রিক-তৎপরতায়। ১২২।

কৃতিচলনই হওয়ার আদিপুরুষ,
যেমন করবে—
হ'য়েও উঠবে তুমি তেমনই,
আর, এই হওয়াই তোমার সাত্বত সম্পদ্। ১২৩।

দুর্ভোগ অতিক্রম ক'রেও
সুনিয়ন্ত্রিত সংযমে
ইষ্টানুগ পথে

মানুষকে তুষ্ট রাখতে পারবে
সুখী করতে পারবে যতই—
দুর্দ্দিনেও
তুষ্ট ও সুখী থাকতে পারবে তেমনতরই ;
তুষ্ট থাকতে যদি জান—
তুষ্টও করতে পারবে অনেককেই । ১২৪ ।

তুমি যা'ই কিছু কর,
তা' ধর্ম্মকে আপোষিত করবে যতখানি—
অন্বিত সার্থকতায়,—
তোমার সত্তা ধৃতিশীল হ'য়ে উঠবে ততটুকু,
এ অতি নিশ্চয় । ১২৫ ।

যে-কাজই কর বা যত কাজই কর—
আর, তা'র রকমারি যতই হো'ক্—
যা' ধরবে
ন্যায্যমতন তা'কে তেমনিভাবে
সুসম্পন্ন করবেই কি করবে,
তা'কে যথাবিহিত মূর্ত্ত না ক'রে ছেড়ো না
বা অন্য বিষয়ে নিরত হ'য়ে
তা'কে ত্যাগ ক'রো না কিন্তু,
তা' করা বড় দোষ,
ওতে তোমাকে চিরদিনই
অকৃতকার্য্যতার পথে নিয়ে যাবে,
কোনটাই সুসম্পন্ন করতে পারবে না,
ভূতে-পাওয়ার মতন পেয়েই বসবে ও,
আর, ঐ সব করাগুলি যেন ইষ্টানুগ হয়,
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায় সঞ্চালিত হয়,—
তা'তে সার্থক হবে,

সম্বোধিরও অধিকারী হবে,
দেদীপ্যমান কৃতার্থতাই হবে
তোমার চারিত্রিক দ্যুতি,
সার্থকতার উপঢৌকনে
তুমি অঢেল হ'য়ে উঠবে। ১২৬।

যা'ই করতে যাও না কেন—
করার আগেই বুঝে নাও তা',
বুঝে তা'র লওয়াজিমা সংগ্রহ ক'রে
প্রস্তুত হও,
করায় হাত দাও,
সময়মাফিকই সুসম্পন্ন কর তা'—
ভুলচুক সংশোধন ক'রে,
এমনি ক'রেই জান—
যোগ্যতা অর্জ্জন কর,
ঠকবেও কম,—ঠেকবেও কম। ১২৭।

যা'ই করতে যাও না কেন—
যত পার
বেশ ক'রে বুঝে-সুঝে চ'লো,
দেখো', যথাসম্ভব তোমার কর্ম্ম
পরিবেশের কা'রও জীবন-চলনাকে
যেন ব্যাহত না ক'রে তোলে—
তা'কে সুনিয়ন্ত্রিত, সংহত, প্রেরণাপুষ্ট ক'রে
উদ্বর্দ্ধনী ক'রে তোলার
প্রয়োজন বাদে;
দ্রোহ-বেষ্টনীতে বাধা পাবে কমই। ১২৮।

যা'ই করতে যাও না কেন—
তা' নিষ্পন্ন করতে

যে বিহিত বৈধী চলনের প্রয়োজন,
তা'র একটা চলনেরও ব্যতিক্রম
ঐ নিষ্পাদনে খাঁকতি এনে দিয়ে থাকে
বা ব্যর্থ ক'রে দিয়ে থাকে,
তাই, যা' করবে
তা' করতে গিয়ে যা'-যা' করতে হয়
পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যায়ে
সেগুলি বাঞ্ছিত রকমে নিষ্পন্ন কর,
ঐ নিষ্পন্নতার সুসঙ্গতি
নিষ্পাদনে কৃতীই ক'রে তুলবে তোমাকে। ১২৯।

তুমি যা'ই করতে যাও না কেন—
কেন্দ্রায়িত আদর্শপ্রাণতা নিয়ে
উদ্দেশ্যে অটুট দার্ঢ্য-সমন্বিত
বিহিত অন্বয়ী-অনুচর্য্যা যদি না থাকে—
সক্রিয় তৎপরতায়,—
কৃতকার্য্যতা
সময়ের দীর্ঘশ্বাসে মিইয়ে যেতে থাকবে,
বিয়োগ-বিক্ষেপী ব্যর্থ-গীতিকাই হবে
তোমার সাদর সম্ভাষণ। ১৩০।

যা'ই কর না—
আত্মপ্রতারণা করতে যেও না,
বিভ্রান্ত-অতিশয়ী বা অল্প ধারণায়
নিজেকে অভিভূত ক'রে রেখো না,
অযথা, অকিঞ্চিৎকর যা' তা'কে বাড়িয়ে তুলে
লোকের অন্তরকে ডুবিয়ে রেখো না,
বরং সবাইকে উদ্বুদ্ধ ক'রে
তোমার কর্ম্মের সহযোগিতায়

তা'দের আপ্রাণতাকে আকৃষ্ট ক'রে তোল—
যা'তে সত্বরই
কৃতার্থতায় সার্থক হ'য়ে ওঠা
সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে ;
তাই বলি, যা'ই কর তা'ই কর—
নিজের পা'-দুটোকে নিগড়বদ্ধ ক'রে ফেলো না—
জাগ, ওঠ, চল,
গন্তব্য যা' তা'কে অধিগত ক'রে তোল,
তুমিও বাঁচবে,
আর ও'-বাঁচায় যা'রা সংশ্লিষ্ট
তা'রাও বেঁচে উঠবে । ১৩১ ।

যা'ই কর না কেন,
যা'ই বল আর যেমনই চল না কেন,—
তা' সামান্যই হো'ক আর বৃহৎই হো'ক,—
প্রত্যেকটি করারই কতকগুলি দিক্ আছে ;
প্রধানতঃ দেখতে হবে—
তা' তোমার উদ্দেশ্যকে সার্থক করে কেমন,
নৈতিকতাকেই বা কতখানি সমর্থন করে,
কূটনৈতিকতাকেই বা কেমনতর সার্থক করে,
আর, তা' যে-পরিণামে পরিণত হয়
তা'র সার্থকতাই বা কী,
আর, এইগুলির সমন্বয়ে
সত্তাকেই বা কেমনতর সার্থক করছে
পোষণ-প্রবৃদ্ধি নিয়ে ;
নিরাকরণ-প্রস্তুতি নিয়ে
সার্থক সমর্থনে
এইগুলিকে যে যেমনতর
নিয়ন্ত্রণ বা বিন্যাস করতে পারে
সেই হ'চ্ছে তেমনতর চৌকস মানুষ,

বোধ ও বিবেচনার দূরদৃষ্টি নিয়ে
সে এমনতর অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে যে
বেতালে পা'ই পড়ে কম তা'র ;
সবচেয়ে নিছক কথাই হ'চ্ছে সাধুতা—
যে পরম কৌশলে
এগুলি স্বতঃই নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চলে। ১৩২।

যেখানে যা'ই কর না,
আর, যা'ই-ই করতে হো'ক না তোমার—
পূর্ব্বাপর চিন্তা ক'রে
নিজের এবং অপরের
সুযোগ-সুবিধায় নজর রেখে
সুসঙ্গত গোছাল ক'রেই তা'র বিন্যাস ক'রো ;
দেখো', তোমার সুবিধা সাধারণতঃ
অন্যের অসুবিধার সৃষ্টি না করে,
বা অসুবিধার সৃষ্টি করলেও
সম্ভবতঃ যত কম হয়—তা' দেখো',—
যা'তে লোকে
তা' সহজেই সহ্য করতে পারে,
আর, এমনতর ক'রে প্রয়োজনের পূর্ব্বেই
প্রস্তুতি ও সুরাহার ব্যবস্থা সুগম রেখো ;
এই নজর নিয়ে চললে
লোকেও তোমা হ'তে বিক্ষুব্ধ হবে কম,
সঙ্গে-সঙ্গে মানসিক বোধিবিন্যাসও
গজিয়ে উঠবে ক্রমশঃ—
একটা সুগম তাৎপর্য্য নিয়ে ;
ছোট্ট-খাট্ট ব্যাপারেও যদি
এমনতর নজর ও ব্যবস্থা নিয়ে চল,—
তৃপ্তিপ্রদ হ'য়ে উঠবে অনেকের কাছেই ;

মানুষ
শ্রেয়ার্থ-অনুরাগে স্বতঃ-দায়িত্বশীল
যতই হ'য়ে ওঠে
সজাগ সন্ধিৎসার সহিত,—
তা'র খুঁটিনাটি ব্যাপারও
বিন্যাস লাভ করে তেমনি । ১৩৩ ।

সমীচীন যা' তা' কর,
কিন্তু যে-দায়িত্ব নিয়েছ—
তা' অবজ্ঞা ক'রো না কিছুতেই,
তা'কে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবেই নিষ্পন্ন ক'রো,
ঐ নিষ্পন্নতাই তোমাকে
পূর্ণতায় নিবুদ্ধ ক'রে তুলবে,
নয়তো, তোমার অবজ্ঞা
পরিবার-পরিবেশে সঞ্চারিত হ'য়ে
তোমাকেও অবজ্ঞাত ক'রে তুলবে । ১৩৪ ।

তুমি যদি কা'রো কোন বিষয়ে
দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে থাক,
আর, ঐ দায়িত্ব বাস্তবে সক্রিয়ভাবে
উদ্‌যাপন না কর,—
কিংবা ঐ দায়িত্ব-আপূরণে
কোনপ্রকার খাঁকতি থাকে,—
ঐ খাঁকতি
তোমার মস্তিষ্কলেখায় নিবদ্ধ থেকে
তা'রই প্রতিক্রিয়-অনুপ্রেরণায়
তোমারই আচরণে খাঁকতি এনে
অবশ্যম্ভাবী কৃতকার্য্যতাকেও
কিছু-না-কিছু ব্যাহত করবেই কি করবে ;

আবার, তেমনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে
বাস্তবে যা' প্রতিফলিত করেছ—
আত্মপ্রসাদ-অনুদীপনায়,
তা'ও তোমাকে
তোমার আচরণকে
উচ্ছল ক'রে, আপূরণ ক'রেই চলবে,
আর, এই করা না-করা
উভয়ই যদি নিবদ্ধ থাকে তোমার মস্তিষ্কে,—
তদনুপ্রেরিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সংঘাত
তোমার আচরণকে সময়োপযোগী
ও বিহিত না ক'রে তুলতে পারে,
তা'র ফলে, যেমনতর কর্ম্ম বা আচরণে যা' হওয়া উচিত,
তা'ও খানিকটা ব্যাহত হ'তে পারে ;
এই বুঝে যা' করতে হয় ক'রে যাও । ১৩৫ ।

যে-কাজেই হো'ক বা যে-ব্যাপারেই হো'ক
যে-দায়িত্ব নিয়ে তুমি দাঁড়িয়েছ,—
মুখ্যতঃ মনে রেখো,
তা'ই তোমার সত্তা-স্বার্থ,
ঐ সত্তা-স্বার্থকে উদ্‌যাপন করতে হ'লে
যেখানে যেমন ক'রে যা' করতে হয়,—
কুশলকৌশলে তা' যদি না কর,
সে-দায়িত্বের কাছে অবিশ্বস্ত তো হবেই,
তোমার নিজত্বও মসীলিপ্ত হ'য়ে উঠবে,
অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক হ'য়ে উঠবে তুমি ;
দিগ্বিদিকে তোমার মর্য্যাদার কলরোল
যতই উঠুক না কেন,
ঐ মসীলিপ্ত মর্য্যাদাই
রাহুর মত তোমার যা'-কিছু সব
গ্রাস ক'রে ফেলবে ;

তাই বলি, সাবধান হও,
দায়িত্ব নিয়ে
তা'র ঐকান্তিক অনুধ্যায়ী অনুচলন-হারা
কিছুতেই হ'য়ো না—
তা' যেমন ক'রেই হো'ক না কেন,
বরং উদ্‌যাপনে তৎপর হও—
সুচতুর কুশলকৌশলী সঙ্গতির তালে পা ফেলে,
দক্ষ, দীপ্ত, উপচয়ী নিষ্পাদনে । ১৩৬ ।

যা'র যে-কাজের দায়িত্ব নিয়েছ,
অথবা আশ্রয় দিয়েছ যা'কে
অনুকম্পী সহানুভূতি নিয়ে—
চিন্তায় ঐ অবস্থায় নিজেকে ফেলে
বিবেচনা ক'রো,
মনে ভেবো—
তুমি ঐ অবস্থায় পড়েছ ;
দৃঢ়দক্ষ কুশল-তৎপরতায়
তোমার সাধ্যকে
সমুদ্দীপ্ত আগ্রহে
যোগ্যতায় উদ্ভিন্ন ক'রে,
যেমন ক'রে পার
অনবচ্ছেদ্য নাছোড়বান্দা হ'য়ে লেগে
তা'র সমাধান করতে
তা'কে নির্বিপত্তি করতে
আপদমুক্ত করতে,
যোগ্যতার অনুপ্রেরণায় দক্ষ ক'রে তুলে
তা'কে পরিপালন করতে
এতটুকুও পেছপাও হ'য়ো না,
তোমার ঐ জীবনীয় ব্রাহ্মী সন্দীপনা
ব্রহ্মাগ্নির বিস্ফোরণায়

তা'র সমস্ত আপদ্-বালাইকে
মুক্ত ক'রে তুলুক ;
আর, তোমার ঐ অনুচর্য্যা
বিধ্বস্ত যা'রা
তা'দের ও তোমার অন্তরকে
ঈশীদীপনার অনুপ্রেরণায়
যোগ্যতার উদ্বর্দ্ধনে
সুকেন্দ্রিক ইষ্টতপা ক'রে—
ধৃতি বা ধর্ম্মপ্রাণনায়
সংরক্ষণী তৎপরতায়
তোমাদিগকে
ব্রাহ্মী-গৌরবী ক'রে তোলে যেন,
এই সার্থকতা
তোমার জীবনকে
মন্দারমালায় পরিশোভিত ক'রে
কৃতার্থতার ব্রাহ্মী-অগ্নিতে
সার্থক হোমতৃপ্ত হ'য়ে ওঠে যেন ;
তোমার অন্তরস্থ ঈশ্বর
সৎ-পুষ্পাঞ্জলিতে জয়যুক্ত হউন । ১৩৭ ।

কা'রও কোন বিষয় বা ব্যাপার-সম্বন্ধীয়
বা কোন কাজের দায়িত্ব নিয়ে
যদি কিছু করতে যাও—
ভরসা দিয়ে,
রিশবৎ বা উপরি-পাওনার লোভে,
দাঁও মেরে
শোষক-প্রবৃত্তিকে বেশ ক'রে পোষণ দিয়ে
তাজা রেখে,—
যা'র দায়িত্ব নিয়েছ—
তা'কে তো ধ্বস্তনস্ত করবেই,

আর, ঐ রিশবৎ-প্রত্যাশী ধাপ্পাবাজ-প্রবৃত্তি
তোমাতে এমনতরই তীব্র হ'য়ে উঠবে,
যে, কাজ নিষ্পাদন ক'রে
আত্মপ্রসাদ লাভ করবার
বা পুরস্কৃত হবার
সৌভাগ্য তো উড়ে যাবেই,
তা' ছাড়া, কলঙ্কমর্দ্দিত হ'য়ে—
অন্যের আস্থাভাজন হওয়া
তোমার পক্ষে দুরূহ হ'য়ে উঠবে ;
সুবিধায় কাজ সুনিষ্পন্ন করার কুশলকৌশলী দক্ষতা
প্রবৃত্তিপরামৃষ্ট হ'য়ে
তোমাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবশ হ'য়ে উঠতে থাকবে ক্রমশঃই,
ফলে, তুমিই নষ্ট পেতে থাকবে—
অন্যকে নষ্ট ক'রে,
উন্নতির উপভোগ হ'তে—
মানুষকে বঞ্চিত ক'রে ;—
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টের রাক্ষস-ব্যাদানে
করাল-চর্ব্বণে চর্ব্বিত হ'য়ে
বহু নির্য্যাতন ভোগ ক'রেও
তোমার সে-পাপ হ'তে
পরিত্রাণ পাওয়া সুকঠিন ;
নিজে বাঁচতে চাও যদি,
জীবনকে উন্নতিমুখী ক'রে তুলতে চাও যদি,
যে-দায়িত্বই নিয়ে থাক না কেন,
সাধু-নিষ্পাদনে তা' নিষ্পাদিত কর—
বিহিত বিচক্ষণতার সহিত,—
সৌভাগ্য স্বাগতম্-আহ্বানে
তোমাকে নন্দিত ক'রে চলতে থাকুক । ১৩৮ ।

তুমি যে-যে কাজের দায়িত্ব নিয়ে আছ বা চলেছ—
সেগুলি সব তোমারই করণীয়,

তোমার অনুপস্থিতিতে
বা তোমার অনুরোধে
যদি কেউ তা' করে,—
তা'কে প্রীতি-পরিচর্য্যায় আপ্যায়িত ক'রো,
আর, তুমি উপস্থিত থাকলে
সে-কাজগুলি নিজেই ক'রো—
যা'তে সে দুঃখিত না হয়—এমনতরভাবে ;

যদি তা' না কর—
তোমার কৃতি-আগ্রহ
বিচ্ছেদদুষ্ট, মূঢ় হ'য়ে উঠবে ;

আবার, কা'রও দায়িত্বকে যদি তুমি কেড়ে নিয়ে
নিষ্পন্ন করতে যাও—
তা'র বিনা অনুরোধে,
সম্মতি বা সাহায্য-প্রার্থনায়,—
তা'ও তোমার পক্ষে সমীচীন হবে না,
তুমি বিচ্ছিন্নকর্ম্মা হ'য়ে উঠবে ;
বিরাগ-প্রবোধনা
তোমাকে মূঢ় ও আক্রুষ্ট ক'রে তুলবে,
ব্যত্যয়ী বিষাদে
ব্যতিক্রান্ত হৃদয়ে
ক্রমশঃই তুমি মূঢ়ত্বে
অবশায়িত হ'তে চলবে ;
একটু দেখে-শুনে বুঝে-সুঝে চ'লো,
যে পারে না
তা'কে সাহায্য ক'রো,

যে বিব্রত
অনুচর্য্যা-আপ্যায়নায়
সুব্রত ক'রে তুলো তা'কে,
কর্ম্মদেবতা তোমাকে
আশিস্-ভূষিত ক'রে তুলবেন । ১৩৯ ।

যা'র যে-কোন কাজেই তোমাকে নিয়োজিত কর না,—
দায়িত্বশীল আগ্রহ নিয়ে তা' গ্রহণ কর,
শুভ-নিষ্পন্নতায় তা'র সমাধান কর ;
যে-কাজে নিয়োজিত হয়েছ,—
সে-কাজ যেন
শুভ-নিষ্যন্দী উপচয়ী সম্বর্দ্ধনায়
সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে ;
আর, তা' হ'তে
অর্থাৎ সে-কাজের উপচয়ী সমৃদ্ধির ভিতর-দিয়ে
যদি তোমার খোরপোষ নিতে হয়,—
তবে নিজের বা নিজ পরিবার, পরিবেশের
সাত্বত প্রয়োজনের সমাধান হয় যতটুকু নিলে—
তা'ই নিও,
আর, ক'রোও তেমনি ;
অযথা অর্থাৎ, যা'তে তোমার প্রয়োজন নাই,
এমন আড়ম্বর বাড়িয়ে
তা'র নিকট থেকে
অনর্থক অর্থ-সংগ্রহ করতে যেও না ;
আর, তোমার ঊর্দ্ধতন বা অধস্তন
সহযোগী যা'রাই থাক না কেন,
তোমার কৃতি-সন্দীপনা
বাক্, ব্যবহার ও অনুচর্য্যা
সকলকেই যেন প্রীতিসমৃদ্ধ ক'রে তোলে
তোমার প্রতি ;
আর, সাত্ত্বিক সন্দীপনায়
সবাই যেন সন্দীপ্ত হ'য়ে থাকে—
ইষ্টার্থ-অনুনীত
সার্থক সঙ্গতিশীল সম্বেদনা নিয়ে ;
শান্তির সাম্য চলন
তোমাকে যেন শুভ-সন্দীপী ক'রে তোলেই,
তা' ছাড়া, তোমার সহযোগী

ও পরিবেশের প্রত্যেকেই যেন
তোমার ঐ অন্তর-আবহাওয়ায় সন্তৃপ্ত হ'য়ে
পরস্পর পরস্পরের শুভ-নিষ্পাদনী হয়—
সম্বর্দ্ধনার সাম-মন্ত্রে সজাগ থেকে ;
এই এমনতর ধৃতিনিষ্পাদনা
তোমাকে যেন সবার অন্তরে
সাধু অর্ঘ্যে অভ্যর্থিত ক'রে তোলে ;
তুমি শান্তিতে থাক,
আর, তোমার শান্তি-পরিবেষণ
সবাইকে শুভসন্দীপ্ত কৃতি-চলনে
তরতরে ক'রে তুলুক । ১৪০ ।

কাজ-কাম যা' করবে
মুখ্যতঃ নিজ হাতেই করবে তা',
অন্যে নির্ভর করবে যত—
সন্দেহের তা' ততই কিন্তু । ১৪১ ।

তোমার নিজের করণীয় যা'
তা' যদি
সুকেন্দ্রিক নিষ্ঠা ও শুদ্ধ-সম্বেগের সহিত
বিহিতভাবে পরিপালন না কর,
প্রবৃত্তির অপধ্বংসী অপচারে
নিজের শক্তির অপলাপ তো হবেই,
তা' ছাড়া,
পরিবেশকে উৎচেতিত করার সম্বেগও
তোমাতে স্তিমিত হ'য়ে উঠবে ;
যেমনতর ভালই করতে যাও না কেন—
সে-করা
ক্ষতিরই আমন্ত্রক হ'য়ে উঠবে তা'দের পক্ষে,
তোমারও তদ্রূপ । ১৪২ ।

তোমার করণীয় যা'—
তা'কে অলস ক'রে
অন্যকে তা'র বরাতী করতে যতই যাবে,
তুমি অবশ ও অবোধ হ'য়ে পড়বে ততই,—
নিজেরই কৃতি-দীপনাকে নিঃসহায় ক'রে। ১৪৩।

তোমার নিজের করণীয়
যা'-কিছুই থাকুক না কেন,
সব কর্ম্মের প্রাক্কালে
ঋষি বা ঋষিকল্প মহাজনদের প্রতি
করণীয় যদি কিছু থাকে—
তা' ক'রো ;
তা'দের রঞ্জনাই
লোকের সাত্বত রঞ্জনা,
সাত্বত অনুসেবার মঙ্গল-আরতি,
অবহেলা ক'রো না,
ঠকতে যেও না,
তোমার কর্ম্মজীবনের ঋষিযজ্ঞ কিন্তু এই-ই। ১৪৪।

কা'রও আদেশ-নিদেশ বা অনুরোধক্রমে
কোন-কিছুর দায়িত্ব নিয়ে
যদি তা' বিহিতভাবে নিষ্পন্ন না কর,
তবে তা' অর্থাৎ ঐ না-করা
অভ্যাসে অভ্যস্ত হবে ক্রমশঃই,
উন্নতিকে অবসাদগ্রস্ত ক'রে তুলবে,
সম্বর্দ্ধনা
ঐ কৃতিচর্য্যায় অবজ্ঞাত হ'য়ে
বিষাদই লাভ করতে থাকবে সেখানে ;
তাই, যে-দায়িত্ব নেবে—

তা' বিহিত সময় নিষ্পন্ন করবেই কি করবে—
তা' সমস্ত অন্তঃকরণের প্রসন্নতা নিয়ে,
সৌভাগ্য
অরুণ-রঙ্গিল দ্যুতিতে
উচ্ছল হ'য়ে উঠবে। ১৪৫।

অপরিহার্য্য কারণ ছাড়া
কা'রও সাহায্য-প্রত্যাশী হ'তে যেও না,
তা'তে যোগ্যতা পঙ্গু হ'তে থাকবে,
আর, পরমুখাপেক্ষী হ'তেই হবে তোমাকে,
বরং সাহায্য দিতে সব সময় প্রস্তুত থেকো
হৃদ্যতা নিয়ে,
তা'তে বাড়বে,
আর, স্বাবলম্বী হ'তে পারবে। ১৪৬।

যে-যে ব্যাপারে
অন্যের সাথে সংস্রব কম,—
সেই কাজগুলিকে বাছাই ক'রে নিয়ে
এমন সময়ে ফেলবে,
যা'তে তোমার কোনপ্রকারে অসুবিধা না হয়;
কিন্তু, অন্যের সাথে সংস্রব যেখানেই আছে—
বিশেষ তৎপরতা নিয়ে
ক্রমান্বয়ী হিসাবে
যেখানে যেমন দরকার
তা'ই ক'রে যেয়ো,
নজর রেখো—
কেউ বিরক্ত না হয়,
কেউ হতাশ না হয়,
বরং উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে,

তোমার প্রীতি-স্পর্শ
সব কাজের ভিতর-দিয়ে যা'তে সবাই পায়—
সেদিকে ত্রুটি ক'রো না,
আর, তা' সবই যেন সার্থক হ'য়ে ওঠে—
অন্বিত হ'য়ে ঐ প্রিয়তে
উপচয়ী প্রগতি নিয়ে,
প্রতিকূল যা'-কিছুকে এড়িয়ে বা অতিক্রম ক'রে । ১৪৭ ।

যা'কে যে-কোন বিষয়ে অনুরোধ কর না কেন,
সমাধান করতে বল না কেন,
আনত-অনুকম্পী ক'রে
তখনই তা' ব'লো
যখন ঐ বলায় সে প্রেরণাপুষ্ট হ'য়ে
নিরবচ্ছিন্ন দায়িত্ব নিয়ে তা' সম্পাদন করে—
সর্ব্বতঃ সম্পূর্ণতায় ;
নইলে, ঐ অসমাপিকা উদ্দীপনা
তা'কে ক্রমশঃই
অযোগ্যতার অভিভূতিতে
আবিষ্ট ক'রে তুলে চলবে । ১৪৮ ।

যা'ই কিছু করতে যাও না কেন,—
তা'র সরবরাহ-কেন্দ্র যা' যা'
তা'কে উচ্ছল সময়-সমবায়ী ক'রে
সুনিশ্চিত সক্রিয় ক'রে তোল ;
কাজগুলি নিষ্পন্ন করতে
যেখানে যেমনতর লোকের প্রয়োজন,
তেমনি ক'রে নিযুক্ত কর তা'দিগকে—
করতে যা' যা' লাগে
সেগুলিকে সুসজ্জিত ক'রে ;

আর, যে-যে উপকরণ
ঐ সরবরাহ-কেন্দ্রগুলি যোগান দেবে,
সেগুলি সময়োচিত উপযোগিতার সহিত
সংগ্রহ ক'রে
যা'তে ঐ কর্ম্মনিযুক্ত লোকগুলিকে
পরিবেষণ করতে পার,—
তা'র ব্যবস্থা উপযুক্তভাবে করতে
ত্রুটি ক'রো না ;
আর, ঐ কর্ম্মনিযুক্ত যা'রা
তা'দিগকে তদানুপাতিক
এমনতরভাবে প্রেরণা জোগাও,—
যা'তে তা'রা আপ্রাণ স্ফূর্ত্তির সহিত
সেগুলিকে সমাধা করে ;
এমনি ক'রেই
যেখানে যে-কাজ করতে হবে,
তা'কে নিষ্পন্ন ক'রে তোল,—
তোমাকে বিফল হ'তে হবে কমই ;
এমনতর যতই অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে,
ধী-দীপ্ত দক্ষকুশলও হ'য়ে উঠবে তুমি তেমনি । ১৪৯ ।

যা' যে পারে না—
তা'র ঘাড়ে তা' চাপিয়ে দিয়ে
মজা দেখতে যেও না,
আর, কুৎসিত সমালোচনায়
তা'কে ঘাবড়েও দিও না ;
তোমার অপারগতা
তোমাকেও কিন্তু রেহাই দেয় না—
মনে রেখো ;
তাই, প্রচেষ্টার ভিতর-দিয়ে
পারগতায় সুপ্রতিষ্ঠ হও,

আর, অন্যকেও
অমনতর হ'তে সাহায্য কর । ১৫০ ।

তুমি কাউকে কিছু করতে বললে
বা কিছু করতে অনুরোধ করলে,
তখন হয়তো সে তা'
একটা অলস আগ্রহের সহিত স্বীকার করল,
কিন্তু কাজে অল্পই করল বা করল না,
হয়তো দু'চার-দশবার তোমার বলা-সত্ত্বেও
বা অনুরোধ করা-সত্ত্বেও
তা'কে অমনতরভাবে গ্রহণ ক'রেও করল না ;
তা'র মানে হ'চ্ছে—
সে তা'তে অন্তরাসী হ'য়ে ওঠেনি,
একটা অলস লৌকিকতার আমদানী ক'রে
ঐ অমনতরভাবেই তা' কাজে ফলিয়ে তুলল না ;
তা'র মানেই—
সে তা' করবার মতন
আগ্রহ নিয়ে বসবাস করে না,
বা তা'তে সে আকৃষ্ট নয়কো ;
তা'কে সে-বিষয় নিয়ে
বলা বা অনুরোধ করা বৃথা—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত
তা'র প্রয়োজন তা'কে
ওতে নিবিষ্ট না করছে ;
তাই, সেখানে পার তো—
অন্য পন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়,
তা'র উপায় না থাকলে—
তা' না হওয়াতেই আত্মবিলয় করবে ;
বুঝে চ'লো । ১৫১ ।

বেগার মানেই
আমন্ত্রণ-অনুবন্ধ হ'য়ে
বিনা পারিশ্রমিকে
পরস্পরকে প্রয়োজন-অনুযায়ী সাহায্য করা—
দায়িত্ববাহী তৎপরতায় ;
আমি যা' বুঝি তা' এই। ১৫২।

ছুটির দিন মানে
বিশ্রামের দিন নয়কো,—
স্বাধীনভাবে কর্ম্মচর্য্যার দিন,
অন্যের সাহায্য-ব্যতিরেকে কর্ম্ম করার দিন,
প্রবৃত্তিগুলিকে প্রশ্রয় দেওয়ার দিন নয়কো,—
স্বীয় কর্ম্মতৎপরতায়
ওগুলিকে সহচর্যী ক'রে তোলবার দিন,
স্বাধীনভাবে শুভ-কর্ম্মে নিয়োজিত হবার
ফুরসুৎ-এর দিন। ১৫৩।

তুমি মজুরই হও, আর বাবুই হও,—
নিষ্ঠানীতির সহিত
কৃতিনিপুণ নিষ্পন্নতাকে যদি পরিহার কর,
ছন্ন বা অলস চলনে যদি চলতে থাক,
তুমি মানুষের কিম্মতই হারাবে। ১৫৪।

কোন অন্যায্য কর্ম্মের ভিতর-দিয়েও যদি
তোমার কেউ মঙ্গল ক'রে থাকে
এবং সে-মঙ্গল
অন্যের অমঙ্গলের কারণ না হয়,—
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে হিতই,
অসৎ নয়কো তা',

আর, ঐ অন্যায্য আচরণের জন্য
তা'কে অন্যায়কারী ব'লেও ধ'রে নিতে পার না। ১৫৫।

তুমি যদি এমন কিছু ক'রে থাক,
যা' আপাতদৃষ্টিতে দোষাবহ হ'য়েও
দক্ষকুশল তৎপরতায়—
প্রেষ্ঠ
অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে পূজার পাত্র যিনি তোমার,
সুনিষ্ঠা-নন্দিত অনুচর্যী আত্মোৎসর্জ্জনায়
তাঁ'র বন্দনামুখর শুভ-সম্বর্দ্ধনী অর্ঘ্য হ'য়ে ওঠে—
কৃতিকুশল তৎপরতার
শুভ-সুন্দর বিনায়নে,
চারিত্রিক কুশল-সুন্দর
চর্য্যাবিভূষিত হ'য়ে,—
ঐ তা' শ্রেয়কর্ম্মই,
কারণ, তা' শ্রেয়-ফলপ্রসূ ;
আবার, এমন যদি কিছু কর—
যা' লোকচক্ষুতে
আপাতদৃষ্টিতে
শুভপ্রসূ ব'লে প্রতীয়মান হ'লেও
বাস্তবে অপকর্ম্মে'রই স্রষ্টা হ'য়ে ওঠে,—
এবং এমনতর দুর্ব্বল বিষাক্ত ফল কিছু প্রসব করে—
যা'তে লোকের সাত্বত স্থিতিকেই
ক্ষুণ্ণ ক'রে তোলে,—
তা' কিন্তু দুষ্ট কর্ম্ম'ই। ১৫৬।

যা'তে যা'র যোগ্যতা নাই—
করণ-কৌশলও নাই তা'তে তা'র,
দক্ষ নয় সে তা'তে,

আর, যোগ্যতা যা'র সঙ্গতিহারা,
সর্ব্বতোমুখী সার্থকতায় সুদীপ্ত নয়,
প্রকৃষ্ট নয়,
সেই যোগ্যতাও কিন্তু
অন্ধ ও খঞ্জের মতনই
নিষ্পন্নতা ও সমাধানে
সর্ব্বাঙ্গীণ সার্থকতায়
সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠে না,
তাই, যা' করবে—
সার্থক অন্বিত-সঙ্গতি নিয়ে
সর্ব্বতোভাবে সুনিষ্পন্ন ক'রে চ'লো ;
পূর্ণতার আশিস্-অনুশাসনে
পূর্ণত্বেই প্রবাহিত হ'য়ে চলতে থাকবে । ১৫৭ ।

কূটক্ষেত্রে যা' করবে, তা' বলবে না,
কিন্তু করার অন্তরায়গুলি
পূর্ব্বাহ্নেই অপনোদিত হ'য়ে রয়,—
এমনতর করা-বলার বহর
যত বাড়াতে পার, ততই ভাল,
আবার, ঐ করার উপকরণে
উচ্ছল হ'য়ে উঠতে যা' করতে হয়—
সত্বর তৎপরতার সহিত তা' কর,
তা'তে অন্তরায়গুলি
তিরোহিতও হ'তে পারে,—
আর, থাকলেও দুর্ব্বল হ'য়ে থাকবে । ১৫৮ ।

যা' করবে
তা' বলতে যেও না—
বিশেষতঃ সরাসরিভাবে,

বিশ্বস্ত সহযোগীদের কাছে বলতে হ'লে
ততটুকু বলবে—তেমনি ক'রেই—
তোমার নিরাপত্তা ও অগ্রগতির জন্য
যেমন যতটুকু প্রয়োজন,
তোমার কর্ম্ম
কৃতিত্ব নিয়ে
জয় ঘোষণা করুক তোমার—
কৃতিত্বই সাদর সম্ভাষণ করুক তোমাকে,
লোক-অন্তর প্রশংসার অভিবাদনে
তোমার উদ্দেশ্যকে
ভাষায় মুখর ক'রে তুলুক ;
যে-নীতিই হো'ক
বিশেষতঃ কূটনীতির ক্ষেত্রে
এই অনুসৃতি নিয়েই চলবে—
যা'তে তা' সার্থক হ'য়ে ওঠে
এমনতরই প্রগতির ভিতর-দিয়ে । ১৫৯ ।

কী আছে আর কী করতে হবে—
কোন্ পথে, কী ক'রে,—
ওয়াকিবহাল হ'য়ে
সমীচীন তৎপরতায়
যা'তে তা'র সমাধান করতে পার—
তা' কর ;
অলস বা বিচ্ছিন্ন কর্ম্ম-সংশ্রয়
সুযোগ ও সুবিধা যা'-কিছু
সেগুলিকে বিহিতভাবে
ব্যবহার করতে না পেরে
বেকুব চলনায় ব্যাহতই হ'য়ে থাকে ;
অলস আকাঙ্ক্ষা
বা ভবঘুরে উন্মাদনা,

অসঙ্গত অবিবেকী অনুচলন,
অনুপযুক্ত নিয়মন বা বিন্যাস—
এইগুলি ব্যর্থতারই প্রিয় বান্ধব । ১৬০ ।

কিছু নেই
তা'র ভিতর-দিয়ে যে গজিয়ে উঠতে পারে
যেমনতরভাবে—
সাত্ত্বিক সঙ্গতিও তা'র তেমনতরই হ'য়ে ওঠে,
তোমার পয়সা নেই
কিন্তু কাজ করতে হবে,—
ঐ পয়সা সংগ্রহ ক'রে
সময়মত কাজ নিষ্পন্ন করার ভিতর-দিয়ে
তোমার যোগ্যতা উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে,
অমনতরভাবে
নিজেকে নিষ্পন্নতায় নিয়ন্ত্রিত করাই
যোগ্যতার পরিচায়ক ;
নয়তো, দশ পয়সা খরচ ক'রেও
দুই পয়সার কাজও করতে পারবে না । ১৬১ ।

শোন,
শুনে অবহিত হও—
সতর্ক সন্ধিৎসা নিয়ে,
আর, উপযুক্ত সক্রিয়তার সহিত
নিজেকে প্রস্তুত ক'রে তোল—
আনুপাতিক নিয়মনায় ;
জান,
জেনে প্রত্যয় লাভ কর,
আর, যেখানে যেমনতর বিহিত হয়,
শুভ-সাত্ত্বিক অনুবেদনায় তা' কর,
এমনি ক'রেই পালন-পোষণ-আপূরণী তাৎপর্য্যে

নিজেকে দক্ষ ক'রে তোল—
কুশল-কৌশলী তৎপরতায়। ১৬২।

শোন,
পক্ষপাতশূন্য খোলা মন নিয়ে আলোচনা কর,
ভাব,
আর, বুঝকে কায়েম ক'রে তোল
অন্তরে তোমার,
সশ্রদ্ধ অনুকম্পায়
সব দিক্-দিয়ে যথাসম্ভব সত্তায় লক্ষ্য রেখে,
তা'র পরেই করার পালা—
অনুসন্ধিৎসু ধী নিয়ে
যেখানে যেমন তুকে-তাকে যা' করতে হয়
অর্জ্জন করতে তা',
আগ্রহ ও অচ্যুতির সহিত তা' কর—
উপস্থিতবুদ্ধি নিয়ে,
আর, না-ক'রেই তা'
আয়ত্তের ঔদ্ধত্য নিয়ে সন্তুষ্ট থেকো না—
ব্যর্থ হবে,
চাল-চলন-চরিত্রে ফুটে উঠবে না তা',
বাস্তবতায় ব্যাহত হ'য়ে উঠবে তোমার জানাগুলি ;
তাই, কর,
আর, সঙ্গে-সঙ্গে হ'তে সুরু কর,
প্রাপ্তি স্বতঃ হ'য়ে ফুটে উঠুক তোমাতে,
কামনা তোমার
সিদ্ধিলাভ করুক এমনি ক'রেই। ১৬৩।

পারগতার ব্যভিচার করতে যেও না,
অসৎ-অভিসন্ধিতে
তোমার পারগতাকে খরচ করাই হ'চ্ছে—
পারগতার ব্যভিচার করা,

বরং অসৎ-নিরোধে তা' করতে পার—
হৃদ্য বিনায়নায় ;
সব সময় নজর যেন থাকে
তোমার পারগতা যা'তে
শুভপ্রসূ হ'য়েই চলে ;
হৃদ্য অনুষ্ঠান সৃষ্টি ক'রে
মানুষের জীবনীয় হ'য়ো—
তা'র পোষণ-প্রদীপনায়,
ঐ পারগতাকে
অনুশীলন-তৎপর সেবাচ্ছন্দে নিয়োজিত ক'রো,—
আত্মপ্রসাদ লাভ করবে তুমি,
তা'তে অন্যেও অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠবে। ১৬৪।

যে-কোন ব্যাপারেই হো'ক,—
তোমার যদি কোন
সুষ্ঠু ভাবদীপনা উপস্থিত হয়,—
তা'কে বোধায়নী পরিচর্য্যায়
উপভোগ করার অবসর পাও বা নাই পাও,
তা'কে যদি তদানুপাতিক
কিছুমাত্র ক্রিয়াশীল না ক'রে তোল—
বাস্তব কর্ম্মে'র ভিতর-দিয়ে,—
তা' তোমার সত্তায় সঙ্গতিলাভ ক'রে
বিধানকে
তদানুপাতিক বাস্তবতায়
বিন্যাস করবে না ;
মনে রেখো,
তোমার ঐ সম্পদকে তুমি হারালে,
যে-ঐশ্বর্য্য এসেছিল তোমার কাছে—
হেলায় বঞ্চিত হ'লে তা' হ'তে ;
তাই, সুষ্ঠু ভাবদীপনা এলেই

তদানুপাতিক বাস্তব ক্রিয়ায়
তাকে কিছু-না-কিছু
কোন-না-কোন রকমে
পরিচর্য্যা ক'রোই কি ক'রো ;
দেখবে, অদূর ভবিষ্যতে
কি-অন্তরে কি-বাইরে
তুমি কতখানি সম্পদের
অধিকারী হ'য়ে উঠেছ । ১৬৫ ।

কোন কাজ তুমি ঠিক-ঠিকভাবে করছ কিনা,
তার নিদর্শনই হ'চ্ছে—
কুশলবোধি-তৎপরতায়
যে-সিদ্ধান্তকে নিষ্পাদনের জন্য
তুমি যে-কর্ম্মপন্থা বা পদ্ধতি গ্রহণ করেছ—
তা'র উপকরণী প্রতিটি অংশ নিয়ে
সার্থক সুসঙ্গতি-তাৎপর্য্যে
সামগ্রিকভাবে সংহত ক'রে
সে-সিদ্ধান্তকে
কত শীঘ্র কেমনতরভাবে
নিষ্পন্নতায় মূর্ত্ত ক'রে তুলছ—
তা'র প্রতিক্রিয় বিরুদ্ধ যা'
তাকে সুষ্ঠুভাবে ব্যাহত ও নিরুদ্ধ ক'রে ;
এমনতর নজর রেখে,
ক'রে, চ'লে—
তা'তে সুনিষ্পন্নতায়
সার্থক হ'য়ে উঠবে যেমনতর,
তাই হ'চ্ছে তোমার ঠিকের মাত্রা । ১৬৬ ।

তুমি কোন ব্যাপারকে
কেমনতর নিয়মন করলে,

সেই নিয়মনে
তুমি কোন্ সমাধানে উপনীত হ'লে,
ঐ সমাধান
তা'কে উদ্দেশ্যানুপাতিক
সংহত ক'রে, সমাবেশ ক'রে,
সক্রিয় সমর্থনে
মুখ্যতঃ এবং গৌণতঃ
উপচয়ী হ'য়ে উঠলো কতখানি
শ্রেয়ার্থ-সন্দীপনায়—
তোমার কুশল-কৌশলী নিষ্পাদন-তাৎপর্য্যে,—
তা'ই দেখেই বুঝতে পারা যাবে
তোমার বোধিতাৎপর্য্য
কুশল-কৌশলী হ'য়ে
কী-দক্ষতা নিয়ে
তোমাতে স্ফুরিত হ'য়ে উঠেছে ;
এই কুশলকর্ম্মা দক্ষতাই হ'চ্ছে—
তোমার বিজ্ঞ-ব্যক্তিত্বের
স্বতঃ-উদ্দীপ্ত অভিজ্ঞান। ১৬৭।

অন্তরের প্রিয়-আপূরণী সঙ্ঘাত-নন্দনা
যখন অপারগতার কৈফিয়তের ধার না ধেরে
সম্পাদন-সন্দীপনায় চলতে থাকে—
কর্ম্মনিরতি নিয়ে,
নিষ্পাদনী উল্লোল উৎসাহে,
প্রিয়-অভিপ্রায়-অনুসারিণী তৎপরতায়,
সন্ধিৎসু-ত্রস্ত ব্যস্ততার
স্থৈর্য্য-অনুচলনে,—
তাই-ই হ'চ্ছে, সত্তা বা জীবনের
আশীর্ব্বাদ-অনুশীলনা—
যা' মানুষকে যুতক্রিয় ক'রে তোলে

সার্থক সঙ্গতি নিয়ে ;
আর, এই হ'চ্ছে
কর্ম্মযোগের উচ্ছল তৃপণা । ১৬৮ ।

আজ অসম্ভব ব'লে যা' ভাবছ
সহজ মানবিক বুদ্ধিতে,
তা'ও কিন্তু সম্ভব হ'য়ে উঠতে পারে
বৈধী চলনে,
ছেড়ো না তা'কে—
আঁকড়ে ধ'রে থাক,
সন্ধিৎসু চক্ষুতে কুশল-কৌশলী বিবেচনায়
দক্ষ কর্ম্মতৎপরতা নিয়ে
তাকে রূপায়িত করতে চেষ্টা কর,
পরিস্থিতি ও পরিবেশকে
যত পার অনুপ্রাণিত ক'রে
এই উদ্দেশ্যে
সংহত ও কর্ম্মতৎপর ক'রে তোল,
তোমার পরিধির বাহিরে যা'রা থাকে
তা'দের মনেও
তদনুকূল চিন্তাকে দীপ্ত ক'রে তোল ;
এই লাগোয়া চেষ্টা
তোমাকে একদিন
সফলকাম ক'রে তুলবেই,
চাই—
উদ্দেশ্য-অনুধ্যায়ী চলন, বলন, কর্ম্ম—
সঙ্গতিপূর্ণ সমাবেশ নিয়ে । ১৬৯ ।

যখন আদর্শে উদ্দাম হ'য়ে
সংহতিকে শক্ত ক'রে তুলতে পার,
প্রখর কূট-কৌশলী নিয়ন্ত্রণে

সুব্যবস্থিত উপকরণের প্রাদুর্ভাব নিয়ে
প্রস্তুত হ'তে পার,
যা'তে কোনক্রমে কেউ তোমাকে
ব্যাহত করতে না পারে—
আত্মঘাতী ঔদ্ধত্যেই হো'ক
বা বিশ্বাসঘাতকতার ভিতর-দিয়েই হো'ক,
এক-কথায়, সংহতি নিয়ে, সুদৃঢ় হ'য়ে
ধী-সম্পন্ন সংযত বিবেচনায়
সক্রিয় সার্থক সমর্থনে
শক্তি ও কুশল-কৌশলী পর্য্যালোচনার ভিতর-দিয়ে
তুমি যখনই নির্ঘাত হ'য়ে উঠতে পার
বিহিত উদ্যোগী পরাক্রমে,
তখনই যা' করবে
তা'তে ঝাঁপিয়ে পড় ;
স্মরণ যেন থাকে—
ঐ ঝাঁপিয়ে পড়া
প্রতিটি ব্যষ্টিকে যেন
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে—
বৈশিষ্ট্যে, কৃষ্টিতে ও সম্বর্দ্ধনী আত্মনিয়ন্ত্রণে,
তবেই তো তুমি মহিমান্বিত। ১৭০।

সময়কে লম্বা ক'রে
কোন পরিকল্পনা সমাধানের সিদ্ধান্ত
সুরু হ'তেই করতে যেও না,
তাহ'লে তা' সমাধান করতে
অনেক বিলম্ব ঘ'টে উঠতে পারে ;
বরং সাধারণতঃ যে-সময় লাগে
তা' থেকেও
অনেক সত্বর যা'তে সমাধান করতে পার—
তেমনতর প্রস্তুতি নিয়েই চল

তীক্ষ্ণ ও ক্ষিপ্র বিবেচনার সহিত—
তদানুপাতিক সন্ধিৎসা নিয়ে
সক্রিয়তায়—
গোড়ার টনক ঠিক রেখে
ব্যত্যয়ী যা'-কিছুকে এড়িয়ে,
এই চলনে
ক্রমশঃই ক্ষিপ্রকর্ম্মা হ'য়ে উঠতে পারবে । ১৭১ ।

ভেবে দেখো—
তোমার কাজ দায়িত্বশীল
ত্বরিত-তৎপর হ'য়েও
সুন্দর সুচারু-নিষ্পন্ন কিনা,
সবটা নিয়ে তা'
উপচয়ী ও উদ্বর্দ্ধনী কিনা ;
এ যদি হয়—
তোমার মুনাফা
আপাত-অকিঞ্চিৎকর হ'লেও
ভবিষ্যৎ তোমার
উপযুক্ত সম্পদের জন্য অপেক্ষা করছে
—তা' ঠিক জেনো ;
আর, এ-মুনাফায় বা এ-সম্পদে
ধাপ্পাবাজি নেই,
ঠকানো নেই,
না ক'রে পাওয়ার প্রলোভনও নেই,
আছে—
প্রাণে শিব-সুন্দরের অভিষেক । ১৭২ ।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ
তোমার ধীকে বিনায়িত ক'রে

কর্ম্মে যেন স্বতঃস্রোতা হ'য়ে প্রবাহিত হয়,
তোমার কর্ম্ম-চলনের প্রতিটি পদক্ষেপ
যেন এমনতরই শুভ-বিনায়িত হ'য়ে ওঠে—
অশুভকে নিরোধ ক'রে,
নিরাকরণ ক'রে
বা প্রতিবাদে স্তম্ভিত ক'রে,
যা'তে শুভ স্বতঃস্রোতা হ'য়ে
তোমার ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকে
স্বস্তিসম্পন্ন ক'রে তোলে,
তা' ছাড়া, যতই তুমি
অলৌকিকভাবে তাঁ'র অনুগ্রহকে চাইবে,
তোমার চলনও তেমনি
অন্ধ চলনের মতন
থমথমে হ'য়ে চলতে থাকবে,
কোন্ পথে কোথায়
কেমন ক'রে চলছ,
তা'র ফলই বা কী—
তা' তোমার বোধিতে
স্পষ্টই হ'য়ে উঠবে না,
এই স্পষ্ট না-হওয়ার কারণ হ'চ্ছে
তাঁ'তে অলস-প্রীতি নিয়ে
তোমার শুভপ্রসূ ক'রে
তাঁ'কে ব্যবহার করতে চাও,
দুর্ব্বল প্রীতি
দক্ষ হ'য়ে ওঠে না,
তাই, ঊর্জ্জী-প্রীতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠ,
সমস্ত কর্ম্মকে তেমনি ক'রেই নিয়ন্ত্রিত কর,—
যেন তা'তে শিব-সুন্দর অঙ্কিত থাকেন,
শুভ প্রসাদ-সৌন্দর্য্য
মুখর হ'য়ে
তোমাকে সুদীপ্ত ক'রে তুলুক। ১৭৩।

যা' করবে,
তা' যত বড়ই হো'ক,
আর যতটুকুই হো'ক,
বিহিত অভিনিবেশ-সহকারেই ক'রো ;
সঙ্গে-সঙ্গে তোমার ইন্দ্রিয়গুলিকেও
এমন সজাগ ক'রে রেখো,
যা'তে বাইরের সাড়াগুলিকেও
সহজে নিয়ে
তোমার কৃতিচলনাকে
উপযুক্ত সময়ে
বিহিতভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পার,
সঙ্গে-সঙ্গে তা'র ব্যতিক্রমগুলিকেও
নিরোধ ক'রে
তোমার ঐ কৃতি-সাধনাকে
সিদ্ধ ক'রে তুলতে পার—
সময় ও সীমার ক্রমকে
বিহিতভাবে বিনায়িত ক'রে,
ত্বরিত্যের শুভদর্শী সতর্ক অনুশীলনায় । ১৭৪ ।

ক'রে চল,
কতদূর, আর কত বাকী—
এমনতর চিন্তা নিয়ে হাপ্‌সে উঠো না,
বরং কুশল-কৌশলী ধী নিয়ে
ক'রে চলার বেগকে
বাড়াতে থাক এমনতরভাবে
যা'তে হয়রান না হ'য়ে ওঠ—
চলনকে
হৃদ্য বাক্ ও ব্যবহারে বিনায়িত ক'রে
প্রীতিদীপ্ত সাত্বত অনুচর্য্যা নিয়ে ;
দেখবে—

হিসেব-নিকেশ কৈফিয়তের আগেই
কখন তোমার করণীয় নিষ্পন্ন হ'য়ে গেছে—
তা' ঠাহরই করতে পারবে না,
বরং সাধু নিষ্পন্নতার
শৌর্য্য-আলিঙ্গনের আত্মপ্রসাদ
তোমাকে অভিদীপ্ত
ও প্রভবান্বিত ক'রে তুলবে—
ভরসার ভৃতি-উচ্ছলতায়। ১৭৫।

যে-কোন ব্যাপারেই যাও না কেন,
তা'র সমাধান-কল্পে
কোথায় কেমন ক'রে
কা'র-কা'র সাথে সংযোগ রাখতে হয়,
বেশ ক'রে খতিয়ে দেখে
তা' করতে এতটুকুও ত্রুটি ক'রো না ;
সব ক'রে এতটুকুর অভাবেও
অনেকখানি নাজেহাল হ'তে হয়—
তা' যেন মনে থাকে,
তাই, যেখানে সমীচীন যা'
তা' তো করবেই,
ঐ সমীচীনতার সক্রিয় সমর্থন
যেখানে যতটুকু পাওয়া যায়—
তা'র বিনায়নেও ত্রুটি করবে না,
আর, তদানুপাতিক লওয়াজিমা যা'-কিছু
তা' সংগ্রহ ক'রে
সমাধানকে স্পষ্টতর ক'রে তুলতে
যা' করতে হয়,
তা'ও করবেই ;
এই চৌকস চলনকে উপেক্ষা ক'রে
নিজেকে শ্লথ-সম্বেগী ক'রে তুলো না ;

চলনে বিনায়িত নিবন্ধনার ভিতর-দিয়ে
সার্থকতা লাভ করবার
এও কিন্তু একটা বিশেষ তুক। ১৭৬।

তুমি যা'ই হও না কেন—
ব্যবসায়ী হও,
উকিল-মোক্তার ও মহাজনই হও,
গোলামজিগীরীই হও না কেন,
বা যে-কোন দ্বিজাধিকরণের অন্তর্গত হ'য়ে
যে-কোন তপা-ই হও না কেন—
ইষ্টার্থপোষণী,
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়তপী হ'য়ে
সন্ধিৎসু পরিবেক্ষণে
শ্লেষণ-বিশ্লেষণী ধীয়ের ভিতর-দিয়ে
সার্থক সমন্বয়ী সামঞ্জস্যে
সুতৎপরতার সহিত
প্রতিটি কর্ম্মে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সেগুলিকে
তদনুগ সমাবেশী সামঞ্জস্যে এনে
বাস্তব উচ্চল চলনশীল না হ'চ্ছ,
যে-বিষয়েই হো'ক
তুমি সিদ্ধির সমাবেশী আমন্ত্রণে
ধন্যার্হ হ'য়ে উঠবে না কিছুতেই ;
যা'ই কর,
ইষ্টার্থপরায়ণ সুকেন্দ্রিক বিবেচনার পরিবেক্ষণে
যেখানে যেমন যা' বিহিত
তা'ই ক'রে চল,
সিদ্ধি সমৃদ্ধি নিয়ে
তোমাকে উৎসারণশীল ক'রে তুলবে ;
নয়তো, বেগার খেটেই বিগড়ে চলবে
বিকেন্দ্রিক ব্যতিচারে। ১৭৭।

করতে যদি পার—
অযথা ব'সে থেকো না,
অবশ্য তা' যেন বিধানকে
বিপর্য্যস্ত না ক'রে তোলে,
আর, করই যদি,
যথাসম্ভব চেষ্টা ক'রো—
অন্যের সাহায্য না নিয়ে করতে,
আবার, যেখানে অন্যের সাহায্য
নেওয়াই উচিত,
তা'ও আবার উপেক্ষা ক'রো না,
তোমার সব করাগুলি যেন অর্থান্বিত হয়
তোমার ইষ্টানুগ চলনে—
ঐ নিষ্পাদনী অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে,
অন্তরের চিন্তাগুলিও তা'ই ;
আর, বোধিচক্ষুকে উন্মীলিত রেখে
তা'ই ক'রো—
যা'তে চিন্তা ও কর্ম্মগুলি
ঐ ইষ্টার্থে অন্বিত হ'য়ে ওঠে,
এই অভ্যাসের ভিতর-দিয়ে দেখবে—
তোমার যোগ্যতা জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবে,
বেড়ে যাবে,
পরিপুষ্ট হবে ;
ঐ ইষ্টানুগ করা
তোমাকে অন্বিত সঙ্গতিশীল ক'রে
ব্যক্তিত্বকে বোধবিনায়িত ক'রে তুলবে,
তুমি দক্ষ কুশলকৌশলী হ'য়ে উঠবে—
বাস্তবে। ১৭৮।

কোন কাজ নিষ্পন্ন করতে গিয়ে
সমিতি-সংগঠনের ধান্ধাতেই

নিজেকে ব্যয়িত ক'রে ফেলো না,
বরং চলার পথে সহযোগী বা সমতপা
সংগ্রহ ক'রে চল—
সমান উদ্যমে—সক্রিয়তায়,
ইষ্টার্থ-পরিবেদনায়
সর্ব্বতোভাবে নিবদ্ধ থেকে
উপচয়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে,
নিয়ম-কানুন, চলন-ফেরন
প্রতিমুহূর্ত্তেই যেন নিষ্পাদনের
প্রতিটি অঙ্গকেই মূর্ত্ত ক'রে তোলে—
বিহিত পরিচর্য্যায়, দীপন-আগ্রহে,
এমন ক'রে কাজ হাসিল ক'রে ফেল,
তা'কে সংরক্ষণ করতে
দূরদৃষ্টির সহিত উপচয়ী নিয়ন্ত্রণে
উদ্দেশ্যকে সার্থক ক'রে তুলতে
যেমন ক'রে যা' করতে হয় ক'রো,
ব্যয়ের বহরে
মানুষকে বিহ্বল ক'রে তুলো না ;
প্রবৃত্তি-চাহিদার মনোরঞ্জন
কর্ম্মনষ্টেরই রাহাজানি উপায়,
প্রলোভনের খোরাক জুটিয়ে
উদ্দেশ্যকে মূর্ত্ত করতে যাওয়া
মানুষের কর্ম্মতৎপরতাকেই খঞ্জ ক'রে রাখা—
বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া ;
তোমাদের কৃতিত্বই যেন
প্রাপ্তিকে স্বতঃ ক'রে তোলে,
আর, সেই পাওয়াই হ'চ্ছে
যোগ্যতার জীবন্ত অবদান,
গাছে না উঠতেই এক-কাঁদির
বরাদ্দ যেখানে যত—

কর্ম্মনিকেশী আড়ম্বরও সেখানে তত,
বুঝে চল । ১৭৯ ।

মনে রেখো,
তোমার আধিভৌতিক শক্তি ও সম্পদ্
যা' তোমার কর্ম্মানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠেছে—
স্ফোটন-উন্মাদনায়,
তা' তোমারই অন্তরস্থ জৈবী-সংস্থিতির
অন্তর্নিহিত সুসঙ্গত তাৎপর্য্যের
কৌলিক, সার্থক,
সুকেন্দ্রিক তপশ্চারী গুণাবলীর
সঙ্গতিসম্পন্ন সক্রিয় কর্ম্মদীপনা
ও তোমার অন্তরেরই সুষ্ঠু সম্বেগ-সম্পন্ন
বোধায়নী তাৎপর্য্যের
সংসিদ্ধ তৎপরতা হ'তেই উদ্ভূত,
যে-গুণাবলী
যত হৃদ্য, লোকপ্রিয়,
সত্তাপোষণী সংহতদীপনায় দেদীপ্যমান,
তা'রই প্রবুদ্ধ আকর্ষণ
লোক-অন্তরকে
ততই যুতযোগ্যতায় অভিদীপ্ত ক'রে
তোমাতে সশ্রদ্ধ সম্বুদ্ধ ক'রে
তা'দেরই সক্রিয় জীবন-অভিযানের
উচ্ছল অবদান-স্বরূপ
যা' তোমাকে উপঢৌকন দিয়েছে
তা' তোমার সত্তার সত্ত্ব হ'য়ে
তোমাকে পরিভৃত ক'রে তুলেছে,
তুমি, তাই, সেগুলির অধিকার লাভ করেছ,
তোমার সত্তা ঐগুলিতে বিস্তার লাভ ক'রে

সত্ত্বান হ'য়ে উঠেছে ;
তাই, সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ার্থ-পরিবেদনায়
তদর্থপরায়ণ হ'য়ে
তোমার অন্তরকে যতই
ঐ ছন্দে ছন্দায়িত ক'রে তুলতে পারবে—
আদানে-প্রদানে—
ঐশ্বর্য্য বা সম্পদ্‌ও
সেইরূপেই তোমাকে সেবা ক'রে চলবে ;
আবার, হৃদ্য সত্তাপোষণী গুণাবলী
যেমনতর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ক'রে তোলে,
বিচ্ছিন্ন, বিকেন্দ্রিক গুণাবলী
যা' দোষ ব'লে অ্যাখ্যায়িত হয়—
তা' মানুষকে তদানুপাতিক
দৈন্যেরই অধিকারী ক'রে তোলে। ১৮০।

তুমি যা'ই কর না কেন,
তোমার মস্তিষ্কে সবই মজুত থাকে—
সক্রিয় আলেখ্য-লেখায়
উপযুক্ত সময়ে প্রতিক্রিয়ায়
তদানুপাতিকই প্রেরণা জোগায় ;
অন্যায়ই কর, অত্যাচারই কর,
অবিবেকী অসহায়ের প্রতি ব্যভিচারই কর,
এমন কি আক্রান্ত না হ'য়ে
একটা ছোট পিপীলিকাকেও যদি
অসহায়ভাবে হত্যা কর,
তুমি ঐ অবস্থায় নিপতিত হ'লে
প্রতিক্রিয়ায়
তোমাকেও অমনতরই ক'রে তুলবে ;
সহায়ক প্রবোধনায়
অনুকম্পার আবেগ নিয়ে

তোমাকে ঐ অবস্থা থেকে বাঁচাবার
সাহায্য ও প্রেরণাই জুটবে না তোমার,
তুমি হয়তো অমনতরভাবেই বিধ্বস্ত হবে,
নিকেশ পাবে,
এমনতর বোধি জুটবে না—
যা'র প্রতিক্রিয় দর্শন-তাৎপর্য্যে
সেই পথে সক্রিয় হ'য়ে
তুমি রেহাই পেতে পার ;
তাই, তোমার চলনাগুলিকে
সুযুক্ত ইষ্টার্থপরায়ণতার ভিতর-দিয়ে
এখন থেকে
এমনতর নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা কর,
যা'তে প্রতিটি কর্ম্মের সংযোগসূত্র
মস্তিষ্কে এমনতর রেখাপাত করে,
সেই প্রতিক্রিয়ায় এমনতর প্রেরণা পাও,
যা'র ফলে তুমি
আপদ-মুক্ত হ'য়ে উঠতে পার,
নয়তো, যেভাবে ঠ'কে এসেছ,
ঠকতে বসেছ,
তা' হ'তে রেহাই পাওয়া
দুষ্করই হ'য়ে উঠবে—
যদি অন্তরে অমনতর সম্পদ্ না থাকে ;
ভাল করা মানে
ভাল হওয়া আর ভাল পাওয়া,
ঐ ভাল বা মন্দ আবার
পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হ'তে
কসুর করবে কমই। ১৮১।

যে-কোন কাজই হো'ক,
তা' চিন্তায়, ভাবে বা কর্ম্মে,

বা চিন্তা, ভাব ও কর্ম্মের
অন্বিত সঙ্গতির সহিত
নিষ্পাদন কর না কেন,
তা' কুৎসিত রকমে
সমাধান করতে যেও না ;
তেমনতর যদি কিছু ক'রেও ফেল—
তা'কে সুযুক্ত সুশ্রী ক'রে তোল,
তা' না করলে
ঐ কুৎসিত প্রস্তুতি
তোমাকে পেয়ে বসবে ;
তোমার খেয়াল বা চলন
এমনতরভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে থাকবে,—
যা'র ফলে, তোমার তা'কে
সুন্দরে সমাপন করা
একটা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়াবে ;
আর, তা' ওখানেই নিরস্ত হবে না কিন্তু,
তোমার আচার, ব্যবহার, চালচলন
ও বক্তিত্বের অভিব্যক্তিকেও
বিকৃত ক'রে তুলবে ;
ভুল যদি পরিপুষ্ট হয়,—
তুমি তা' জানলেও
তোমার এতটুকু অসাবধান চলনের ভিতর-দিয়েও
ঐ বিকৃতিই অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠবে,
তা'র ফলে, তোমার নিজেকে সমর্থন ক'রে
খুশী হ'য়ে থাকা ছাড়া
পথই থাকবে না ;
তাই বলি, এখনও সাবধান !
সুকৃতিবান হও,
আর, তা' হ'তে যতখানি
মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন,
ধৈর্য্যের প্রয়োজন,

স্থৈর্য্যের প্রয়োজন,
তা'তে একটুও কসুর ক'রো না ;
ঐ কসুরকে প্রশ্রয় যদি দাও,—
তা' কিন্তু ঐ জীবনকে
বেসুরো বিকৃত ক'রে তুলবেই কি তুলবে । ১৮২ ।

তুমি তোমার আদর্শ-ধর্ম্ম-কৃষ্টির
উদ্বর্দ্ধনী উপচয়ের জন্য
স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনার জন্য
বিবর্দ্ধনী প্রসার-প্রদীপনার জন্য
সংরক্ষণী নিরোধ ও আত্মবিনায়নী প্রস্বস্তির জন্য
ভেদ-নিরসন ও ভৃতি-পরিবেশনার জন্য,
এক-কথায়, ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত
অখণ্ডতা প্রতিষ্ঠার জন্য—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
ইষ্টানুধ্যায়ী অনুচলন নিয়ে
যখন যেখানে যা' করলে
তা' সৌষ্ঠবমণ্ডিত হ'য়ে
সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করে,—
তা' করতে
অনতিবিলম্বে যা'-যা' করণীয়
বাস্তবে সেগুলিকে নিষ্পন্ন ক'রেই চ'লো—
যা'র ফলে, ছন্ন-ছিন্নতা
স্বচ্ছন্দতাকে
কখনই বিচ্ছিন্ন ক'রে তুলতে না পারে,
সম্বর্দ্ধনার উচ্ছ্বাস অনুবেদনা নিয়ে
অনুপ্রেরণী আবেগে
সসমষ্টি প্রত্যেকেই
শুভ-আলিঙ্গন-অনুশ্রয়ী
সক্রিয় তৎপরতায়

বোধবর্দ্ধনার অনুশীলনী যোগ্যতাকে
সবার ভিতরেই উপ্ত ক'রে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত বর্দ্ধনার পথে
সুচারু চলনে চলতে পারে ;
এ করতে
ছোট্টই কিছু হো'ক
আর, বড়ই কিছু হো'ক—
যা'-কিছু করণীয়
তা'র একটুও বাকী রেখো না,
আর, এ করণগুলি
অটুট নিশ্চয়তায় সমাবিষ্ট হ'য়ে
শুভ-বেষ্টনীর পরিক্রমায়
দিগ্বলয়কে অতিক্রম ক'রেই
যেন চলতে থাকে—
দূর হ'তে দূরে,
আরো আরোর পথে,
নইলে, ঐ প্রস্বস্তির জন্য
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনার জন্য
বাধ্য হ'য়ে সেগুলি করতেই হবে—
অনেকাংশেই,
কিন্তু সে-করার ফলগুলি হবে সঙ্কীর্ণ,
সময়মত যা' ক'রে যা' হ'ত,
অসময়ে তেমনতর কিছু ক'রেও
সেই ফলের অধিকারী হ'তে পারবে না,
তুমিও বঞ্চিত হবে,
বঞ্চিত হবে তোমার পরিবেশের প্রত্যেকেও । ১৮৩ ।

যে-কোন কাজই করতে যাও না কেন,
তা' করা কঠিন—
এমনতর বুদ্ধির দ্বারা

অভিভূত যদি হও,
বা এমনতর বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিয়ে চল—
উদ্দেশ্য তোমার যতই মুখর হোক না কেন,
করবার বেলায় এগুলিই তোমাকে
তা'র তীব্রতা-আনুপাতিক
অবশ ক'রে তুলবে—
এমন-কি, তা'র পন্থা ও ফন্দিগুলিকেও,
তা' উদ্‌যাপনে তোমার ঐ ধারণাই
তোমার বাধার সৃষ্টি করবে,
সময়মত যখন যেমন ক'রে যা' করা উচিত
তা' করতে দেবে না—
ফলে, ব্যর্থও হ'তে পার,
বা কষ্টবিমর্দ্দিত হ'য়ে
কৃতকার্য্যও হ'তে পার তা'তে,
কারণ, ঐ বুদ্ধি
করার ফন্দিফিকিরগুলিকে
জ্বলন্ত উদ্যমী না ক'রে
ওর তীব্রতা-আনুপাতিক
নিষ্প্রভ ক'রে তুলবে তোমাকে—
বাক্, চলন, চরিত্র, সন্ধিৎসা,
সতর্ক চাতুর্য্য, সৌজন্য ও সন্দীপনায়,
আর, তোমার গতিবিধিও
নিয়ন্ত্রিত হবে তেমনি,
তোমার পারা না-পারা নির্ভর করবে
তা'র উপর ;
আবার, ঐ কঠিন বুদ্ধির আবির্ভাবও হয়
তা' থেকেই—
যা' করতে যা'চ্ছ
তা'র অন্তরায়ী প্রবৃত্তি যখন
তোমার মধ্যে সচিন্ত হ'য়ে
বা পেয়ে-ব'সে থাকে ;

তাই, করাই যদি নিশ্চিত হয়
তবে কঠিন বুদ্ধিতে অভিভূত হ'য়ো না,
তা'কে প্রশ্রয়ও দিও না,
কেন্দ্রায়িত আদর্শপ্রাণতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়,
পারগতার তুকই ওখানে । ১৮৪ ।

গোঁজামিল বা ভেজাল পথ
অবলম্বন করতে যেও না,
তা'তে তুমি ঠকবে,
উপযুক্ত বাস্তব সংস্কৃতি হ'তে বঞ্চিত হবে,
তোমার বোধবৃত্তিও
ঐ দিকে গড়ানো হ'য়ে উঠবে,
তুমি ভাল করতে গিয়েও
মন্দ ক'রে ফেলবে—
অমনতর অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়ার জন্যে ;
আর, মানুষ অমনতর করতে করতে
অবোধ সন্দীপনার অবোধ প্রভাব
তা'কে এমনতর ক'রে ফেলে
যে, তা'র সংশুদ্ধি কঠিন হ'য়ে পড়ে,
ভুল করতে করতে
ভুলই আসল হ'য়ে দাঁড়ায়,
শুধু তাই নয়,—
পরে তা' পরিবেশেও
অমনতরভাবে সংক্রামিত হ'য়ে ওঠে ;
ব্যাহত কৃষ্টি
অঢেল অবনতির সৃষ্টি ক'রে
তুমি, তোমার পরিবার, পরিজন ও পরিবেশকেও
অপলাপের অন্ধতমসায়
নিবদ্ধ ক'রে ফেলবে ;
তাই বলি, সাবধান !

ভাল যদি চাও,
বিহিত ত্বারিত্যে
বিশেষ পরিশুদ্ধি নিয়ে
যা' করবার তা' কর,
গোঁজামিল বা ভেজাল থেকে রেহাই পাও,
আর, অন্যেও যা'তে রেহাই পায়—
তা' কর,
নয়তো, ওর দাম্ভিক আক্রমণ থেকে
রেহাই পাবে না ;
বিশেষ সতর্ক অবধানতার সহিত
পরিশুদ্ধ নজরে
পরিশুদ্ধির দিকে
পা ফেলে-ফেলে চলতে থাক,
আর, পবিত্রতা তোমাকে
বিজয়-মাল্যে বিভূষিত করুক । ১৮৫ ।

আগ্রহ যখন অপারগতাকে মনন করে না,
পারগতার পথ তখনই
প্রশস্ত হ'য়ে উঠতে থাকে । ১৮৬ ।

নিরন্তরতায়
আগ্রহোন্মুখ বিহিত অনুষ্ঠান
অভীষ্ট ফলেরই নিয়ামক হ'য়ে থাকে । ১৮৭ ।

কর্ত্তব্যে যদি
আগ্রহ-উন্মুখ জীবন-প্রেরণা না থাকে—
সে-কর্ত্তব্য
লৌকিকতার অসাড় অনুবর্ত্তন মাত্র । ১৮৮ ।

যা'র আগ্রহ আছে,
যে করে,
ক'রে দক্ষ হ'য়ে ওঠে যে,
প্রয়োজনের আগেই প্রস্তুতি যা'র করায়ত্ত,—
তা'র কি কখনও আটকায় ? ১৮৯ ।

আগ্রহ যেখানে উদ্দাম পায়ে
ফন্দি-ফিকিরে
ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে
বিচক্ষণতার সাথে চলতে থাকে
কৃতি-গন্তব্যে—
বিপদ্ সেখানে ব্যাহত করে কমই । ১৯০ ।

লক্ষ্য যা'র অকিঞ্চিৎকর,
আগ্রহ-উদ্যুক্ত শক্তিও তা'র নগণ্য ;
লক্ষ্য ও শক্তির মিতালী অনুচর্য্যাই
কৃতকার্য্যতার পরম আশীর্ব্বাদ—
অনুশাসনবাদ । ১৯১ ।

যা' করবে ব'লে সিদ্ধান্ত করেছ—
মত্ত আগ্রহ নিয়ে তা'কে ধর,
আঁটঘাট বেঁধে তা' কর,
নিষ্পন্নতায় কৃতী হও,
ব্যর্থ হ'য়ো না কিছুতেই,
ব্যর্থতা ব্যত্যয়েরই অনুচলন । ১৯২ ।

যেমন, অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে
আগ্রহ ও ইচ্ছা বিকীর্ণ হ'তে থাকে—

তেমনি, আগ্রহ ও ইচ্ছার অনুশাসনে
সক্রিয়তা সম্বর্দ্ধিত হ'তে থাকে,
তাই, অনুষ্ঠানকে একদম ত্যাগ করাও
যেমন খারাপ—
তেমনি, অনুষ্ঠানে নিমজ্জিত হ'য়ে
সদনুচর্য্যায় প্রাণবন্ত পদক্ষেপ হ'তে
বিরত হওয়াও তেমনি ;
তাই, যা' পেতে
বিহিতভাবে যা' করতে হয়—
তা'ই ক'রে যাও। ১৯৩।

যখনই তুমি তোমার শক্তি-সম্বন্ধে নজরহীন হ'য়েও
এষণাদীপ্ত,
তোমার আগ্রহ-উদ্দীপনা
সম্বেগশালী ও সক্রিয়,
ধী চেতনচর্য্যা-নিরত,—
সার্থক সঙ্গতিশীল
বোধবীক্ষণী নিরতি নিয়ে চলায়মান,
সুকেন্দ্রিক উপচয়ী অর্জ্জন
সন্দীপনা-সমৃদ্ধ,
তখনই বুঝবে—
কৃতি তোমার
নিষ্পন্নতাকেই আবাহন করছে। ১৯৪।

অন্তরাসী উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষায়
বিষয় ও ব্যাপারের বাস্তবতাকে
মানুষ সাধারণতঃ গুছিয়ে নিয়ে থাকে ;
সত্তাপোষণী যা' যেমন,
মঙ্গলপ্রসূও তা' তেমন ;

বিষয় ও ব্যাপারগুলিকে
সমাহারী সত্তাপোষণী ক'রে গুছিয়ে নাও—
সার্থক সমন্বয়ে,—
সত্য সেখানেই ;
ঐ অন্তরাস যা'তে যত আশান্বিত—
মানুষ তা'তে আগ্রহশীল, মনোযোগী,
প্রয়াস-পরিচর্য্যাতৎপর তেমনি ;
যে বা যা'
যত উৎসাহোদ্দীপক নয় তোমার কাছে,
আশান্বিত ক'রে তোলে না তোমাকে,
পূরণ ও পোষণ নয় তোমার,—
তা' ততই অবসাদক তোমার কাছে। ১৯৫।

কৃতিচলনে চল—
সাত্বততপা হ'য়ে,
সপারিপার্শ্বিক নিজের অনুচর্য্যাতৎপর
উদ্বর্দ্ধনী অনুনয়নে—
ধৃতি-পরিপালনায় ;
আর, তোমার আগ্রহকে
ঐ সমাধান-ক্ষুধার্ত্ত ক'রে রাখ—
স্বাস্থ্যে সংস্থ থেকে ;
তোমার প্রত্যাশাই হো'ক
ঐ নিষ্পাদনী আত্মপ্রসাদ,
আর, তা' তোমাকে শুভ-বিন্যাসে
কল্যাণস্রোতা ক'রে তুলুক। ১৯৬।

আগ্রহ-উদ্দীপনী আবেগ নিয়ে
স্বতঃস্বেচ্ছ সক্রিয়তায়
যা' ক'রেই থাক বিহিতভাবে,
তা'ই তুমি পার ;

আর, করার বাহানায়
কল্পী ভাবালুতার উদ্দীপনা নিয়ে
নিষ্ক্রিয় আবেগ-উন্মাদনায়
শ্লথ চলনে করতে চাও যা',—
তা'কে সম্পন্ন করতেও পার না,
হয়ও না তা',
এক-কথায়, তা' পারার সম্বেগ
তোমাতে সহজভাবে ফুটন্ত হ'য়ে নেই,
তাই, তা' পারও না ;
যারা পারে—
অমনি ক'রেই পারে,
আর, যা'রা পারে না—
অমনি ক'রেই তা'রা চলে। ১৯৭।

যা'ই আয়ত্ত করতে চাও না কেন,—
নিপুণ আগ্রহ-আকূতি নিয়ে
যেমন ক'রে যা'-যা' করলে তা' হয়,
অনুশীলন-তৎপরতায়
বিধিমাফিক অনুচলনে তা'ই ক'রো ;
করাগুলি যেন এলোমেলো না হয়,
পারম্পর্য্যে সঙ্গতি বহন ক'রে
সমীচীন নিষ্পন্নতায়
যা'তে পৌঁছাতে পারা যায়,
তেমনি ক'রেই তা' কর—
উদ্দেশ্যে আগ্রহ-উন্মাদনা নিয়ে ;
ঐ অমনতর চলনা যতই
নিখুঁত সঙ্গতি নিয়ে চলতে থাকবে—
আয়ত্তও করতে পারবে তেমনতর,
করার এমনতর আচরণই হ'চ্ছে—
হওয়া বা পাওয়ার পরম ধর্ম্ম। ১৯৮।

উপযুক্তভাবে বুঝে যা' কর—
আগ্রহ-সন্দীপনা নিয়ে,—
তোমার পরিচয় আছে সেখানে,
তা'তে তুমি প্রীতিপ্রসন্ন হ'য়ে আছ,
অর্থাৎ তুমি তা'তে অন্তরাসী,
তাই, পারও তা',
পারগতার প্রেরণাই ঐ ;
আর, কইলে করছ,
ক'রেও তা' চাহিদামাফিক হ'চ্ছে না,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
সেখানে প্রীতিপ্রসন্ন পরিচয় নেই,
তাই, কেমন ক'রে
কী করলে কী হয়,
কখনই বা কী করতে হবে,—
সে বুঝও তোমার নেই ;
সেখানে প্রীতিপ্রবুদ্ধ পরিচয় হ'তে
যে-বুঝ আসে,
যা'তে চাহিদামাফিক করতে পার—
স্বতঃস্বেচ্ছ আগ্রহ-উচ্ছলতা নিয়ে,—
তা' তোমার নেইকো,
তাই, তা' করতে পার না । ১৯৯ ।

আগ্রহ-আবেগ নিয়ে
যেমন সম্ভব
তেমনতরই দায়িত্ব নাও,
হৃদ্য বাক্, ব্যবহার ও অনুচর্য্যী অনুনয়নে
নিজেকে নিয়োজিত ক'রে
কাজে লেগে যাও,
লাগ আর দেখ—
তোমার পক্ষে সুবিধাই বা কী,

অসুবিধাই বা কী,
অমনতরই উচ্ছল তৎপরতা নিয়ে
অসুবিধাগুলির নিয়মন
ও নিরাকরণ করতে থাক,
সুবিধাগুলিকে সুবিনায়িত কর এমনতরভাবে
যা'তে তুমি যে-দায়িত্ব গ্রহণ করেছ—
তা' তৎপরতার সহিত নিষ্পন্ন করতে পার ;
আর, সব সময়ই
নিজেকে ক্লান্ত বিবেচনা না ক'রে
তর্পিত স্মিত চলনে
সমাধানে উপস্থিত হও,
আর, অমনি ক'রেই প্রেরণা সঞ্চয় কর,
আর, ঐ কাজের পরিবেশে
যেখানে তা' সঞ্চয় করা উচিত যেমনভাবে—
হৃদ্য দীপনায় তা' করতে থাক,
কোনপ্রকার বিপর্য্যয়ী বা অসাধু পন্থা
গ্রহণ ক'রো না ;
যতখানি ঐ বিপর্য্যয়ী বা অসাধু পন্থায়
নিজেকে পরিচালিত করবে—
তুমি দোষদুষ্ট হ'য়ে পড়বেও তেমনতর,
ফলে, ব্যতিক্রমদুষ্ট বা খাঁকতিসম্পন্ন চলন
সম্বেগশালী হ'তে থাকবে তোমাতে,
যোগ্যতাকেও দুষ্ট ক'রে তুলবে অমন ক'রে ;
যখন যে-দায়িত্ব নিয়েছ,
তা'র সমাধান
যতটুকু সময়ের মধ্যে হওয়া উচিত,
নজর রেখো—
তা'র আগেই
তা' সমাধা করতে পার কিনা,
যদি পার,—
ঐ নিষ্পন্নতা তোমার ব্যক্তিত্বকে

দ্যুতিসম্পন্ন ক'রে তুলবে,
ঐ দ্যুতি তোমাকে দেবত্বের
অধিকারী ক'রে তুলবে । ২০০ ।

শ্রদ্ধোচ্ছল ইষ্টানতিতে
আগ্রহদীপ্ত সক্রিয়তায়
সম্বেগশালী হ'য়ে
তঁদনুচর্য্যী অনুবেদনায়
প্রেয়-শ্রেয়-মুখর অনুপ্রেরণায়
যদি নিজেকে তাঁ'রই উপচয়ী অনুক্রিয় ক'রে
নিয়োজিত না করলে—
ক্লেশবাহিতার তৃপ্তিদীপনা নিয়ে,
তবে ঐ অর্থে অর্থান্বিত হ'য়ে
উপযুক্তভাবে নিজেকে বিনায়িত করতে
কী ক'রে পারবে ?
—বাক্যে-ব্যবহারে-আচারে
প্রীতি-উৎসারণী প্রবোধনা নিয়ে
কাজ হাসিল করার উচ্ছল উদ্যমে
নিজেকে কেমন ক'রে
বিন্যস্ত ক'রে তুলবে ?
তাই, ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
ইষ্টার্থদীপনী আগ্রহ-অনুদীপনা নিয়ে
নিজেকে তঁদনুচর্য্যায় নিয়োজিত কর,
তঁদুপচয়ী হ'য়ে কর্ম্ম-নিষ্পাদন—
আচারে, ব্যবহারে, বাক্যে, কর্ম্মে
এন্তামাল ক'রে তোল—
স্বতঃসিদ্ধ তৎপরতায়,
দেখবে, যোগ্যতা
বোধি-বিনায়নে
দক্ষ সন্ধিৎসায়

নিষ্পাদন-কৃতী ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
কৃতার্থতামণ্ডিত ক'রে তুলবে,
তোমার ইষ্টদেবতা প্রসন্ন হবেন,
তুমিও সার্থক হবে—
পরিবার-পরিবেশকে প্রীতিসন্দীপ্ত ক'রে। ২০১।

তুমি কর,
আর, করার প্রাণন-মরকোচই হ'চ্ছে—
তোমার দৈনন্দিন জীবনে যা' ধরতে হবে,
বা ধরবে ব'লে মনস্থ করেছ,
ইষ্টার্থী বা শ্রেয়ার্থী
উল্লাস-আকূতি নিয়ে তা' করা—
কুশল খোশ-খেয়ালে,
আর, তা'কে সমীচীনভাবে নিষ্পন্ন করা—
ত্বরিত কুশল তাৎপর্য্যে,
চৌকস সমাধানে ;
ছোটখাট বা একটু বড়সড়
যা'ই হোক না কেন,
ধ'রলেই
সমীচীন ত্বারিত্যে
চৌকস নিষ্পন্নতায়
তা'র সমাধান করবেই কি করবে ;
তা' হ'তে যা'তে নিবৃত্ত না হও—
এমনতরই আগ্রহ-অনুচলনে
এমনতর সমাধানে
বা এমনতর নিষ্পন্নতায়
যতই অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে,
দেখবে—
সেগুলি তোমার

কৃতি-সন্দীপ্ত বোধ-ব্যক্তিত্বে
সমীচীনভাবে গ্রথিত হ'য়ে উঠছে—
একটা সার্থক সঙ্গতি নিয়ে ;
এই অভ্যাস যতই
স্বতঃ হ'য়ে উঠবে তোমাতে,—
দেখবে—
যদি কোন একটা
বড়সড় রকমের কিছু কর,
সেগুলিও ঐ খণ্ড-নিষ্পন্নতার
যৌগিক সংহতি ছাড়া আর কিছুই নয়,
এই কৃতিচলন তোমাকে
কৃতকৃতার্থ ক'রে তুলবে নিঃসন্দেহে ;
আর, যা' করছ,
বিহিত কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
তা'র ধৃতিকে
যত সুদৃঢ় ক'রে তুলতে পারবে,—
তা' আবার তোমার ধৃতিচলনকে
ততই পুষ্ট ক'রে তুলবে,
এই হ'লো, কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ধর্ম্মকে পরিপালন ক'রে চলা। ২০২।

কর্ম্মনিষ্পাদনী সূচী যেন তোমার
সুবীক্ষণী তদ্বিরে
বোধ-বিনায়িত হ'য়ে থাকে—

১। প্রথমেই প্রয়োজনকে নির্দ্ধারিত করা,

২। তা'রপরই হ'চ্ছে উপকরণ-সংগ্রহ,

৩। তা'রপরই হ'চ্ছে
প্রয়োজনানুপাতিক

যেখানে যেমন দরকার হয়
সুব্যবস্থিতির সহিত
সেখানে তা'র সমাবেশ ক'রে রাখা ;

৪। তা'রপরেই হ'চ্ছে—
সে-প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে
সে-কাজের উপকরণগুলিকে
বিহিত বিনায়নায়
সুবিধা ও সুযোগমত
যা'তে পাওয়া যায়,
এমনতরভাবে
বিলি ও ব্যবস্থা ক'রে রাখা ;

৫। আর, যে-প্রয়োজন
দৈনন্দিন, হামেশা বা প্রায়শঃ লাগোয়া থাকে
তা'র উপকরণ যেখানে দরকার হয়
যেমনভাবে,—
বেশ মিছিল ক'রে এমনতর জায়গায় রাখা,
যা'তে সেগুলি সুবিধামত পাওয়া যায় ;

৬। আর, এগুলি যেন
প্রয়োজনের পূর্ব্বেই
ত্বরিত প্রস্তুতি নিয়ে
ব্যবস্থিতির সহিত
বিনায়িত হ'য়েই থাকে ;

৭। এ বাদে, আগন্তুক কর্ম্ম যেগুলি আছে—
সেগুলিকেও
দৈনন্দিন করণীয় যা'
তা'র মধ্যে যত নিষ্পন্ন করতে পার,
ততই ভাল ;

৮। আর, যে-কোন কর্ম্মই কর না কেন,

বেশ ক'রে নজর রেখো—
তা' যেন
ত্বরিত সুসন্ধিৎসু সজাগ চক্ষু নিয়ে
বিহিতভাবে
শুভ-সুন্দরে নিষ্পন্ন করতে পার। ২০৩।

শুভ যা' তা', সুষ্ঠু যা' তা'—
না করলে হয় বুদ্ধি ভোঁতা। ২০৪।

শুভপ্রসূ যা'-কিছুর দায়িত্ব নিয়ে
যে তা' উদ্‌যাপন-তৎপর,
ঐ তাৎপর্য্যও তা'র ভাগ্যকে
উৎক্রমণশীল ক'রে থাকে। ২০৫।

যা' শুভ—
সত্তাপোষণী,
অনুশীলনতৎপর হও তা'তেই,
অমনি ক'রে আয়ত্ত ক'রে ফেল,
যোগ্যতা জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবে তোমাতে। ২০৬।

তুমি যা'-ইচ্ছা তা'ই করতে পার,
যদি তা' নিষ্ঠানন্দিত
শুভ-সঙ্গতিশীল বর্দ্ধনবাহী
সাত্বতধর্ম্মী হয়—
সবারই বাঁচাবাড়ার
পূত উপাদানবাহী হয়,
প্রীতিপ্রসূ হয়। ২০৭।

শুভই যদি চাও,
মঙ্গলেই যদি তোমার অভিসন্ধি থাকে,
ওত পেতে থাক—
সম্বেগশালী প্রস্তুতি নিয়ে,
অনুচর্য্যা বা অনুশীলনার সুবিধা পেলে
স্মিত-অন্তঃকরণে ক'রে চল তা'—
নিরবচ্ছিন্নতাকে সম্ভব ক'রে। ২০৮।

শুভসম্পাদনী কর্ম্ম-তৎপরতাকে
যখনই তাচ্ছিল্য করলে,
সেই মুহূর্ত্তেই বুঝে রেখো—
তোমার বোধিদীপনাকে
তাচ্ছিল্যপ্রবণ ক'রে তুললে,
যে-তাচ্ছিল্য তোমার ব্যক্তিত্বকে
কতরকমে উপহাসাস্পদ ক'রে
তোমার জীবনকে
লোকজীবনের কাছে
উপেক্ষার পাত্র ক'রে তুলবে। ২০৯।

শুভপ্রসূ যা' মনে করবে,
বিবেচনায়
সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যখনই,—
তখনই তা' ধ'রো,
আর, ক'রোও তখনই,
কল্যাণ অধিগত হবে প্রায়শঃই ;
আর, অশুভ-ব্যাপারে
বিলম্ব যত হয়—
ততই ভাল। ২১০।

শুভ-সুন্দরের আরাধনায়
কৃতিদীপনী তৎপরতা নিয়ে
সমীচীন সন্ধিৎসাপূর্ণ
বিবেকদৃষ্টির সহিত
তা'কে অনুশীলন করতে আরম্ভ কর,
আর, নিষ্পন্নও কর তেমনি তৎপরতায়,
যদি কৃতী হ'তে চাও
তবে এই-ই পথ। ২১১।

শুভ বা কল্যাণের ভূমিতে
যে-সৌন্দর্য্যের গড়ন,
সেখানেই শিবসুন্দরের আবির্ভাব ;
তুমি যা'ই কর না কেন
প্রতিটি কাজেই
শিবসুন্দরের আরাধনা ক'রো,
কল্যাণমুখর সৌন্দর্য্যে নিষ্পন্ন ক'রো,
শিবসুন্দরের আশীর্ব্বাদ
উচ্ছল হ'য়ে উঠবে ;
শিব মানেই কল্যাণ—শুভ,
আর, সুন্দর মানেই আদরণীয়। ২১২।

শুভসন্দীপী কৃতিচলন
যেখানে যখন যেমন ক'রে
সংসিদ্ধ করা যায়,—
সার্থক সঙ্গতিশীল ধারাবাহিকতা নিয়ে
আগ্রহ-উদ্দীপনী তৎপরতায়—
প্রকৃষ্টভাবে তা' করাই হ'চ্ছে—
দয়া পাওয়ার দক্ষ পন্থা ;
এই সার্থক সঙ্গতিশীল

ধারণপালনমুখর কৃতিদীপনাই
ঈশিত্বের শুভ-তর্পণা,
আর, তাই-ই দয়া। ২১৩।

যে-কোন বিষয়ে
বা ব্যাপারেই হোক না,—
দেখেশুনে ভেবেচিন্তে
শুভ-সঙ্গতি নিয়ে
যা'ই নির্দ্ধারণ করবে,
তা' কিন্তু বিশেষ ত্বরিত্যের সহিত
নিষ্পন্ন ক'রোই,
এতে তোমার শুভ-সন্দীপ্ত নির্দ্ধারণ
ও নিষ্পন্ন করবার ক্ষমতা
বৃদ্ধিই পাবে। ২১৪।

বিহিত সত্বরতায় সততার সহিত
শুভ যা'-কিছু
তা'কে সুনিষ্পন্ন কর,
আর দেখ, কখন কেমন ক'রে কী করলে,
আর, তা'র ফলই বা কী হ'লো ;
ভেবে দেখ—
আরো ভাল ক'রে
কত কম সময়ে
কত কিছু করা যায় ;
সব যা'-কিছুকে
ইষ্টার্থী শুভ-সঙ্গতিতে বিনায়িত ক'রে তোল
এমনি ক'রে ;
ক্রমেই পারগতার অধিকারী হ'য়ে উঠবে। ২১৫।

শুভ-সন্দীপনা নিয়ে
কিছু করতে গিয়ে যদি ব্যর্থও হ'য়ে থাক,—
ঘাবড়ে যেও না,
আরো উদ্দাম হ'য়ে ওঠ,
সন্ধিৎসার তীব্র চক্ষু নিয়ে
বোধদীপ্তিকে আরো প্রখর ক'রে
উচ্ছল অনুচর্য্যায় অনুশীলন কর,
নিষ্পাদন কর,
যোগ্যতাকে যুতদীপনায়
ব্যক্তিত্বে নিবদ্ধ ক'রে তোল,
সার্থকতার অঞ্জলি নিয়ে
তোমার প্রিয়পরমে অর্ঘ্য দাও তা',
আর, বল—'হে প্রিয়পরম !
তোমার জয় হোক্,
আর, ঐ জয়োল্লাস
আমাকে জয়োল্লোল ক'রে তুলুক—
প্রসাদ-প্রদীপনায়'। ২১৬।

তুমি লাখ শুভকর্ম্ম কর না কেন,
তা' যদি তোমার শ্রেয়-প্রীতিকে
সার্থক না ক'রে তুলল—
সেবায়, সম্পোষণে, সম্পূরণে,
পালন-প্রবর্ত্তনায়
সুকেন্দ্রিক সার্থক-সঙ্গতি নিয়ে,
তা' কিন্তু
অর্থান্বিত হ'য়ে উঠবে না কিছুতেই—
সত্তায় সম্বুদ্ধ হ'য়ে
সম্বেদনী তাৎপর্য্যে
ধারণে-পালনে,
প্রেষ্ঠ-সম্বর্দ্ধনায়। ২১৭।

একটা কিছু কর—
শুভ-সুন্দর উদ্যম-উৎসাহে,
সমীচীন চারিত্র্যে,
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নিষ্পন্নতায় ;
আর, ঐ অভিনিবেশ নিয়ে
সব করণীয়ই
অমনিভাবে নিষ্পন্ন ক'রে চ'লো—
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
প্রেষ্ঠে আত্মনিয়োগ ক'রে ;
দেখবে,
তোমার বোধ, প্রীতি ও কৃতিত্ব
তোমাতে উচ্ছল হ'য়ে
অনেকের অন্তঃকরণেই
প্রভাব বিস্তার ক'রে চলতে থাকবে,
তুমি লোকের ঐশ্বর্য্য হ'য়ে উঠবে এমনি ক'রে । **২১৮** ।

কোন একটা কাজ ধর,—
তা' তোমারই হো'ক
বা অন্যেরই হো'ক,
বিহিত ত্বারিত্যে তা'কে নিষ্পন্ন কর—
সুন্দর সৌষ্ঠবে ;
ছোটখাটই হো'ক আর বড়সড়ই হো'ক,
যে-কাজ ধরবে,—
অমনি ক'রে নিষ্পন্ন করবে,
সঙ্গে-সঙ্গে
সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার, বাক্য ও অনুচর্য্যার
বিনয়ী বিশেষণে
সব যা'-কিছু অন্যের হৃদ্য হ'য়ে ওঠে—
এমনতর চলনে যদি তুমি চলতে পার,
কৃতার্থ হওয়ার

ও বর্দ্ধন-ঐশ্বর্য্যের যা'-কিছু
তোমাতে সার্থক হওয়ার জন্য
ক্রমেই জমায়েত হ'য়ে উঠবে তোমার কাছে;
ঐ সাধু-নিষ্পাদনী চলনের চেষ্টা ছাড়া
তোমার চলবে কিসে—
এমনতর চিন্তায়
বেশী মাথা ঘামাতেই হবে না,
যেমন করতে পারবে—
দয়াও সেইরূপেই আসবে তোমার কাছে। ২১৯।

শুধু চিন্তাবিলাসী হ'য়ে ব'সে থেকো না,
সন্ধিৎসু আগ্রহ নিয়ে
দেখ, শোন, বল,
আর, এই দেখা-শোনা-বলার সঙ্গে
কর,
সমীচীন করণীয় যা'
মনোনিবেশ কর তা'তেই—
বিহিত নিষ্পন্নতায়,
সাধু নিক্বণ-মাধুর্য্যে,
প্রবুদ্ধ প্রলোভনে,
সার্থক-সঙ্গীতি নিয়ে ;
প্রতিটি পদক্ষেপে লক্ষ্য রেখে চল,
এমনি ক'রে
আরো আরো করার চলনে
তোমার সামর্থ্যকে বাড়িয়ে তোল—
উপচয়ী উৎপাদনে,
মিতি-ব্যবস্থিতিতে ;
এমনি ক'রে
করার ভিতর-দিয়েই
আচারে-বাক্যে-ব্যবহারে

আপ্যায়নী অনুচর্য্যায়
যেখানেই দাঁড়াও না কেন,—
সেই পরিবেশকে
সেবাসন্দীপ্ত আকর্ষণে
আকৃষ্ট ক'রে তোল ;
তুমি তা'দের হও,
তা'রাও তোমার হো'ক—
যা'র যেমন প্রয়োজন
তেমনতরই লগ্ন নিয়ে তোমাতে,
শুভপ্রসু সম্বন্ধে সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে ;
বেঁচে থাক—
স্বস্তি নিয়ে,
কৃতি-পদক্ষেপে,
সম্বর্দ্ধিত হ'তে থাক এমনি ক'রেই—
স্বাস্থ্যে, সমৃদ্ধিতে, সৌহার্দ্দ্যে,
আমোদিত ক'রে সবাইকে,
আনন্দিত হ'য়ে নিজে ;
আর, শিবসুন্দরের আবির্ভাব
এমনি ক'রেই
তোমাতে অধিষ্ঠিত হ'য়ে উঠুক,
তোমার ব্যক্তিত্ব
লোক-স্বস্তির সামগানে উৎসারিত হো'ক । ২২০ ।

যে-কোন বিষয় বা ব্যাপারই হো'ক না কেন,
ভেবেচিন্তে
নিজেই তা' নির্দ্ধারণ করতে চেষ্টা কর,
আর, ভেবে যা' নির্দ্ধারণ করবে,
তা' যদি শুভ হয়,
তা' যত-সত্বর সম্ভব
নিষ্পন্ন করবেই কি করবে,

এতে তোমার নির্দ্ধারণ করার ক্ষমতাও
বেড়ে যাবে,
করার প্রবৃত্তি ও কৌশল ক্রমশঃই
তীক্ষ্ণ ও সম্বর্দ্ধনশীল হ'তে থাকবে ;
আর, নির্দ্ধারণ ক'রেও
শুভপ্রসূ হ'লেও
তা' যদি না কর,—
ঐ নির্দ্ধারণ করার ক্ষমতা
এবং নিষ্পন্ন করবার প্রবৃত্তি ও কৌশল
ক্রমশঃই অবসাদগ্রস্ত হ'য়েই চলতে থাকবে,
তুমিও স্থবির হ'তে থাকবে ক্রমশঃ । ২২১ ।

তোমার বিগত কর্ম্ম যা'—
তা'র যোগবাহী ফল যেমন
বর্ত্তমান সৃষ্টি ক'রে তুলেছে,
বর্ত্তমানের ভালমন্দ কর্ম্মও তেমনি
ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি ক'রে তুলবে—
তদানুপাতিক,
তাই, ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে আত্মবিনায়ন কর—
যা'-কিছুকে
সত্তাপোষণী শুভ-সম্বর্দ্ধনায় বিনায়িত ক'রে । ২২২ ।

বিগত কৃতিচলন
সুবীক্ষণী তৎপরতায় বিনায়িত হ'য়ে
জ্ঞানদীপ্ত হ'য়ে উঠুক তোমাতে—
আত্মনিয়ন্ত্রণ-অনুধ্যায়িতার ভিতর-দিয়ে,
আর, তোমার বর্ত্তমান চলনকে
শিষ্ট প্রেরণায় নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল,
শুভে সুবিন্যস্ত হ'য়ে ওঠ । ২২৩ ।

সুকেন্দ্রিক হও,
শুভ-সন্ধিৎসু হ'য়ে চল—
সমীচীন সাত্ত্বিক তৎপরতায়,
কর—নিখুঁতভাবে,
দেখ,
আর, এমনি ক'রেই জান,
জানাগুলি সার্থক-সঙ্গতিতে
বিনায়িত ক'রে তোল,
বিজ্ঞ হ'য়ে ওঠ ;
করবে কি না-করবে—
এমনতর সংশয়দোদুল থেকো না,
ও কিন্তু নষ্ট হবার পন্থা। ২২৪।

যে যত ব্যতিক্রম-বিরোধকে
নিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ ক'রে
শুভসন্দীপী কৃতিচলনকে
অমোঘ রাখতে পারে—
সাত্বত সমীক্ষায়,—
সঙ্কল্পও তা'র নিষ্ঠানন্দিত,
ব্যক্তিত্বও জীবনীয় তা'র তেমনি,
সিদ্ধকর্ম্মাও সে হ'য়ে ওঠে তেমনতর ;
আর, যে যত ভেঙ্গে পড়ে,
ব্যাঘাতের আঘাত
যা'র যত অসহনীয় হ'য়ে ওঠে,—
দুর্ব্বলও হ'য়ে ওঠে সে তেমনতরই ;
তাই, জীবনকে
নিষ্ঠাসমৃদ্ধ ক'রে তোল—
উচ্ছল সন্দীপনায় ;
তোমার ব্যক্তিত্বের প্রভাব
বিজ্ঞদর্শী অনুচলন

যা'তে সমস্ত বিরোধ ও ব্যতিক্রমকে
বিনায়িত ক'রে
শ্রেয়-পন্থা নিয়ে
চলৎশীল থাকতে পারে,
তেমনই ক'রে চ'লো—
আদর্শে অটুট ও অচ্ছেদ্য থেকে ;
এমনি ক'রেই কৃতকৃতার্থ হ'য়ে ওঠ। ২২৫।

সংস্থিতির সংগঠনী সমাবেশই
তা'র প্রকৃতি,
যেমনভাবে ঐ সংগঠন
সম্বর্দ্ধনায় বিনায়িত হ'য়ে উঠে
বিশেষ বৈশিষ্ট্যে প্রকট হ'য়ে
যেমনতর ভাব, ধরণ, ধারণ,
চালচলন, রকমারিতে
সে বিকশিত হ'য়ে উঠে থাকে,—
তা' তার প্রকৃতিরই বিকাশ-বিভব ;
তাই, যা'ই কর, তা'ই কর,—
প্রকৃতি বদলায় না,
কারণ, প্রকৃতি বদলাতে গেলে
কাঠামো আর থাকে না ;
কিন্তু প্রকৃতি যেখানে সু,
বোধ-বিন্যাসে ব্যতিক্রমের দরুন
সে আপাত-কুৎসিত-কর্ম্মা হ'লেও
শুভ-সংশ্রয়ের ফলে
সেই বোধ শুভ-বিনায়িত হ'য়ে
সুকৃতি-সন্দীপ্তই হ'য়ে ওঠে ;
আর, প্রকৃতি মানে—
প্রকৃষ্ট করণের ভিতর-দিয়ে
সংঘটিত হয়েছে যা',

প্রকৃতি তা'র বিভব বিস্তার ক'রে
পরিবেশে তেমনতরভাবেই অবস্থান ক'রে থাকে—
ভালমন্দের চাহিদামাফিক
বিভঙ্গ-ভঙ্গিমায় ;
তাই, যা'ই দেখ বা শোন,—
তা'র ভাব-ভঙ্গী, ধরণ-ধারণ,
চালচলন, চাহিদা
যা'-কিছু সবটারই
সঙ্গতিশীল সমাবেশে
অন্বিত ক'রেই দেখো,
আর, তা'র প্রকৃতিও নির্দ্ধারিত ক'রো
ওর ভিতর-দিয়েই—
বুঝেসুঝে,
যেখানে যেমন করণীয় তা'ই ক'রে,
আর, তা'কে পরিচালিতও ক'রো তদানুপাতিক ;
প্রকৃতি নির্দ্ধারণ ক'রে যদি
না চলতে পার,
আর, তদানুপাতিক ব্যবহার যদি করতে না পার,—
যেখানে যখন যেমনতর প্রয়োজন
তেমনি ক'রে,—
তাহ'লে কিন্তু ঠ'কবে,
শুভ-অশুভর
নানারকম বিকৃত সংঘাতে
নিজেকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলতে হবে ;
তাই বলি—
বুঝে চ'লো—
সন্ধিৎসাপূর্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে
বিহিতভাবে প্রত্যক্ষ ক'রে । ২২৬ ।

পেটের ক্ষুধার তাড়নায়
মানুষ যখন সক্রিয় হ'য়ে ওঠে,

সে-সক্রিয়তার ভিতরে কর্ম্মতাড়না আছে,
কর্ম্মতাড়না থাকলেও
তা' বোধ-বিকারের দুর্লক্ষণকেই
আবাহন ক'রে থাকে ;
আর, সাত্বত সম্বিৎসা হ'তে
সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে সুসংহত ক'রে
সম্বিৎসু সমীক্ষায়
ব্যক্তিত্বের যে-কৃতিচর্য্যা আরম্ভ হয়,
আর, তা'র নিষ্পন্নতায়
সে যখন উৎসাহ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
সব দিক্-দিয়ে
ঐ সাত্বত সম্বর্দ্ধনার
সংযোজনী উপাদান সংগ্রহ ক'রে
সর্ব্বতঃ-সম্বর্দ্ধনী সন্দীপনার স্ফূর্ত্ত চলনে,—
তা' তা'র ব্যক্তিত্বকে
জীবনকে
অনুশীলনী কৃতিচলনে অভ্যস্ত ক'রে—
বোধবিন্যাসে বর্দ্ধনমুখর ক'রে তুলে
সপরিবেশ তা'কে
সমুন্নত ক'রেই চলতে থাকে ;
তাই, স্বাস্থ্যকে স্বস্তিসম্পন্ন ক'রে তোল—
অভ্যাসের শুভ-অনুশীলনায়,
খাদ্যাভাব, অবস্থানের অভাব
তোমাকে যেন
বিভ্রান্ত ও পঙ্গু ক'রে না তোলে,
আর, ইষ্টার্থ-অনুনয়নী তৎপরতায়
নিজে তো করবেই—
সমাধানী সঙ্কল্পের সহিত
ত্বারিত্যকে আশ্রয় ক'রে,
আর, তা' পরিবেশকেও যেন
ঐ অমনতর উৎসর্জ্জনী কৃতিচলনে

উদ্বুদ্ধ ক'রে
নিষ্ঠাচর্চ্চিত আগ্রহ-আকর্ষণে
প্রভাবিত ক'রে তোলে,—
যা'তে সবাই
শুভ-সন্দীপনী সৎকর্ম্মে
অজচ্ছল উচ্ছলতা নিয়ে চলতে পারে—
সার্থক শুভপ্রসূ সমাধানকে
আয়ত্ত করতে করতে,
পারস্পরিকতার
শুভনিবন্ধনী অনুচর্য্যী অনুনয়নে ;
এগুতে থাক,
স্বর্গের আবির্ভাব হ'য়ে উঠুক
তোমাদের বাস্তব জীবনে। ২২৭।

সব সময় মনে রেখো—
প্রবুদ্ধ অন্তরের প্রত্যয় নিয়ে—
তোমার তপস্যার স্থানই হ'চ্ছে
কর্ম্মক্ষেত্র ;
কর্ম্মে নিয়োজিত হ'য়ে
তা'র সমীচীন সুনিষ্পন্নতায়
শুভে নিখুঁতভাবে
সার্থক ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
তোমার তপঃক্রম ;
প্রতিটি কর্ম্মকে
এমনতর সাধু সন্দীপনায়
নিখুঁতভাবে পরিচর্য্যা ক'রে
শুভ নিষ্পন্নতায় সংযোজিত ক'রে
সাত্বত সঙ্গতি নিয়ে
অন্বিত অর্থনায়
জীবনে তা'কে বিনায়িত ক'রে

ইষ্টার্থ-অভিজ্ঞানে প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠাই
তোমার তপের পুরশ্চরণ ;
খুঁটিনাটি যা'ই কিছু থাকুক,
তোমার চলার পথে
যা'ই কিছু তোমার করণীয় ব'লে আসুক,
সেগুলিকে অমনি ক'রে নিষ্পন্ন করতে হবে—
যদি তপস্যায় কৃতী হ'তে চাও ;
আর, এই কৃতী-সন্দীপ্ত কৃতকার্য্যতাই
তোমাকে
তপোবিভূতিতে—
প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে
প্রবুদ্ধ ক'রে তুলবে,
যা'র ফলে, তুমি
তোমার পরিবেশকেও
অমনতরভাবে সন্দীপ্ত ক'রে
সুস্থ সম্বর্দ্ধনার
সুচারু চলনে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারবে—
তোমার নিজেকে ও প্রতিটি সত্তাকে
ঐ সাত্বত বিনায়নে
সম্বর্দ্ধনী ঐশ্বর্য্যে
ধারণ-পালনী প্রদীপনায় সুষ্ঠু ক'রে তুলে ;
এই অনুরাগ—
এই ইষ্টার্থপরায়ণ তৎপরতাই হ'চ্ছে
ভক্তির ভজনদীপনা,
আর, এই ভজন-ঐশ্বর্য্যই এনে দেয় মানুষকে—
প্রীতিপ্রসন্ন, সেবাসন্দীপ্ত,
কৃষ্টিসমৃদ্ধ ঐশী-ভোগের
অবিরাম উচ্ছল নন্দনা,
যে-নন্দনা
তোমার ব্যক্তিত্বকে অনুকম্পিত ক'রে

ঐ অনুকম্পনে
ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠায়
প্রতিটি সত্তাকে
ঐশ্বর্য্যশালী ক'রে তোলে—
সমীচীন শুভ-তাৎপর্য্যে,
—ব্যষ্টিকে
সমষ্টির প্রতিপ্রত্যেকের ভিতর
বিছিয়ে দিয়ে
বৈশিষ্ট্যের মালিকামালায় সজ্জিত ক'রে
ঐ ইষ্টার্থে সার্থক হ'য়ে ওঠে,
আসে স্বস্তি,
আসে স্বধা,
আসে শান্তির তরতরে
অনুকম্পী মলয়-দোলন ;
আর, তা'ই আসুক—
প্রতিপ্রত্যেককে উদ্ভাসিত ক'রে তুলুক,
পারস্পরিকতায় সম্বদ্ধ ক'রে তুলুক,
স্বস্তিতে উদ্বেলিত ক'রে তুলুক,
আর, ব্যষ্টিগত স্বরাট্‌কে
বিরাটে পরিব্যাপ্ত ক'রে—
বিশেষকে বাস্তব নির্ব্বিশেষের
বিশেষ মহিমায় উদ্ভিন্ন ক'রে
প্রত্যেকটি বাস্তবকে
পারিজাত-প্রদীপ্ত উচ্ছলতায়
স্রোতস্বান ক'রে তুলুক ;
এই আমার টোটকা কথা। ২২৮।

করা বরং সহজ,
কিন্তু যা' করা হ'য়ে আছে—
ব্যতিক্রমী অর্থ নিয়ে,
অবিন্যাসিতভাবে—

তা'র নিরাকরণে
নিপুণ অধ্যবসায়ের প্রয়োজন । ২২৯ ।

ভীমকর্ম্মা হ'য়েও
দূরদৃষ্টির ব্যবস্থাকে
অবজ্ঞা ক'রে যা'রা চলে—
অপচয়ই প্রায়শঃ তা'দের
উপঢৌকন হ'য়ে আসে । ২৩০ ।

তুমি তীব্র কর্ম্মী হও,
তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন হও,
কিন্তু সৎ সঙ্গতিশীল নিষ্ঠা ও প্রেরণা-সম্পন্ন হও,
সার্থক হবে—
সুখী হবে । ২৩১ ।

না-করা ও না-পারা
যা'দের যেমনতর আচ্ছন্ন ক'রে রাখে,
তা'রা পড়েও তেমনি
আলস্য-আমন্ত্রিত বিপাক-বিধ্বস্তিতে—
সহজে । ২৩২ ।

কেন কী করতে পারলে না—
তা' কিন্তু তোমার সম্পদ্ নয়কো,
দুরূহ অবস্থার ভিতরও
শুভসন্দীপী কোন-কিছু
কেমন ক'রে সম্পাদন করতে পারলে—
সার্থক সঙ্গতিশীল তৎপরতায়,—
সেইটেই হ'লো সম্পদ্,
আর, সেখানেই তুমি সাধু । ২৩৩ ।

যেখানে যা' করতে হবে,
এবং যা' করা সমীচীন ও শুভদ
তা' তো করবেই,
কিন্তু সেই করাটা যেন হয়—
যথাসম্ভব হৃদ্য অনুকম্পিতার
শুভ-সহযোগিতা নিয়ে। ২৩৪।

অন্তরে কোন শুভকম্পিতা এলেই
কাজে তা'র প্রকাশও
কিছু-না-কিছু করবেই,
এতে
তোমার শুভদীপ্ত কর্ম্মানুচর্য্যা বেড়ে যাবে,
নয়তো, মস্ত একটা সুযোগ হারাবে। ২৩৫।

যে-চিন্তা, যে-ভাবনা, যে-কথা—
করার ভিতর-দিয়ে ফুটে ওঠে না,—
সেগুলি নিথর হ'য়ে থাকে। ২৩৬।

নিষ্পন্ন করার কৃতী-উদ্যম
যা'দের যত নিথর,—
বাধা-বিপত্তির সমস্যাও তা'দের তত বেশী,
চলৎশীলতাও
ব্যত্যয়ী ও বিপর্য্যয়গ্রস্ত তেমনি। ২৩৭।

ভাল কিছুর চিন্তা এলেই
উপযুক্ত সময়ে তা' ক'রো—
বিহিত ত্বারিত্যে,
সমীচীন নিষ্পাদনী তৎপরতায়,—
তোমার আগ্রহ-উদ্দীপ্ত ভাল করার ঝোঁক

বেড়েই চলবে—
নিষ্পাদনমুখর হ'য়ে। ২৩৮।

করার ভিতর-দিয়েই
মানুষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে,
না-ক'রেই যা'রা
কারণ-অভিজ্ঞ হ'তে চায়,
ব্যর্থ হয় তা'রা—
মিথ্যা কল্পনার কলুষ-জড়িত হ'য়ে। ২৩৯।

কে কতখানি কেমন ক'রে
কত সময়ে কৃতকার্য্য,—
যোগ্যতার প্রমাণ সেইখানে ;
আর, এগুলির রকমফের যেখানে যেমন—
যোগ্যতার রকমও সেখানে তেমনি। ২৪০।

তুমি যা'ই কর না কেন,
চেষ্টা-সত্ত্বেও যদি কৃতকার্য্য না হ'তে পার,—
তা' কিন্তু নিন্দনীয় নয়,
বরং প্রচেষ্টাপরায়ণ যদি না হও—
তা' শৌর্য্যহীনতারই লক্ষণ। ২৪১।

যখনই যা' কর,—
স্বাদু ও শুভ সংস্থিতিপ্রসূ ক'রেই ক'রো,
ওষুধ-পত্রের ব্যাপারেও তা'ই,
আর, তা' যত হয়, ততই ভাল। ২৪২।

প্রতিটি কাজের ধৃতি
ও তোমার সত্তাধর্ম্মের সঙ্গতি নিয়ে চ'লো—

শুভ নিষ্পন্নতায়,—
সার্থক হবে। ২৪৩।

যে-কোন কর্ম্মই হো'ক না কেন,
বিশেষতঃ শুভ-সম্পাদনী কর্ম্ম—
যদি তোমার অজ্ঞাতভাবেও অকৃতকার্য্য হয়,
তা'ও তোমার ভাগ্যকে
ধিক্কার দিতে কসুর করবে না কিন্তু। ২৪৪।

যা' করবে—
অকম্পিত মুষ্টিতে তা'কে ধর,
যথাযথভাবে নিষ্পন্ন কর,
আর, যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
পূর্ণ আয়ত্তে এনে
তা'র প্রভু হ'য়ে দাঁড়াও,
কৃতি-সার্থকতা ওখানেই। ২৪৫।

লাখ চেষ্টা কর,
যদি কৃতকার্য্য হ'তে না পার,—
যোগ্যতাকে আয়ত্ত করতে পারবে না কিন্তু;
তাই, যেমন ক'রে যা' করলে
কৃতকার্য্য হ'তে পার—
বিহিতভাবে তা'ই করাই শ্রেয়। ২৪৬।

তুমি কিসে কোন্ ব্যাপারে
কেমন ক'রে
কখন কৃতকার্য্য হ'লে—
সে-স্মারিণী তুমি যদি
রক্ষা ক'রে না চলতে পার,—

লাখ বৎসরও যদি তুমি গোঁয়াও,
ভ্রান্তি তোমাকে কিছুতেই
তা'র বেঘোর চলনে চালিয়ে নিতে
রেহাই দেবে না,
তুমি যা'ই কর, যেমনই বল—
তোমার মূঢ়ত্ব অটুটই র'য়ে যাবে। ২৪৭।

কী করতে গিয়ে
কিসে তা' কেমন ক'রে
কত ভাল হ'লো,
বা তা' মন্দই বা হ'লো কেন,—
তা'র খতিয়ান বেশ ক'রে
সব দিক্-দিয়ে সমঝে
তুমি অন্তরে তা'কে গেঁথে রেখো ;
কেমন ক'রে মন্দকে নিরোধ করতে হয়,
ভালকে উচ্ছল ক'রে তুলতে হয়,—
ভবিষ্যতে বিবেচনায় তা'কে কাজে লাগিও—
যখন যেমন প্রয়োজন ;
এইভাবে মন্দকে এড়িয়ে ভালকে প্রতিষ্ঠা করা
এস্তামাল ক'রে নাও,
আর, এর ভিতর-দিয়েই কর্ম্মতৎপর হ'য়ে ওঠ—
তা' যে-কোন কর্ম্মের ভিতর-দিয়েই হো'ক না কেন,
ওটিকে বাদ দিও না কিন্তু,
সব কাজেই ওটিকে সঙ্গে রেখো,
ধাঁইয়ে চ'লো ;
আবার, পর্য্যায়, সঙ্গতি, সংশ্রয়, ব্যত্যয় ইত্যাদি
বিবেচনা ক'রে
যথার্থ স্থানে তা'কে নিয়োজিত ক'রো—
সময়, পর্য্যায় ও অবস্থামাফিক ;
এমনি ক'রে নিজেকে

তুখোড় ক'রে তোল—
বিবেকের সুবীক্ষণী বিচারের
আওতায় এনে সব কিছুকে,
এমনি ক'রে দোষগুলিকে এড়িয়ে
গুণগুলিকে গুণায়িত ক'রে তোল,
দক্ষতা
দীপ্ত চক্ষুতে
তোমাকে-আশীর্ব্বাদ করতে থাকবে। ২৪৮।

মানুষের জীবনে
ছোট-ছোট অকৃতকার্য্যতা
বড় কৃতকার্য্যতার বিরুদ্ধে
বজ্রকবাট হ'য়ে দাঁড়ায় ;
তাই, জীবনে কৃতকার্য্য হ'তে হ'লেই
ছোট-ছোট ব্যাপারে
যা'তে কৃতকার্য্য হ'তে পার—
বিহিত চলনায়
সুব্যবস্থিতির সহিত
উপযুক্ত সময়ে
তার অনুশীলন করতে
একটুও পশ্চাৎপদ হ'য়ো না ;
যা' ধরবে
তা' এমন সম্বেগ নিয়ে ধরবে—
যা'তে তুমি সুব্যবস্থিতির পথে হেঁটে
তৎপরতার সহিত
উপযুক্তভাবে
সুসম্পন্ন ক'রে তুলতে পার তা'
সময়মত,
আর, কৃতিত্ব-অনুশীলনী তুকই হ'চ্ছে এই। ২৪৯।

অনর্থক ও অবিন্যস্ত সঞ্চিত কর্ম্ম
যা'দের মস্তিষ্কে মজুত থাকে—
তা'দের বোধিও তদ্রূপই হ'য়ে ওঠে,
সৎ-অনুরাগ ও সৎ-নির্দ্দেশ
তা'দের পক্ষে ভাবের কথা মাত্র,
প্রবৃত্তি-প্ররোচিত ভ্রান্ত বোধি
যেদিকে টেনে নিয়ে যায়—
সেই গতিসম্পন্ন হয় তা'রা,
ফলে, দুঃখ-কষ্ট ও অকৃতকার্য্যতাও
অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে ;
শ্রেয়ার্থপয়ারণ হও,
তৎস্বার্থী হ'য়ে তদনুগ চলনে চল,
অমনি ক'রেই
অবিন্যস্ত বোধি ও তৎপ্রসূত কর্ম্মকে
বিন্যাস ক'রে তোল,
রেহাই পাবে । ২৫০ ।

অকৃতকার্য্যতা ছোটই হো'ক্
আর, বড়ই হো'ক্—
সে প্রথমেই নিয়ে আসে অসন্তোষ,
তা' থেকেই আসে অবসাদ,
আর, সেই অবসাদকেই অবলম্বন ক'রে
আসে আলস্য,
আর, আলস্য থেকেই আসে
অভিযোগী পাণ্ডিত্য,
অভিযোগী পাণ্ডিত্য
অশ্রদ্ধাই কুড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়—
আর, সংক্রামক হ'য়ে
অযোগ্যতাকেই পরিবেষণ করে ;
তাই, সাবধান থেকো,
যা' করণীয় ব'লে নিয়েছ—

তা' অতি সামান্য হ'লেও—
দৃঢ় সম্বেগের সহিত
সক্রিয় অনুচর্য্যায়
তা'কে সুসম্পন্ন করবেই কি করবে,
নতুবা, আপশোসেই রোরুদ্যমান হ'য়ে
জীবনকে নিৰ্জ্জীব ক'রে তুলতে হবে। ২৫১।

সুযোগ ও সুবিধার
একসাথে যখন মিলন হয়—
তখন কৃতকার্য্যতার অন্তরায়ী বজ্র কপাট
খুলে যায়,
তা'কে গ্রহণ ক'রে
অনুশীলনে মূৰ্ত্ত ক'রে যে তুলতে পারে—
সে হ'য়ে ওঠে কৃতী তখন ;
তাই, সুযোগ ও সুবিধা পেলে
তা'কে আর ছেড়ো না,
ধ'রে
যেখানে যেমন যা' করণীয়
তা' করবেই কি করবে—
তা'কে রূপায়িত করতে। ২৫২।

যে-ব্যাপারেই হো'ক—
সুবিধা যে পায়,
তা'র চাইতে
দক্ষ অনুনয়নে
সুবিধা যে ক'রে নিতে পারে—
লাভবান হয় সেই-ই বেশী,
কারণ, সুবিধা যে পায়,
সে জানে না—
কেমন ক'রে,
কী নিয়ন্ত্রণে

সুবিধা ক'রে নিতে হয়,
তাই, তা'র দক্ষতা বাড়ে না,
কিন্তু তা' যে পারে—
তা'র বোধি
তীক্ষ্ণ নৈপুণ্যে
তা'র ব্যক্তিত্বকে দক্ষ ক'রে তোলে। ২৫৩।

তুমি যা'কে যেমন মানবে,
কৃতীও হবে তেমনি—
তা' কিন্তু শ্রদ্ধানুসেবনার ভিতর-দিয়ে ;
আর, যেখানে না-মানা—
ব্যতিক্রম ও বিকৃতি নিয়ে
অকৃতী চলনের প্রাদুর্ভাবও হবে
সেখানে তেমনি ;
নৈপুণ্য ও ত্বারিত্যের
সমবায়ী সন্দীপনার ভিতর-দিয়ে
কৃতকার্য্যতার আবির্ভাব হ'য়ে থাকে ;
তাই, সশ্রদ্ধ সুনিপুণ বাক্য, ব্যবহার
ও ত্বারিত্যের সহিত
কৃতি-অনুচলনই হ'চ্ছে
বর্দ্ধনার বসন্ত মিলন। ২৫৪।

ততক্ষণ বা ততদিন পর্য্যন্ত
তা' করতে যেও না,
যতক্ষণ বা যতদিন পর্য্যন্ত ঐ করায়
যে-সমস্ত আপদ্ বা অনটন
তোমার বাধা সৃষ্টি করবে,—
সেগুলিকে
সহজ সুরাহায় নিরাকরণ ক'রে
নিষ্পন্নতায়

কৃতিত্বলাভ করতে না পার ;
ভাব, বোঝ,
আর, সেইগুলিকে গুছিয়ে নাও,
যা'তে তোমার পক্ষে কৃতকার্য্যতা লাভ
সুগম হয়—
বা সুগম ক'রে তুলতে পার,
তাই, যা' করবে
তা'র উপকরণ-সহ সমস্ত প্রস্তুতি
এমনতর ক'রে রাখবে,—
যা'তে, যেদিক-দিয়ে
যে-বাধাই আসুক না কেন—
তা'কে অতিক্রম ক'রে চলতে
তোমাকে বিপন্ন হ'তে না হয়। ২৫৫।

তোমার ধর্ম্মচর্য্যার—
সাত্বত লোকহিতী যজ্ঞের—
সুসঙ্গত, সার্থক, কৃতিব্রতের
প্রলোভন কিন্তু অর্থ নয়কো,
অর্থপ্রলোভন তা'কে খিন্ন
ও স্বার্থসঙ্কীর্ণ ক'রে তু'লে থাকে ;
তা'র পুরস্কারই হ'চ্ছে—
সামসৌম্য আত্মপ্রসাদ,
ব্যক্তিত্বের শুভচয়নী উদ্‌গতি,
কৃতকার্য্যতার নিষ্পাদনী প্রজ্ঞা,
প্রীতি-অভিনিবেশ ;
এইতো হ'চ্ছে—
সার্থকতার পরম অর্থ,
যা' ব্যক্তিত্বকে
পারগতার পারিজাতে বিভূষিত ক'রে
গৌরব-ঐশ্বর্য্যে

গরীয়ান ক'রে তু'লে থাকে—
ঐশ্বর্য্যের ঐশী বিক্রমে। ২৫৬।

তুমি কৃতী হ'য়ে উঠেছ কিনা,
তা' কিন্তু গোড়ার কথা নয়;
কৃতকার্য্য হ'তে গেলে
ভুলচুক যে তোমার হবে না,—
তা'ও কিন্তু নয়;
আসল কথাই হ'চ্ছে—
তুমি অনুধ্যায়িনী অনুরাগ নিয়ে
সুবীক্ষণী সন্ধিৎসায়
নিজেকে কর্ম্মে নিয়োজিত করেছ কিনা!
যদি তা' ক'রে থাক,—
যা'ই কর,
আর, যতটুকুই কর,
সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
সুচারুভাবে তা' করতে
প্রযত্নশীল হ'য়ো;
আর, যেটুকু কর
সঙ্গে-সঙ্গে ভেবে দেখো—
তা'কে আরো কত সহজ
ও উন্নতিশীল উপযোগিতার সহিত
নিষ্পন্ন করা যেতে পারে;
এমনি ক'রেই এগুতে থাক,
—কৃতী হবার পন্থাই ঐ। ২৫৭।

তোমার সপরিবেশ বাস্তব জীবনের
চারিদিক দেখে,
অন্তর্জগৎ বা অধ্যাত্মজীবনের সাথে
সমীচীন অন্বয়ে—

ইষ্টার্থ-অনুবেদনায়
যা' সমীচীন মনে কর,
মঙ্গলপ্রসূ যেখানে যা' করা উচিত
বিবেচনা কর,—
ন্যায্য যা' তা'কে উৎসারিত ক'রে,
অন্যায্য যা' তা'কে নিরোধ ক'রে,—
সম্বেগশালী আকূতি নিয়ে
সময় ও সুবিধার
শুভসম্মিলনী সার্থকতার শুভক্ষণে
তাই-ই কর ;
এমনতর সুবিবেকী চলনে
ভ্রান্তি কমই হবে,
কৃতকার্য্যতার কৃতী-অভিদীপনাও
তোমাকে উৎসারিত ক'রে
আত্মপ্রসাদে তৃপ্ত ক'রে তুলবে,
আর, এমনতর চলনার
খাঁকতি যেখানে যেমনতর—
কৃতকার্য্যতার সার্থকতাও সেখানে
তেমনতর কমই ;
অবশ্য ইষ্টার্থী আহ্বান যেখানে,—
তা' সর্ব্বকালেই মুখ্য—
কালনিরপেক্ষ । ২৫৮ ।

যা'ই করতে যাও না কেন—
আগেই অর্থ-সমস্যা বা ব্যয়ের মহড়ায়
যেই প'ড়ে গেলে,
বুঝে নিও—
মুখ্যতঃই হো'ক আর গৌণতঃই হো'ক,—
তা' পণ্ডপ্রকৃতি নিয়ে
অদূরেই অপেক্ষা করছে—

হয়রানি, আপশোস ও অকৃতকার্য্যতার উপঢৌকনে ;
মনে কর
তোমার হাতে কিছু নেই,—
কিন্তু করতে হবে সবই তোমাকে—
যা'ই সম্বল থাক্ তা'র উপর দাঁড়িয়ে
ক্ষিপ্র অথচ মিত ব্যুৎপত্তি নিয়ে,
যা' করতে হবে,—
তা'র সমস্ত উপকরণই
সংগ্রহ করতে হবে তোমাকে—
সংহত ক'রে বাস্তবরূপে ;
কাজই যদি করতে চাও,
আর, ঐ করবার উদ্দেশ্যের আবেগ-উৎকণ্ঠাই
যদি পেয়ে-ব'সে থাকে তোমাকে,
তা' করতে
যেখানে যেমন বা যা' করার প্রয়োজন
তাই-ই করতে হবে
একটা ক্লেশসুখপ্রিয়তার
আন্তরিক উৎক্রমণী অভিযানী আনন্দে
ধনবল, জনবল ও বিশেষজ্ঞকর্ম্মী-সমবায়ে,—
অদম্য উদ্বর্ত্তনী আগ্রহ নিয়ে
সম্বোধি ও সৌজন্যের প্রীতি-আমন্ত্রণে
কুশল-কৌশলী তাৎপর্য্যে—
তবেই তো সার্থক হবে,
কৃতিত্ব তোমাকে
আত্মপ্রসাদী উপঢৌকনে
নন্দিত ক'রে তুলবে,
সমৃদ্ধিও সলীল সৌজন্যে
সাদর-সম্ভাষণ জানাবে তোমাকে। ২৫৯।

যা'ই করতে যাও না কেন—
তা' বাস্তবে পরিণত করবার

হিসাব বা ফন্দিকে
এমনতর আড়ম্বরবহুল ক'রে তুলো না—
যা'তে তোমার আগ্রহই নিস্তেজ হ'য়ে যায়,
বরং তা'কে এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত কর—
পর্য্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ, ফন্দি
বা হিসাবের ভিতর-দিয়ে—
যা'তে ঐ আগ্রহ তীক্ষ্ণ, অদম্য,
কেন্দ্রায়িত, অবাধ-উদ্যমী হ'য়ে
সক্রিয় অনুচর্য্যায়
ঐ উদ্দেশ্যের বাস্তব পরিণয়নে
উদগ্র হ'য়ে চলতে থাকে ;
এই রকমটা
অন্তরে যতই
পরিপালন ক'রে চলতে পারবে—
সব ঝঞ্ঝাটের ভিতর-দিয়েও
সিদ্ধি তোমার দিকে এগুতে থাকবে তেমনতর,
নয়তো, ঐ খতিয়ানী আগ্রহ
তোমাকে কল্পনাবিধুর ক'রে
আতুর চিন্তায়
অবশমনা ক'রে তুলবে,
কৃতকার্য্য হওয়া তোমার পক্ষে
দুষ্কর হ'য়ে উঠবে,
পরন্তু নাই বা ছিল-না যা'
ঐ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রায়িত সক্রিয় আগ্রহ
সবাইকে হতভম্ব ক'রে
তা' হওয়াটাকে প্রকট ক'রে তুলবে—
বোধ-বিবেক-ব্যবহারের
সক্রিয় অভিব্যক্তির অনুশীলনে । ২৬০ ।

তুমি কৃতকার্য্য হ'তে পার না কেন
তা' কি ভেবে দেখেছ ? —

সম্ভবতঃ, তীক্ষ্ণ ধী-সন্ধিৎসার সহিত
সুযোগ ও সুবিধাকে খুঁজে-পেতে নিয়ে
তা'র উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারনি—
অদ্রোহী সহযোগ-সঙ্গতিতে
তৎ-সম্পাদনী ক্লেশসুখপ্রিয়তায়,
হয়তো, তুমি অন্যের প্রতি নির্ভরশীল,
কিংবা, যা' করবে,
বিহিতভাবে সেগুলি করা হ'লো কিনা—
বিহিত পর্যবেক্ষণে
তা'র উপযুক্ত সমাধান করনি,
নয়তো, যখন যেমন ক'রে
যা' করতে হবে—
তা'র সুসঙ্গত উপকরণ সমাবেশ ক'রে
তুমি তা'কে নিষ্পন্ন করতে পারনি
একনিষ্ঠ সক্রিয় অনুধ্যায়িতায় ;
এই জাতীয় অলস ইচ্ছা নিয়ে যা'ই করবে
অকৃতকার্য্যতাই মিলবে তা'তে ;
তাই, তীক্ষ্ণ ধী-সক্রিয় আগ্রহে,
সুনিপুণ তৎপরতায়,
সুযোগ্য সঙ্গতিপূর্ণ উপকরণ-সমাবেশে
ও হাতে-কলমে
তা'র বিহিত সন্নিবেশ ক'রে
যা' চাও,
তা'কে মূর্ত্ত ক'রে তোল উপযুক্ত সময়ে,
এই হ'চ্ছে কৃতকার্য্য হওয়ার
কয়েকটি শুভ-সঙ্কেত ;
একে বরবাদ ক'রে
কৃতকার্য্য হওয়ার লিপ্সা
একটা অপচয়ী ভূতুড়ে কাণ্ড ছাড়া
আর কিছুই নয়। ২৬১।

যে-কাজই করতে চাও
কৃতকার্য্যতার সহিত—
আগেই ভেবে নিও—
কী করতে হবে—কেমন ক'রে !
কী-পর্য্যায়ে, কখন— !
তা'র মানে হচ্ছে—
প্রথমে কী করতে হবে !
কী করা হ'লে তারপর কী করতে হবে !
আর, তা'ও হ'লে তৎপরেই বা
কেমন ক'রে কী করতে হবে— !
তা কখন— !
বা ওর সঙ্গে-সঙ্গে
সুযোগ ও সুবিধামতন
আর, কীই বা করা যেতে পারে !
ধাপগুলিকে
বেশ ক'রে ছ'কে নিয়ে মনে-মনে—
আর, তা'র লওয়াজিমাগুলির
সংগ্রহ ও তা'র ব্যবস্থিতি
এমনতর ঠিক ক'রে—
যা'তে তোমাকে
সেই কাজ সম্পাদন করতে
হাতড়ে বেড়াতে না হয়—
অযথা সময়ক্ষেপ না হয়,
আর, এই চলার পথে যা' পাও যখন—
সেই উপকরণগুলি সংগ্রহ ক'রে
চলতে থাক—
যা' তোমার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে
প্রয়োজনে লাগতে পারে,
সক্রিয় চলনে
যদি এমনি ক'রে চলতে পার—
সুব্যবস্থিতির সহিত—

যথাসময় ঐ সম্পন্নতা
তোমাকে অভিনন্দন করবে,
নয়তো, তা' ক'রে বা পেয়েও
সার্থকতা সন্দিহান হ'য়ে উঠবে। ২৬২।

কোন বিষয় বা ব্যাপারে
যথেষ্ট চেষ্টা ক'রেও
হয়তো বিফলমনোরথ হ'লে,
কিন্তু তা'তে ঘাবড়ে যেও না,
বরং হিসেব-নিকেশ ক'রে দেখ,—
তোমাদের প্রচেষ্টার ভিতর
কোথায় কোন্ ত্রুটি ছিল—
যা' ঐ বিষয়-ব্যাপারকে
আয়ত্ত করতে পারেনি,
আবার, সেই ত্রুটি সংশোধন ক'রে
বিহিতভাবে প্রয়োগ ক'রে
পুনরায় চেষ্টা কর,
সেবারও যদি তোমার চেষ্টা ফলবতী না হয়,—
আবার ভেবে দেখ,
কোথায় কোন্ ত্রুটি আছে,
বিষয় ও ব্যাপারকেও বিহিতভাবে
পর্য্যবেক্ষণ কর,
সুষ্ঠুভাবে তোমার ঐ প্রচেষ্টাকে
বিহিতভাবে সঙ্গত ক'রে
কৃতকার্য্য যা'তে হও তা'ই কর,
এমনি ক'রেই চল,
অবসাদগ্রস্ত হ'য়ো না,
তা'র ফলে, দেখতে পাবে—
ক্রমান্বয়ে তোমার সন্ধিৎসা
পরিবেক্ষণ ও বোধিবৃত্তি

সময় ও দেশ-কাল-পাত্রের
বিহিত সমন্বয়ী অনুধাবনে
তোমাকে ক্রমশঃই কৃতকার্য্যতায়
অমোঘ ক'রে তুলছে ;
বুঝতে পারবে, কইতে পারবে,
করতে পারবে—
অন্ততঃ তালিম-সঙ্গতি নিয়ে,
যা'র ফলে, নিষ্পাদন তোমার
অনিবার্য্য হ'য়ে উঠবে,
ভেবো না, ঘাবড়ো' না, ক'রে যাও। ২৬৩।

তুমি কোন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হ'লেই
কার্য্য-পরম্পরায়
সব কর্ম্মেই অকৃতকার্য্য হবে—
তা'র কোন মানে নেই,
যদিও ঐ অকৃতকার্য্যতা
অন্তর্নিহিত কর্ম্মসম্বেগকে
কিছু-না-কিছু অবসন্ন ক'রেই তোলে ;
তাই, যে-কাজে অকৃতকার্য্য হয়েছ—
তা'র পরে যে-কাজই ধর না কেন,
তা' সত্বর শুভসন্দীপনা নিয়ে
সুসম্পন্ন ক'রে তোলা চাই,
তাহ'লেই হ'লো না,
তা'র পরেও যা' করবে—
তা'তেও অমনতর ক'রেই চলবে,
এর মাঝে ঐ অকৃতকার্য্যতা
যখন যেমন উঁকি মারবে—
তখন তোমার কর্ম্মসন্দীপনাকে
খানিকটা হীনসম্বেগী ক'রে তুলতে চাইবে ;
কিন্তু ছেড়ো না,

যত সত্বর সুসঙ্গতি নিয়ে
সুনিষ্পন্নতাকে আয়ত্ত করতে পার
তা' ক'রেই তুলবে,
এমনি করতে করতেই
ঐ ঠকা-ভূত একদিন হয়তো
তোমার সম্বেগের ঘাড় হ'তে
নেমে চ'লে যেতে পারে,
তুমি সলীল-সন্দীপনা নিয়ে
সৎ-সম্প্রভ হ'য়ে
আত্মনিয়মনী কুশলকৌশলী
দক্ষতা ও পরিচর্য্যায়
সাবুদ হ'য়ে চলতে পারবে ;
যেখানেই নিষ্পন্নতা—
সৎ-অভিধ্যায়িতাও সেখানে,
আর, ঐ নিষ্পন্নতাই সাধুতা,
আবার, তাই-ই হ'চ্ছে
যোগ্যতার হোমবহ্নি ;
যোগ্যতাই
আধিপত্যের কাকলী সঙ্গীত,
আর, আধিপত্য যেখানে—
ঈশী-স্ফুরণাও সেখানে তেমনি । ২৬৪ ।

অদৃষ্টের পরিহাস মানেই—
সমীচীনভাবে না-দেখা,
সমীচীনভাবে না-শোনা,
সমীচীনভাবে না-বোঝা,
সমীচীনভাবে না-করা ;
সমীচীন ব্যবস্থিতির অভাব
যত পুঞ্জীভূত হ'য়ে থাকে—
অজ্ঞতায় মজুত হ'য়ে,—

না-দেখার পরিহাস
মানুষকে ততই বিদ্রূপ করতে থাকে,
আর, এই বিদ্রূপ
ব্যতিক্রম সৃষ্টি ক'রে
মানুষকে বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত করতে
ত্রুটি করে না,
এ করা কিন্তু
মানুষেরই অজ্ঞতার সৃষ্টি,—
অমনোযোগিতার সৃষ্টি,
তা'র বিকৃতির ব্যঙ্গ-কটাক্ষ ;
তাই, সমীচীন সতর্কতা নিয়ে
সমীচীনভাবে
দেখ, শোন, বোঝ, কর,
আর, সব দেখা
সব শোনা
সব বোঝা
সব করা—
সার্থক সঙ্গতিশীল সুব্যবস্থ বিনায়নে
তোমার বোধদৃষ্টিতে
সুসজ্জিত ক'রে রাখ,—
যা'তে প্রয়োজনের সময়
বিপাক-বিধ্বস্ত না হ'তে হয় ;
অদৃষ্টও পরিহাস করবে কমই । ২৬৫ ।

কোন ব্যাপার বা বিষয়ে
কৃতকার্য্যই হও,
আর, অকৃতকার্য্যই হও,—
বেশ ক'রে খতিয়ে দেখো—
কেমন ক'রে ঐ কৃতকার্য্যতা সংঘটিত হ'লো,
আর, তা'কে আরো ভাল ক'রে

কী-ক'রে করা যেত—
অল্প সময়ে, অল্প পরিশ্রমে
এবং সুসঙ্গতি-সহকারে ;
এ বিবেচনা ক'রে দেখে
পর্য্যালোচনায়
নিজের বোধিকে
সুবিন্যাসে সংহত ক'রে নিও ;
আবার, অকৃতকার্য্য হ'লেও
অমনি ক'রেই বিবেচনা ক'রে দেখো—
কী করা হয়নি !
কী করা উচিত ছিল !
আর, যা' হ'লো
তা'র প্রতিবিধান করতে পারলে না কেন,
এই দেখে
চুলচেরা বিবেচনায়
এমনতরভাবে বিবেককে আয়ত্ত ক'রে নিও,
যা'র ফলে, ভবিষ্যতে
সুদৃঢ় তৎপরতা নিয়ে
কৃতকৃতার্থ হবেই কি হবে—
যোগ্যতার যুক্ত আমন্ত্রণে ;
শ্রেয়ানুগ উপচয়ী তপশ্চারণায়
কিছুকাল এমনি ক'রে চলতে-চলতেই
ঠাওর পাবে—
নিরলস সুবীক্ষণী তৎপরতায়
অভ্যস্ত হ'য়ে উঠলে
কত সহজে কত বেশী
সুনিষ্পন্নতায় সার্থক হ'য়ে উঠতে পার—
আঘাত, ব্যাঘাত, অবদলনকে অবদলিত ক'রে,
হৃদ্য অনুনয়নে ;
আর, এতে তুমি বাস্তবভাবে
এমনতর শিক্ষিত হ'য়ে উঠবে,—

যে, সম্বর্দ্ধনা, বল ও দীপ্তি
তৃপ্তি-নন্দনায়
তোমাকে অভিনন্দিত ক'রে তুলবেই কি তুলবে ;
কৃতার্থতার পরম প্রদীপনাই ঈশ্বর,
ঈশ্বরই পরমার্থ । ২৬৬ ।

কোন কিছু করতে গিয়ে
ভেবেচিন্তে বেশ ক'রে দেখ—
কেমন ক'রে তা'কে সুনিষ্পন্ন করা যেতে পারে,
আর, দেখাটা যেন এমনতর হয়
যা'তে তুমি যা' নিষ্পন্ন করছ—
বিহিত ত্বারিত্যের সহিত
নিরন্তর সক্রিয়তায়
সুদৃশ্য শুভপ্রসূ ক'রে
ভালমন্দ, সুবিধা-অসুবিধা
যা'-কিছুর সমীচীন বিবেচনা নিয়ে
সেগুলিকে নিষ্পন্ন করতে পার ;
এমনতর নিষ্পন্ন করতে গিয়ে
যদি দু'চারবার ঠক,—
তা'তেও দুঃখ করবার কিছু নেইকো ;
ঐ ঠকা যদি
নিখুঁত-নিষ্পাদনী-আগ্রহ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে চলে—
তাহ'লে তুমি উদ্‌গ্রীব হ'য়ে লক্ষ্য করবে
তা'র বিপর্য্যয়ী বিন্যাস
কোথায় কেমন ক'রে কী হ'লো,
এবং তা'র নিরাকরণে তৎপর হবে ;
আবার, যা' করছ,
তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ আচার্য্য যিনি,
তাঁ' হ'তে জেনে
যথাযথভাবে করবার অভ্যাস যদি থাকে,

তোমার কৃতকার্য্য হবার সম্ভাবনাই বেশী ;
আর, সশ্রদ্ধ সুনিষ্ঠার সহিত
তুমি যদি
আচার্য্যের নির্দ্দেশ অনুসরণ ক'রে চল—
বিপর্য্যয়ের হাত হ'তে
নিস্তার পাওয়ার তুকগুলিও
অতিসত্বরই শিখতে পারবে,
আর, ঐ শিক্ষার উপর দাঁড়িয়ে
যা'তে আরো সুন্দরভাবে
সেগুলি নিষ্পন্ন করতে পার,
তাঁ'র বোধিচক্ষু উন্মীলিত হ'য়ে থাকবে
তোমার বোধিসত্তায়,
আচার্য্য-অনুসৃত দ্যোতনা
তোমাকে কৃতকার্য্যতায় অনুপ্রেরিত ক'রে
অনুশীলন-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতায় যুতযোগ্য ক'রে তুলবে,
তুমি কৃতার্থ হবে। ২৬৭।

তুমি চেষ্টা করেছ—
কিন্তু পার নাই,
কৃতকার্য্য হ'তে পার নাই,
এই না-পারাটা সাধারণতঃ অনেককেই
আপশোসের তালিমে
অবসাদগ্রস্ত ক'রে তোলে,
অবশ ক'রে তোলে,
কিন্তু তা' কেন ?
না-পারাটাই তো ব'লে দিচ্ছে—
যা' যেমন ক'রে করতে হয়,
তুমি তা' তেমন ক'রে করনি,
আর, করনি ব'লে হয়নি,

হয়নি ব'লে পাওনি ;
তোমার অন্তঃকরণকে
নিবিষ্ট আবেগে
যদি এখনই উদ্দীপ্ত ক'রে
সতর্ক সন্ধিৎসায়
বেশ ক'রে দেখে-শুনে-বুঝে
যখন যা' যেমন ক'রে করতে হয়—
উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণে তা' কর,
তুমি সিদ্ধকাম হবেই হবে,
তুমি না চাও—
হস্তামলকবৎ সিদ্ধি তোমার হাতেই,
তুমি কর,
একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা-উচ্ছল
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
তোমার উদ্দেশ্যকে
সুবিনায়িত ক'রে বেঁধে ফেল,
আর, সে-উদ্দেশ্য
কেন্দ্রকে বহন ক'রে
সার্থকতার হোমদীপনায়
এমনতরই প্রেরণা জোগাক,—
যে প্রেরণা-অনুপ্রাণিত হ'য়ে
উদ্দাম উদ্যোগে
নিষ্পন্নতাকে
হেলায় আয়ত্ত ক'রে তুলবে,
আর, এর ফলেই আসবে যোগ্যতা,
যোগ্যতা আনবে সাহস,
আনবে দক্ষতা,
আনবে উদ্যম-অনুশ্রয়ী
তৎপর আগ্রহ-আবেগ,
যা'র ফলে, তুমি অমনতর ক'রে
যা'ই ধরবে,

ক্রমপদক্ষেপে তাই-ই
আয়ত্ত করতে পারবে,
নিষ্পন্ন করতে পারবে ;
তাই, ঘাবড়ে যেও না,
সতর্ক সন্ধিৎসা নিয়ে চল,
কর—
যেখানে যেমন ক'রে যা' করতে হয়,
নিষ্পন্নতা মূর্ত্ত-আশিসে
তোমাকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে,
তুমি কৃতী হবে,
কৃতার্থ হবে,
কিন্তু স্মরণ যেন থাকে—
ঐ কৃতার্থতা যেন অঞ্জলিবদ্ধ হ'য়ে
তোমার কেন্দ্রপুরুষে
অর্ঘ্যান্বিত হ'য়ে ওঠে,
ঐ অর্ঘ্য-নন্দনায়
সার্থক হ'য়ে উঠবে তুমি । ২৬৮ ।

তোমার উদ্দেশ্য যেন সব সময়ই
শুভসন্ধিক্ষু হয়—
তা' তোমার নিজের বেলায় যেমন,
অন্যের বেলায়ও তেমনতর,
আর, ঐ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অন্তরায়ী যা',
তা' কোনপ্রকার আলোচনাই হো'ক,
মতবাদই হো'ক,
বা বাধাবিপত্তিই হো'ক,
তা'কে কী ক'রে নিরাকরণ করবে—
তা'র সুযুক্ত উপায়
ও নিরোধ-প্রস্তুতিকে

তোমার ধারণায়,
বাক্যে
ও কর্ম্মানুচর্য্যায়
সুবিনায়িত, সার্থক সঙ্গতিসম্বদ্ধ ক'রে
এমন ক'রে
নিজেকে প্রস্তুত ক'রে রাখবে,
যা'র ফলে
যেখানে যেমনতর দরকার—
তড়িৎ-সন্দীপনায়
তখনই তেমনতর
সমীচীন হৃদ্য প্রতিকার ক'রে
তোমার উদ্দেশ্যের
অনুপোষণী ক'রে তুলতে পার যা'-কিছুকে,
বা ঐ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পন্থাকে
পরিষ্কার ক'রে তুলতে পার ;
এমনতরভাবেই নিজেকে
দক্ষ কুশলকৌশলী ধীমান ক'রে রেখো—
প্রস্তুতির উদাত্ত উদ্যম নিয়ে ;
আর, সেই বিষয়ে
তোমার মতবাদ ও নিয়মন-তৎপরতা
এমনতরই যেন
সু-হৃদ্য, সুশৃঙ্খল
সু-অনুপ্রেরণাশীল হ'য়ে থাকে,
যা'তে তোমার সংস্পর্শে কেউ এলেই
তোমার সমর্থনে সক্রিয় হ'য়ে
স্ফীত দীপনায়
নিজেকে ধন্য মনে করতে পারে,
তোমার এই অনুচলন
যতটুকু হৃদ্য, তীক্ষ্ণ ও তৎপর হ'য়ে উঠবে—
তোমার সংহিতি লাভ করেছে যা'রা
তা'রাও কিন্তু তেমনতরই হ'য়ে উঠবে ;

নয়তো, তা'দের শুভ ইচ্ছা
তোমার তড়িৎ-চলনের সঙ্গে
শৃঙ্খলায়িত না হ'য়ে
বিচ্ছিন্ন চলনে চ'লে
সার্থক সমর্থনযুক্ত হ'য়েও
তোমার উদ্দেশ্যকে
নিষ্পন্নতায় নির্ব্বাহিত ক'রে তুলতে পারবে না ;
তাই, যা' ধরবে,
তড়িৎ-উদ্যমে তা'কে নিষ্পন্ন ক'রে তুলবে,
সমাধানে এনে
যেখানে যেমনতর করণীয় তা'ই করবে,
এমনতর কৃতি-উদ্যমী যদি
না হ'য়ে চল—
অন্তরের সুদৃঢ় তীব্র আবেগ নিয়ে,
সুক্রিয় অনুচলনে,—
সার্থকতা
তোমাকে শুভে সমাসীন ক'রে
সার্থক হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
এই হ'চ্ছে কৃতকার্য্য হওয়ার
কৃতিমুখর গোঁ। ২৬৯।

আবার বলি—
যে-কাজই কর না কেন,
তা' যেন সাত্বত হয়,
স্বতঃই অসৎ-নিরোধী হয় ;
আর, ইষ্টনিষ্ঠায়
সমীচীনভাবে অটুট থেকে
তা'কে ইষ্টার্থে সঙ্গতিশীল
অন্বিত অর্থনায় বিনায়িত ক'রে

কৃতিচলনে চ'লে
অনুশীলন-তৎপরতায়
সমীচীন ত্বারিত্যের সহিত
নিষ্পন্ন করাই কিন্তু সাধুত্ব ;
কোন কাজকে
অযথা তাচ্ছিল্য ক'রো না,
ঐ তাচ্ছিল্য-চলনই কিন্তু
তোমার সাত্বত সঙ্গতিকে তাচ্ছিল্য ক'রে
বোধবিজ্ঞতাকেও নিপীড়িত ক'রে তুলবে ;
তাই, বার বার বলি—
পারতপক্ষে সাত্বত যে-কোন কর্ম্ম—
তা' তোমারই হো'ক
আর, অন্যেরই হো'ক—
তাচ্ছিল্য ক'রো না,
উপেক্ষা ক'রো না ;
তা'কে ত্বারিত্যের সঙ্গে
সমীচীন সুষ্ঠুতায়
নিখুঁতভাবে নিষ্পন্ন না করার
ত্রুটিজনিত বিহ্বলতা
যেন তোমাকে খুঁতো না ক'রে তোলে ;
তাই, আবেগ-আগ্রহে
তা'কে নিষ্পন্ন করবেই কি করবে ;
ঐ কৃতকার্য্যতা তবেই তো তোমাকে
কৃতার্থ ক'রে তুলবে। ২৭০।

বিধি, ব্যবস্থিতি, ব্যবহার ও যথাবিহিত প্রচেষ্টাকে
যা'রা অবজ্ঞা করে—
বিপর্য্যয়ই তা'দের
জীবন-সাথিয়া হ'য়ে দাঁড়ায়। ২৭১।

অনুচর্য্যী ব্যবস্থিতির সঙ্গে
যত সময় পরিচয় না হয়—
সক্রিয়ভাবে,—
তত সময়
কাজের সঙ্গে পরিণয়ই হয় না । ২৭২ ।

যা'রা যেমনতর সতর্ক, সাবধানী,
সুব্যবস্থ চলনে চ'লে থাকে,—
তা'দের জীবনে
ক্রটিও ঘ'টে থাকে তেমনি কমই । ২৭৩ ।

প্রস্তুতি যা'দের বিলম্ব-বিলম্বিত,
অব্যবস্থ ও বিন্যাসহারা,—
দুর্দ্দশা ও আশাভঙ্গ
তা'দের জন্য অপেক্ষা ক'রেই থাকে
প্রায়শঃ । ২৭৪ ।

কল্যাণপ্রসূ সমীক্ষা,
সহানুভূতিসূচক আপ্যায়না
ও বিনীত বোধনা নিয়ে
ব্যাপারকে সুসার্থকতায়
বিন্যাসই যদি না করতে পার,—
ব্যাপারে বিড়ম্বনা
অনেকই জুটে যেয়ে থাকে । ২৭৫ ।

তোমার কর্ম্মকৌশল যদি
কুশলতাকেই আবাহন না করল—

সুব্যবস্থ সন্নিবেশে,
বিহিত বিনায়নে,—
ঠিক বুঝে নিও—
তোমার দক্ষতা
কৌশলসিদ্ধ কুশলতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠেনি—
কৃতি-অনুশীলনায়
কুশল ধৃতি নিয়ে। ২৭৬।

ব্যবস্থাপনায়
মান-আনুপাতিক
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তেমনি সঙ্গতিপূর্ণ
সুশ্রী সমঞ্জস বিনায়নার ভিতর-দিয়েই
ব্যবহার, সুযোগ ও সুবিধার
সমীচীনতার দিকে লক্ষ্য রেখে
শোভনদৃশ্য ক'রে
সৌন্দর্য্যকে ফুটন্ত ক'রে তুলতে হয়। ২৭৭।

যা' করবার,
তা' সুনিষ্পন্নতার সহিত আয়ত্তে না এনে
অবাস্তব আশায়
আলম্বিত হ'য়ে চ'লো না,
নিষ্পন্ন কর—
ভুলভ্রান্তিগুলিকে
বেশ ক'রে সম্ঝে এড়িয়ে,
আর, এতে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
প্রত্যয়-প্রদীপ্ত হ'য়ে চল,
ক্ষুব্ধ হবে কমই। ২৭৮।

যখন যে-কোন কাজেই
নিয়োজিত হও না কেন,
যেখানে যেমনতর প্রয়োজনের
ডাকই আসুক না কেন,
যথাসম্ভব সর্ব্বতঃ-প্রস্তুতি নিয়ে যেও,—
যা'তে তা'র সম্মুখীন হ'তে পার
সমীচীনভাবে,
নয়তো অনেক সময়
সুবিধা পেলেও
তা'কে আয়ত্তে আনা দুষ্কর হ'য়ে উঠবে । ২৭৯ ।

যে-কোন কাজই করতে যাও না কেন,
তা' যে-কোন ব্যাপার
বা বিষয়ই হো'ক না কেন,—
আগেই এঁচে নিও—
কোন্-কোন্ লোক
তোমার বিরুদ্ধ আচরণ করলে
তুমি ব্যাহত হ'তে পার,
তা'রপর তা'দের সাথে
এমনই মৈত্রী স্থাপন কর
বোধিকুশল তৎপরতা নিয়ে,
যা'তে তা'রা তোমার মিত্র
ও সর্ব্বতোভাবে সমর্থক না হ'য়েই পারে না,
এমনতরভাবে
তা'দের সাথে
সম্যক্ ও সম্বুদ্ধ বান্ধবতায়
আবদ্ধ হ'য়ে থাক,
তা'রপর, তা'দের সহযোগ ও সাহচর্য্যে
সেই কাজ উদ্‌যাপন করতে আরম্ভ কর—
বিহিত সুসঙ্গত তৎপরতায়,

আর, ঐ আরম্ভকে
ইষ্টানুগ অনুবর্ত্তিতায়
ঐকান্তিক সহযোগিতা নিয়ে
তীব্রতার সহিত ক্রমচলনে
উপযুক্তভাবে
সার্থকতায় নিষ্পন্ন ক'রে তোল ;
সাথে-সাথে অন্যান্য বিরোধগুলিকেও
নিরুদ্ধ ও ব্যাহত ক'রে চল—
যা'তে তা'রা মাথাচাড়া দিতে না পারে,
যে-কোন কাজই হো'ক—
বিশেষতঃ যে-সব ব্যাপারে
বহুর আত্মম্ভরি স্বার্থসন্ধিক্ষুতা
তোমাকে ব্যাহত ক'রে তুলতে পারে,
তেমনতর স্থলে
এমনতর ঐকান্তিক সনির্ব্বন্ধ চলনই
তোমাকে কৃতার্থ ক'রে তুলতে পারবে—
আশা করা যায়,
তাই, ঐ কৃতার্থতাকে অর্জ্জন করতে
কুশলকৌশলী দক্ষ ক্ষিপ্র তৎপরতা নিয়ে
চলতে হবে তোমাকে—
সমর্থন ও সহযোগিতার
উচ্ছল অনুপ্রেরণায়। ২৮০।

প্রয়োজনের পূর্ব্বেই প্রস্তুতি
যা'র স্বভাবসিদ্ধ হ'য়ে উঠেছে—
যে-যে ব্যাপারে করণীয় যা'
সবগুলি সমাধান ক'রে
সে যদি সুকেন্দ্রিক ইষ্টানুগতিসম্পন্ন হয়,
সেই কিন্তু মহৎ,
সেই কিন্তু সাধু,

সুকেন্দ্রিক সফলকর্ম্মা সেই ;
যদি দেখতে চাও—
কৃতী ব্যক্তিত্ব সেখানেই দেখতে পাবে। ২৮১।

যদি সুসিদ্ধান্তেই এসে থাক—
জোগাড়ে লেগে যাও,
কর এমনতরভাবে
যা'তে ত্বরিত সুনিষ্পন্নতায় উপনীত হ'তে পার,
সিদ্ধান্তকে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পার—
লাগোয়া চলনে চ'লে,
করবে কি করবে না—
তা'র ভাবনা নিয়ে
মিছেমিছি আন্দোলিত হ'তে যেও না। ২৮২।

বিহিত ব্যবস্থিতির সহিত
কোন কিছু করতে গিয়ে
ফলপ্রত্যাশায় উদ্ব্যস্ত হ'য়ে
জলদিবাজি করতে যেও না,
যা' করতে বা যা' হ'তে
যে সময় লাগে
উপযুক্তভাবে তা' সরবরাহ ক'রে
যথাসময় কিন্তু তা'র ফল পাওয়া যায়,
তাই, জলদিবাজি অনেক সময়
কর্ম্ম পণ্ডই ক'রে থাকে,
অপেক্ষা কর—দেখ—
সময়কে উপেক্ষা ক'রো না—
প্রতিকূল যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে,—
কাজ হাসিল হবে। ২৮৩।

জীবন-চলনাকে
যতই যন্ত্রায়িত ক'রে তোল না কেন,
স্মরণ রেখো—
তোমার শ্রমকুশল তৎপরতাও
যেন যথেষ্ট থাকে,
উপযুক্ত আহার্য্য যেমন
জীবনের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়—
উপযুক্ত কর্ম্মকুশল-তৎপরতাও
জীবনের পক্ষে তেমনি অত্যাবশ্যাক,
তাই, বাঁচতে-বাড়তে
আহার্য্য ও শ্রমদীপনা
উপযুক্ত পরিমাণেই প্রয়োজন,
আর, এর ফলস্বরূপ
যে-বোধনদীপনা—
তা' হ'চ্ছে বর্দ্ধনার মূল সূত্র ;
আবার, বোধিপ্রবুদ্ধ-শ্রমোচ্ছল
কর্ম্মকুশলতার ভিতর-দিয়েই
মানুষ বিশেষজ্ঞ হয়,
আর, এই বিশেষজ্ঞতাই
ঋষিত্বের আমন্ত্রক । ২৮৪ ।

তটস্থ হ'য়ে থেকো—
সেবা-সৌকর্য্যে
বোধি-তৎপরতা নিয়ে,
কী ব্যাপারে কী করতে হবে—
তোমার গতিবেগের সাথে-সাথেই
যেন সমাধানী সিদ্ধান্তে
উপনীত হয় তা'—
ক্ষিপ্র সম্বেগে ;
এখনই এতে অভ্যস্ত হ'তে সুরু ক'রে দাও,

নয়তো, তোমার শ্লথকর্ম্মা শ্লথবোধি
তীক্ষ্ণ যতই হো'ক—
অকেজো হ'য়ে
অকৃতিরই সম্বর্দ্ধনা ক'রে চলবে ;
মনে যেন থাকে—
তোমার সমস্ত গতি, বোধি ও কর্ম্মনিপুণতা
সব সময়ই যেন
ইষ্টানুগ অভিগমনে চলে—
ঐ অমনতর ক্ষিপ্র সম্বেগে,
তাচ্ছিল্য ক'রো না,
তৎপর হও। ২৮৫।

যে-কাজেই যাও,
আর, যা'তেই নিয়োজিত হও—
তোমার ফন্দি ও সক্রিয় ব্যবস্থিতি যেন
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য ক'রে চলে
নিরবচ্ছিন্ন সজাগ সন্ধিৎসুতায়—
তা' প্রতিটি নিয়ন্ত্রণী পদক্ষেপে,
তোমার সেবা, তোমার সৌহার্দ্দ্য,
সৌজন্য, শৌর্য্য, বীর্য্য সবই যেন
ইষ্টানুগ নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চলে,
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায় প্রবুদ্ধ হ'য়ে চলে,
আর, সার্থক হ'য়ে ওঠে যেন
সামঞ্জস্য-সমন্বয়ের ভিতর
ইষ্ট-পরিপূরণে ;
যে-ব্যাপারেই হো'ক না
এতে যতখানি অন্ধ থাকবে—
জগৎও তোমার কাছে ততটুকু
অজ্ঞ, তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে চলবে,
যা' করছ বা যা'কে সেবা দিচ্ছ—

সবটাই কানা পদবিক্ষেপের
মূঢ় চলনে চলতে থাকবে,
তাই কর্ম্মী ! সাবধান !
অকুণ্ঠিত চকিত নজরে
ইষ্টার্থপরিবেষণী চলনায় চ'লে
কৃতী হও—সার্থক হও,—
কৃতার্থ হবে তুমি,
আর, সার্থক হ'য়ে উঠবে তোমার করা—
যা'কে করছ বা যা' করছ সর্ব্বসমেত,
নয়তো, ব্যর্থতার অট্টহাসি
বঞ্চনার উপঢৌকনে
তোমাকে বিদ্রূপ ক'রেই চলবে । ২৮৬ ।

তুমি দুর্ব্বলই হও,
আর, বলশালী হও না কেন যতই—
পর্য্যাপ্ত প্রস্তুতি সত্ত্বেও
তোমার পরাক্রমী বলীয়ান বান্ধব-বেষ্টনীতে
আদর্শ ও ক্ষেত্রানুপাতী
সত্তায় স্বার্থান্বিত ক'রে
বিহিত পারস্পরিকতায়
যেন এমনতর বান্ধব-নিগড়
গোড়া থেকেই সৃষ্টি ক'রে রাখতে পার—
ক্ষিপ্র ও দক্ষ সক্রিয়তায়,
যা'তে তোমার আপদে-বিপদে
সুখ-সমৃদ্ধিতে
তা'দের ডাক আর নাই ডাক—
তা'রা সর্ব্বহৃদয়,
সর্ব্ব সমৃদ্ধি ও শক্তি নিয়ে
তোমার কল্যাণ-উদ্‌যাপনে
সুদৃঢ় হ'য়ে দাঁড়ায়,

এমনতর ব্যষ্টির আওতায়
যতখানি তুমি সুদৃঢ় হবে—
তোমার চলন্ত অভিযান ততই
উন্মুক্ত ও উদ্দাম হ'য়ে চলবে ;
তাই, যেমন ক'রে সম্ভব হয়—
কোন দায়িত্ব নেবার প্রারম্ভেই
ওটাকে শক্ত ক'রে নিও,
কৃতী উদ্‌যাপন
সৌষ্ঠবে অভিনন্দিত করবে তোমাকে,
সাহস বা বীর্য্য সম্বৃদ্ধও সেখানেই । ২৮৭ ।

যে-ব্যাপারেই হো'ক না কেন,—
তা'র সুরাহা করতে
শুধু প্রস্তুত হ'য়ে ব'সে থাকলেই চলবে না,
তুমি যত বড়ই
প্রস্তুতিপ্রবীণ হও না কেন,
তোমার চাই—
সুসংহত, সুব্যবস্থ, সমুচিত সঙ্গতিপ্রবণ হ'য়ে
সুদক্ষ, কুশলকৌশলী
সক্রিয় প্রয়োগ-সম্বেগ,
এই সম্বেগহারা প্রস্তুতি বা ব্যবস্থা
যতই জলুসওয়ালা হো'ক্ না কেন—
দক্ষ প্রয়োগ-নৈপুণ্য যদি না থাকে,
ঐ প্রস্তুতি
কোন-কিছুকে আয়ত্ত করতে পারে না ;
তাই, ঠিক বুঝে রেখো—
প্রস্তুতি যখন প্রয়োগহারা,
তা' বন্ধ্যা । ২৮৮ ।

তুমি কোথায়
কী ব্যাপারে

কখন কী করবে—
তা'র ঠাওর পেয়ে ওঠ না,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
তুমি কোন-কিছু নিয়ে
নিরবচ্ছিন্ন তৎপরতায় লাগোয়া থাক না,
তাই, পরিবেশের সংঘাতও আসে না,
আর, আসে না ব'লেই
কোথায় কেমন ক'রে কী করা উচিত,
তা'ও তোমার বোধে
এস্তামাল হ'য়ে ওঠে না,
আর, সেই জন্য সব সময়ই তুমি
দিশেহারা দুর্গতি নিয়ে চল,
সংঘাত এলেই
তোমার আচার, ব্যবহার, করণ,
কোথায় কেমন করতে হবে—
তোমার ও অন্যের হৃদ্য ক'রে,
কতখানি ধরতে হবে,
কতখানি ছাড়তে হবে,
ভেবে, বুঝে
ঠাওর ক'রে নিতে পার না,
এমনতর হ'লে কী ক'রেই বা ঠাওর পাবে ? ২৮৯ ।

কী করবে—
সব দিক-দিয়ে ভেবেচিন্তে,
সঙ্গতি-শালিন্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হও,
অলস ফলাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে
ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে থেকো না ;
কী চাও,
তা' কী ক'রে হয়,
তোমার পক্ষে তা' সম্ভব কী ক'রে,

কী কায়দায়, কোন্ কৌশলে—
শুনে, বুঝে, দেখে
যেমনতর ফল চাও,
সুব্যবস্থ সুসঙ্গতিতে,
সার্থক বিনায়নায়,
কুশল দক্ষতা নিয়ে
যেখানে যেমন দরকার
তেমনতর ক'রেই ক'রে যাও ;
সঙ্কল্প-সম্বেগ যেন এমনই থাকে
যে, তোমাকে
শুভ ফলে উপনীত হ'তেই হবে—
তা' যেমন ক'রেই হো'ক,
নয়তো ব্যর্থকাম হ'য়ে উঠবে ;
এমনি ক'রেই সুষ্ঠু যা',
কাম্য যা',
তা'কে নিষ্পন্ন ক'রে
শুভ সার্থকতায় উপনীত হও ;
ফল-প্রলুব্ধ হ'য়ে
সন্দিগ্ধ দ্বিধায়
অলস-অবশ হ'য়ে উঠো না,
চাওয়াকে সাফল্যে উপনীত করতে
যেখানে যেমন করা উচিত
তেমন ক'রেই ক'রে যাও—
কোথাও অযথা কোনরূপ বিক্ষেপ
সৃষ্টি না ক'রে—
হৃদ্য নিয়মনায়,
ঐ করাই তোমাকে কৃতী ক'রে তুলবে। ২৯০।

যখন যা' করণীয়—
নিষ্ঠানন্দিত হৃদয়ে

শুভ সমীক্ষায়
সুযুক্ত সঙ্গতি নিয়ে
তা' না-করাই নৈতিক দুর্ব্বলতা,
আর, ঐ দুর্ব্বলতাই আবার
অনেক দুরত্যয় দুঃখের
দুষ্ট হোতা। ২৯১।

নিষ্ঠান্বিত কৃতিকৌশলে
তুমি বিশ্ববিধানকে
যেমন যতই অনুভব
ও আয়ত্ত করতে পারবে,—
বাস্তব বিন্যাসে
বিধান-প্রকৃতিকে
সাত্বত সম্বর্দ্ধনায় ব্যবহার ক'রে
লোকহিতী তাৎপর্য্যে
ফলপ্রসূ ক'রে তুলতে পারবে ততই—
বাস্তব বিধায়নায় বিধায়িত ক'রে তা'কে ;
যা' অসম্ভব ভাবছ,
তা'কে সম্ভব ক'রে তুলতে
দিকদারি সইতে হবে কমই,
বা ব্যর্থ হ'তে হবে কমই ;
তাই, বিধানকে
বাস্তব বিন্যাসে বিনায়িত ক'রে
সঙ্গতিশীল অর্থনায় অনুভব ক'রে
তা'র ব্যবহারে যত্নশীল হও—
কৌশলদীপ্ত কুশল তাৎপর্য্যে,
সুসমীক্ষু কৃতিচলনে চ'লে ;
তুমি পারদর্শিতার
শ্রেয়ার্থী ধারণপালনী তৎপরতায়
নিজেকে বিচক্ষণ ক'রে তোল,

নিজেও উপভোগ কর,
আর, অন্যকেও উপভোগ করতে দাও—
একটা সার্থক সম্বর্দ্ধনার
শুভ-সমৃদ্ধি নিয়ে ;
কৃতার্থ হও এমনি ক'রেই । ২৯২ ।

করণীয় যা'
তা' যদি না ক'রে থাক,
তা'র মানে,
তা'র জন্য যে-দুর্ভোগ আসবে
তা' তোমায় সহ্য করতেই হবে,—
যদি নিরোধ বা নিয়ন্ত্রণে
তা'কে প্রতিরোধ করতে না পার ;
আর, করণীয় যা'
তা' যদি যথাবিহিত পরিপালন কর,
সৌভাগ্য যা'
তা' তোমাতে অর্পিত হবেই,—
তা' তুমি গ্রহণ কর,
আর নাই কর । ২৯৩ ।

তোমার পারগতা যখন
শুভ-সুন্দরে বিনায়িত হ'য়ে
করণীয় যা'
তা' নিষ্পন্ন করতে পারে—
সব দিক দিয়ে,
সমীচীনভাবে,—
তা' হ'তে যে আনন্দ বা আত্মতুষ্টি
তা'ই তো তোমার স্বর্গ-পারিজাত ;
পারগতা হ'তে জাত কিনা !—
তাই পারিজাত । ২৯৪ ।

ইষ্টার্থ-সন্দীপী অনুনয়নায়
যখন তুমি তোমাকে
কথায়-বার্ত্তায়
আচার-ব্যবহার-অনুচর্য্যায়
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায়
করণীয় যা'-কিছুর
শুভ বিন্যাস-সজ্জায়
সুন্দর ক'রে তোল,
আবার, বাড়ী-ঘর ও প্রয়োজনীয় আসবাব
পরণ-পরিচ্ছদের জিনিষপত্র ইত্যাদি
সুবিনায়নে সুব্যবস্থ ক'রে
পরিবার-পরিজন ও পারিপার্শ্বিককেও
ঐ অমনতর সুন্দর বিনায়নে
সুবিন্যস্ত ক'রে তুলে চল যখন—
শুভ-সন্দীপী মাঙ্গলিক অভিসারে
পারস্পরিক অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে,
প্রয়োজন ও প্রস্তুতির সমীচীন বিন্যাসে,
আপদকে নিরোধ ক'রে,—
তখনই বুঝবে—
তুমি শিবসুন্দরে
বাস্তব উপাসনা-নিরতি নিয়ে চলেছ ;
তাই, দুঃখকষ্ট যা'-কিছু
সেগুলিকেও আদরণীয়
মাঙ্গলিক বাস্তবতায়
বিনায়িত ক'রে তুলতে
চেষ্টা ক'রো—
সম্যক্ বোধনা, ধী ও দক্ষতাকে
উৎসারিত ক'রে,
সুদক্ষ হ'য়ে বাস্তব চলনে ;
এমনি ক'রে, সর্ব্বতোভাবে
সুঠাম ইষ্টার্থ-উৎসারণায়

উৎসর্জ্জিত হও,
কর্ম্মসন্ন্যাস তোমার
সার্থক হ'য়ে উঠুক তাঁ'তেই,
দেখতে পাবে—
স্বস্তি, স্বধা ও তৃপ্তি
তোমাকে কত রকমেই না
অভিনন্দিত করছে। ২৯৫।

তোমার নিজের জন্যই হো'ক,
পরিবারের জন্যই হো'ক,
আর, পরিবেশের জন্যই হো'ক,—
অনেক করণীয়ই অপরিহার্য্যভাবে
তোমার কর্ত্তব্যের আওতায়
অপেক্ষা ক'রে থাকে ;
সেগুলি যেখানে যেমনভাবে করতে হয়,
তা' যদি না কর,
লোকে তোমাকে
কর্ত্তব্যবিমুখ ব'লে নিন্দা করবে,
দোষারোপ করবে,
তা'দের শ্লেষ্য হ'য়ে উঠবে তুমি,
আর, তা' না করার জন্য যে-সব দিক্‌দারি
তা'ও সহ্য করতে হবে ;
সব সময় মনে রেখো,—
এ যা'-কিছু সবই হয়তো
ইষ্টার্থ-পরিচর্য্যার অন্তরায় হ'য়ে উঠতে পারে কখনও,
তখন এগুলি তোমার পেছটান হ'য়ে ওঠে,
ইষ্টার্থগতি বা অগ্রগতিকে
এগুলি ব্যাহত ক'রে থাকে,
আবার, ঐ করণীয়গুলি না করলেও
তুমি লোকচক্ষুতে হৃদয়হীন ব'লে

প্রতীয়মান হ'য়ে উঠবে ;
কিন্তু যা'ই হো'ক, আর তা'ই হো'ক—
ইষ্টার্থ-পরিচর্য্যাই তোমার জীবনে
মুখ্য হ'য়ে ওঠা উচিত,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
যা' তোমার ইষ্টার্থকে
মুখ্যভাবে উপচয়ী ক'রে চলে—
সেটিই তোমার প্রথম ও প্রধান করণীয়,
কারণ, ঐ কেন্দ্রায়িত অনুচর্য্যা, বাক্য, ব্যবহার
ও কর্ম্মঠ অনুসরণের ভিতর-দিয়ে
বোধায়নী নিষ্পন্নতার
বহুদর্শী সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
তোমার চরিত্র উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে'
ব্যক্তিত্বকে
বীর্য্যবান ওজঃ-ব্যক্তিত্বে
সংগঠিত ক'রে তুলবে—
তপশ্চারী অনুবেদনী অনুকম্পায়
অনুকম্পিত হ'য়ে,
শারীরিক কোষগুলির সুবিন্যাসী তৎপরতায়
মনকে সংগঠিত ক'রে,
বোধিকে সুসঙ্গত ক'রে তুলে—
আত্মিক সৌরভ-অভিদীপনায়,—
যা' নাকি তোমার, তোমার পরিবারের
ও তোমার পরিবেশের পক্ষে
স্বাস্থ্যদ, শুভদ, বৃদ্ধিদ,
বোধ, বিত্ত ও সম্পদের
সুচারু বিধায়ক ও বিনায়ক ;
তা'র কাছে
ঐ পেছটানের আপাত-কর্ত্তব্যগুলি
সংবর্দ্ধনার অন্তরায় ছাড়া আর কিছুই নয় ;
ঐ ইষ্টার্থতালে পদক্ষেপ ক'রে

যে-চলনে চলেছ,—
সেই চলনকে অব্যাহত রেখে
হাতেপাতে যতখানি সম্ভব
ঐ পেছটানের করণীয়গুলি
যদি নিষ্পাদন ক'রে চল,—
তা' বরং শোভনীয় হ'তে পারে ;
কিন্তু ঐ পেছটানকে মুখ্য ক'রে চললে—
তোমার অগ্রগতি যে অচল হ'য়ে উঠবে
তা' কিন্তু অবিসম্বাদী,
তাই বলি, তোমার ইষ্ট বা শ্রেয়তে
আত্মিক অভিচলনী তাৎপর্য্যে
যা'-কিছু করণীয়কে
ন্যস্ত ও নিয়ন্ত্রণ ক'রে
নিজের যা'-কিছু করণীয়—
তা'তে যতই নিরাশী হ'য়ে চলবে
নির্ম্মমভাবে,—
তোমার এগিয়ে যাওয়ার সংগ্রামেও
তুমি তৎপর হ'য়ে উঠবে ততই,
কিন্তু ঐ পেছটানের আকর্ষণে
যতই জড়ীভূত হ'য়ে চলবে—
এগিয়ে যাওয়াও
খাবি খেতে থাকবে ততই ;
যা' শ্রেয় বিবেচনা কর
তেমনি ক'রেই চল,
কিন্তু উন্নতিকে অধিগত করার
ঐ একই পন্থা। ২৯৬।

কোন বিষয় বা ব্যাপারের
সমাধান করতে হ'লেই,
সমগ্র বিষয় বা ব্যাপারকে

সম্যক্ ও সমীচীনভাবে অনুধাবন কর—
তা'র প্রত্যেকটি অংশের সঙ্গতি রেখে,
তা'র ভিতর বাস্তব কতখানি
অবাস্তব কতখানি
নিরূপিত ক'রে,
তাহ'লেই
কোথায় কি-জন্য কেমন ক'রে
কী করতে হ'বে,
ক্রমশঃ তা' তোমার
বোধিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে,
যেখানে যা' করণীয়
তা'র কোন-কিছুকে বাদ দিও না,
বাদ দেওয়া মানেই—
তোমার বা তোমাদের অনুকূলে
সুরাহা হওয়ার খাঁকতি
অতটুকুই র'য়ে যাবে ;
নিজেই কর,
আর তোমরা পাঁচজনে মিলেই কর,
যে যা' করবে—
তা' সমগ্র হৃদয়, আগ্রহ ও সম্বেগ নিয়ে,
আর, এই করার ভিতর
ঐ সামগ্রিকতার অনুকূল
যে যতখানি পার
তা' করতে ভুলে যেও না,
তোমরা যদি বহু হও,
প্রত্যেকের সাথে
এমনতর সঙ্গতি রেখে চলবে—
যা'তে তোমাদের ভিতর
কোনপ্রকার দ্বৈধীভাব না আসে,
তোমাদের চলনা
কোথাও ঢিলে

কোথাও বা উদ্যমশালী হ'য়ে না ওঠে,
এ উদ্যম যেন প্রত্যেকেরই ভিতর
তা'র বৈশিষ্ট্যমাফিক যতখানি সম্ভব
স্ফীত হ'য়ে ওঠে,
এবং ঐ স্ফীতরাগ নিয়েই যেন চলতে থাকে—
হৃদ্য, সুনিষ্ঠ, সুসম্পাদনী আবেগ নিয়ে,
এমনি ক'রে
সমস্ত বিষয়টাকে
তোমার উদ্দেশ্যমাফিক মীমাংসায়
সঙ্গতিশালী ক'রে
নিষ্পন্ন ক'রে তোল,
অবাস্তব বা অবান্তর
যা'-কিছু তা'র ভিতর আছে
সেগুলিকে এমনতরভাবে ঝেড়ে ফেল—
যা'তে সেগুলি
ঐ তোমার নিষ্পন্নতায়
কোনপ্রকারেই বাধা সৃষ্টি করতে না পারে,
দক্ষ, কুশলকৌশলী বোধায়নী তৎপরতায়
সম্বিৎসাপূর্ণ সম্বিক্ষু চলনে
এমনতরভাবেই চলতে থাকবে,
যা'তে কা'রও সাথে
দ্রোহের সৃষ্টি না হয়—
এবং নিষ্পন্নতা
নিশ্চিত হ'য়ে ওঠে তোমাদের কাছে,
এমনতর হৃদ্য চলনে চলবে—
পরিবেশ ও তোমাদের প্রত্যেকের ভিতর
সঙ্গতি নিয়ে,
কোথাও যেন একটু ফাঁক না থাকে,
তৎপরতায় ত্রুটি না থাকে,
সময় ও সুযোগের অপব্যবহার না হয়,
যেখানে যেমন করণীয়,

যা' করলে নিষ্পন্নতা
সুরাহায় সম্বেগশালী হ'য়ে চলতে পারে,
তা'ই ক'রে চ'লো—
সম্ভাব্য সর্ব্বপ্রকার অন্তরায়
ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে
বজ্রকপাট সৃষ্টি ক'রে,
যেখানে যেমন খবর রাখা উচিত
তা' রেখে,
ও যেখানে যেমন নিয়ন্ত্রণ সমীচীন
তা' ক'রে—
অশিষ্ট বা অসৎ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে ;
তোমাদের বাক্য, ব্যবহার, চালচলন
এমনতর দক্ষ, কুশলকৌশলী,
সুসঙ্গতিসম্পন্ন, সম্বেগী হওয়া চাই,—
যা'তে পরস্পরের ভিতর কোনপ্রকার
অসঙ্গতি না থাকে,
এমনি ক'রে
ব্যাপার বা বিষয়কে
পরম সার্থকতায় নিষ্পন্ন ক'রে
তোমরা আত্মপ্রসাদে অভিনন্দিত হ'য়ে ওঠ,
যোগ্যতা তোমাদিগকে অভিবাদন করুক,
কৃতার্থতার সুষমা তোমাদিগকে
আমোদিত ক'রে তুলুক ;
কৃতী যা'রা—
ঈশ্বর তা'দিগকে পুরস্কৃত করেন। ২৯৭।

আগে ভেবে দেখ কী করবে,
তা'রপর বেশ ক'রে চিন্তা ক'রে দেখ—
তা' করতে কী-কী লাগে,
সেগুলি সংগ্রহ কর,

যথাস্থানে সন্নিবেশ কর এমনতরভাবে
যা'তে তোমার করা ব্যাহত না হয়,
ব্যর্থ বা বিলম্বিত না হ'য়ে ওঠে
তোমার নিষ্পন্নতা ;
এই নিয়মে চলতে-চলতে
সুব্যবস্থ চলনায়
অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে তুমি—
তড়িৎ সমাধান-তৎপর হ'য়ে । ২৯৮ ।

সুষ্ঠু শ্রেয়কেন্দ্রিকতা,
শ্রেয়ানুগ বাক্য, ব্যবহার,
করণীয় সম্বন্ধে বোধ,
সজাগ সন্ধিৎসু মানস-দৃষ্টি,
সুব্যবস্থ তালিম অনুচলন,
অধ্যয়নী অনুবৃত্তি,
সময়ের সহজ বিবেচনা,
ত্বরিত নিষ্পন্নতার কুশল অনুনয়ন,
অসৎ-নিরোধী বিনায়না,—
এইগুলির অন্বিত সঙ্গতি
মানুষের কর্ম্মজীবনকে
অনুচর্য্যার আরতি-উদ্দীপনায়
নিষ্পন্নতায় কৃতী ক'রে তোলে ;
এর খাঁকতি যেখানে যেমন,
অন্তর ও বাহিরের অব্যবস্থতাও
সেখানে তেমনি,
কৃতকার্য্যতায় ব্যাহতিও সেখানে তেমনতর । ২৯৯ ।

ধৃতি-অনুশাসনে
সমীচীন সক্রিয় আত্মনিয়মনার সহিত

উদ্দেশ্য-আপূরণী অনুধ্যায়িতা নিয়ে
বিহিত অনুক্রিয় চলনায় চ'লে
সময়, সীমা ও সঙ্গতির অন্বিত সমবায়ে
সুব্যবস্থ মিতি-নিয়মনায়
নিষ্পন্ন ক'রে তোলার
অভিধায়নী আবেগই হ'চ্ছে—
নিষ্পন্নতার অভিদীপ্ত অনুচলন। ৩০০।

প্রস্তুতি ও ব্যবস্থিতি
সুসঙ্গতি নিয়ে
সমন্বয়ী সহযোগিতার সহিত
যেন এমনতরই বিন্যস্ত করা থাকে—
যা'তে যে-কোন প্রয়োজনেরই
সম্মুখীন হও না কেন—
তা' নিষ্পন্ন করতে
একটুও বিলম্ব না ঘটে,
এই প্রস্তুতি ও ব্যবস্থিতির সহযোগী সমন্বয়
সুদৃঢ় হ'য়ে
সন্ধিৎসু বিজ্ঞ-পরিচালনায়
যতই নিষ্পাদন-দর্পী হ'য়ে চলবে—
নির্ব্বাহ
মন্ত্রচকিত হ'য়ে উঠবে তোমাদের কাছে,
জয়ই
জয়-জয়কার করবে তোমাদের। ৩০১।

পারগতার অভিমানে
কোন-কিছুকে নস্যাৎ ক'রে দিও না,
আবার, না-পারার অবশতায়
দূরেও স'রে থেকো না,

যদি পারতে চাও—
সন্ধিৎসাপূর্ণ অনুবেক্ষণী সঙ্গত সমাবেশ নিয়ে
অচ্যুত সক্রিয় সম্বেগের সহিত
বিহিত পর্য্যালোচনায়
ক্রমান্বয়ী চলনে চলতে থাক
নিষ্পন্নতার উচ্ছল কৃতিত্বকে অর্জ্জন করতে—
পারবে, ঘাবড়িও না। ৩০২।

নিষ্ঠা ও উদ্যমবিহীন কৃতিচলন
আড়ম্বর সৃষ্টি ক'রে থাকে,
কিন্তু নিষ্পাদন-বিমুখ হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ—
ব্যয়-বাহুল্যের আমদানী ক'রে;
আড়ম্বর থাকলেও স্বল্পক্রিয়ই তা',
তাই, কথায় বলে 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'। ৩০৩।

নিষ্ঠা, প্রীতি, বোধ, বিবেচনা
ও সঙ্গতিশীল কৃতিচলনা—
এই হ'চ্ছে সহজ জীবনে সহজ পথ,
আর, এই তপঃ-ঐশ্বর্য্যই
সম্বর্দ্ধনায় সমৃদ্ধ হ'য়ে
মানুষকে
নিষ্পাদনী দ্যুতিবিভবে
প্রভূত ক'রে তোলে। ৩০৪।

নিষ্ঠা, সন্ধিৎসা,
নিদেশবাহিতা,
ক্ষিপ্র সমাধানী চলন,
বোধ-বিবেচনা,

ও অর্থ ও সঙ্গতির সুসঙ্গত
অনুধায়িনী অনুচলনের সহিত
উপস্থিত বুদ্ধি
যা'র যত অভিদীপ্ত,
দক্ষ কৃতিদীপনা
তা'র তরতরেও তেমনই,
আর, এর অভাব যেখানে যেমন
বেকুবিও সেখানে তেমনই নিথর। ৩০৫।

যা'দের কৃতি-উদ্যম নেই,
কর্ম্মে সততাপূর্ণ সাধুচর্য্যা নেই,
চলন অব্যবস্থ,
বাক্য ও ব্যবহার সুনিয়ন্ত্রিত নয়—
হৃদ্য উপচয়ী নয়কো,
যা'রা কাউকে মানতেও জানে না,
মানতেও পারে না,
তা'দের অন্যের অধীনে বা আওতায় থেকে
নিদেশমাফিক সুসমীক্ষু হ'য়ে
কাজ করাই ভাল ;
ঐ চাপের ভিতর থেকে
নৈপুণ্য-শিক্ষায় স্বতঃ হ'য়ে
নিজেকে সমৃদ্ধ ক'রে
তা'রা যা'তে চলতে পারে,—
সেই প্রচেষ্টা নিয়ে
সুকৃতির আরাধনা করাই
তা'দের পক্ষে মঙ্গলপ্রসূ। ৩০৬।

শ্রেয়নিষ্ঠ প্রত্যাশাবিহীন কর্ম্মনিরতি ভাল,
কর্ম্মবিরতি ভাল নয়,

তা'
জীবন-সম্বেগকে শ্লথ ক'রে তোলে। ৩০৭।

প্রত্যাশাপীড়িত, দায়িত্বহীন,
অশাসিত কর্ম্মসংশ্রয়
কর্ম্মীদিগকে
অসাধু শোষক ক'রে তুলতে
প্ররোচিত ক'রে তোলে। ৩০৮।

দুষ্কৃতি যেখানে যেমন
সমর্থনদীপ্ত—
দুরদৃষ্টও দুরত্যয় তেমনই। ৩০৯।

গোঁ যা'র ইষ্টীপূত বোধ-বিনায়িত,
দক্ষকুশল সুনিষ্পাদন-তৎপর,—
কৃতী-চলন তা'র স্বতঃসিদ্ধ। ৩১০।

তোমার ভাল আবেগ
ভাল কাজে যদি মূর্ত্ত না হয়—
তবে ঠিকই জেনো
তুমি হারালে তা'। ৩১১।

সমীচীন কর্ম্মপ্রবৃত্তি আনে
সমীচীন বোধ,
সমীচীন বোধ আনে সমীচীন প্রেরণা,
সমীচীন প্রেরণা আনে উৎকৃতি,

উৎকৃতি আনে উৎকর্ষ,
আর, উৎকর্ষ আনে উদ্বর্দ্ধনা । ৩১২ ।

ঈশ্বরানুরাগে মন গেরো দিয়ে
বৈরাগ্য হাতে নিয়ে
সংসার করতে হয়—
কৃতী হ'য়ে,
যে-কৃতী
সে-ই সাধু সত্যিকারের । ৩১৩ ।

যা' অবশ্য করণীয়—
তা'তে বদ্ধপরিকর হও,
বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট হ'তে যেও না,—
অতি আবশ্যকীয় যা', তা' ক'রে
যেমন পার তা' ক'রো । ৩১৪ ।

তোমার প্রিয়পরমের
যা'তে স্বস্তিলাভ হয়—বাস্তবে,—
তা'ই তোমার মুখ্য কর্ম্ম,
তা' ছাড়া, আর সবই
গৌণ ব'লেই ধ'রে নিতে পার । ৩১৫ ।

তোমার মুখ্য করণীয় যা',
তা'ই আগে নিষ্পাদন কর
সুষ্ঠু ব্যবস্থিতিতে,
গৌণ যা'
তা'কে তোমার অবস্থানুপাতিক

যেমনতর সম্ভব
তেমনি ক'রেই নিষ্পন্ন ক'রে তুলো । ৩১৬ ।

আজকে যা' করতে পার,
কাল করবে ব'লে তা' ফেলে রেখো না—
বিশেষতঃ সৎ বা শুভপ্রসূ যা',
তাহ'লে, করা কিন্তু কালের কবলে,
কৃতি-সম্বেগ হারিয়ে ফেলবে তুমি । ৩১৭ ।

আজকেই যা' করণীয়—
তা' এক্ষুণি কর,
কাল করবে ব'লে রেখে দিও না,
ঠকবে কম,
আপশোসে হতভম্ব হ'তে হবে কমই ;
আর, এতে চরিত্রও
ত্বরিতসম্বেগী হ'য়ে ওঠে—
দক্ষ কুশলকৌশলী বোধায়নী তাৎপর্য্যে । ৩১৮ ।

যে-বিষয়ে যখন যা' যা' করণীয়—
তা' যদি না কর,
সেইগুলি সমবেতভাবে
যখন তোমাকে পেয়ে বসবে,
বা গ্রহণ করবে,
ঐ গ্রহ-বৈগুণ্যের নিগ্রহ-আধিপত্যে
তোমাকে নাজেহাল হ'তেই হবে কিন্তু,
রেহাই পেতে
এগিয়ে যাওয়ার শক্তি
অনেকখানি নষ্ট করতে হবে । ৩১৯ ।

যেগুলি অবশ্য-করণীয়
তা' পর্য্যায়ক্রমে
মস্তিষ্কে যতদূর সাজিয়ে নিতে পার,
সাজিয়ে নাও—
সব দিকটা এঁচে নিয়ে,
আর, ক'রেও চল তা'ই,
এই করায়
পর্য্যায়ী পদক্ষেপের মাঝখানে
যেগুলি এসে পড়ে
সেগুলিকে এমনভাবে বিন্যাস ক'রে নাও,—
যা'তে ঐ করণীয়গুলি ব্যাহত না হয় ;
এমনতর দূরদৃষ্টি ও দীর্ঘচিন্তনের অভাবে
পণ্ডতারই শিকার হ'য়ে উঠে থাকে অনেকেই,
সব সময়
আপশোসের ভেঙচানি নিয়ে
দিন গুজরাতে হয়
একটা অসার শ্লথ-ব্যক্তিত্বে উপনীত হ'য়ে ;
কৃতীই যদি হ'তে চাও—
করবে যা'—
তা'তে তক্ষুণি হস্তক্ষেপ কর ;
সব করার ভিতরে যদি
এমনতর তালিম নিয়েই চল,
যা'তে ঐ পর্য্যায়ের প্রত্যেকটি
সংসিদ্ধ হ'য়ে ওঠে তোমার কাছে—
একটা সার্থক অন্বিত কৃতকার্য্যতায়,—
আনন্দই পাবে—
কৃতার্থ হবে, সামর্থ্যও বাড়বে,
পাঁকে পা পড়বে কমই । ৩২০ ।

সব সময় সব কাজে বিবেক-চক্ষু নিয়ে
নজর ক'রে দেখো—

কী করলে কী হ'তে পারে,
তার ফলই বা কী,
কুফলই বা কী,
কীই বা ভাল হ'তে পারে,
আবার কীই বা মন্দ হ'তে পারে—
ভবিষ্যতে বা বর্ত্তমানে ;
যদি করণীয় হয়,
কুফলকে কী ক'রে
নিরোধ করতে পারা যায়,
সুফলকেই বা কী ক'রে
সন্দীপিত ক'রে তুলতে পারা যায়,—
এই সব বিবেচনা ক'রে
মন্দ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে
সু-এ সমাধান করতে যত্নবান থেকো ;
আর, কৃতি-তৎপরতা নিয়ে
যেমন ক'রে সেগুলিকে
সুবিনায়িত করা যায়,—
তা'র একটুও ত্রুটি ক'রো না ;
প্রায়শঃই অনেক আপদ্ থেকেই রেহাই পাবে ।৩২১।

যেখানেই যাও না কেন,
যে-ব্যাপৃতির ভিতরই পড় না কেন,—
প্রথমেই মুখ্যতঃ ইষ্টার্থ-করণীয় যা'
তা'কে প্রথম ও প্রধান ক'রে নিয়ে
তৎ-উদ্দেশ্যে
নিজেকে অন্তরাসী ও স্বার্থান্বিত ক'রে তুলে'
তা'কেই মূর্ত্ত করতে,
অবিলম্বে বাস্তবে রূপায়িত করতে
যা'-যা' করণীয়—
তড়িৎ-সম্বেগ নিয়ে তা'র জন্য প্রস্তুত হবে

নিটোলভাবে—অদ্রোহী সংগঠনে ;
দ্বিতীয়তঃ, তোমার ঐ করণীয়
বাস্তবে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে
যে-যে উপকরণের দরকার
সেগুলির সংস্থান ক'রে
সমাবেশ ক'রে তুলবে,
আর, তা'র বাস্তব সংঘটনে
যাদুদণ্ডের মতন
বিহিত সৌকর্য্যে তা'কে ফুটিয়ে তুলবে—
শ্রেয়ার্থ-সন্দীপী গৌণ যা'
তা'তেও মনোনিবেশ ক'রে ;
তৃতীয়তঃ, সঙ্গে-সঙ্গেই দেখবে
দৃষ্টিকে একটু সুদূরপ্রসারী ক'রে—
যা' গ'ড়ে তুলছ তা'র পোষণ-পুষ্টি
সুযোগ ও সুবিধার জন্য
কী-কী প্রয়োজন,
কী-সমাবেশ ও সংহতির সৌকর্য্য-পরিচর্য্যায়
সেটা স্বতঃ-জীয়ন্ত হ'য়ে থাকে ;
তা' করতে যা'-যা' করণীয়—
সেগুলির বিহিত ব্যবস্থা ও বিন্যাস ক'রে
সমাধানী কৃতিত্ব নিয়ে
ইষ্ট বা শ্রেয়কে অর্ঘ্য দিয়ে
আত্মপ্রসাদী অভিনন্দনায়
সার্থক ক'রে তুলবে নিজেকে ;
এ হ'চ্ছে সেই মরকোচ
যা', তুমি না চাইলেও
তোমার আত্মস্বার্থকে
আপনা-আপনি
উচ্ছল-চলনায় প্রবাহিত ক'রে তুলবে ;
আর, এমনটি ক'রে না-করতে পারলেই
স্বার্থগৃধ্নু অকৃতকার্য্যতা

বিদ্রূপাত্মক বিড়ম্বনায়
তোমাকে
বিপাকেই প্ররোচিত ক'রে নিয়ে যাবে । ৩২২ ।

বিরাম-বিলাসিতায় সুখ নেই,
সুকেন্দ্রিক আত্মনিয়মনী তৎপরতা নিয়ে
সুধীসক্রিয় সম্বেগের ভিতর-দিয়ে
ব্যতিক্রমকে ব্যর্থ ক'রে
নিষ্পন্নতায় উপনীত হওয়াই সুখ,
আর, আনন্দও তা'তেই । ৩২৩ ।

উপচয়ী সুকেন্দ্রিক চলন,
ফুল্ল সঙ্কল্প,
হৃদ্য ব্যবহার,
উপস্থিত বুদ্ধি,
সক্রিয় তৎপরতা—
এইগুলির সার্থক-সমন্বয়ী চলনই
কৃতিত্বে এগিয়ে নিয়ে যায়,
যা'র ফলে, প্রসাদ-অভিদীপনায়
মানুষ কৃতার্থ হ'য়ে ওঠে । ৩২৪ ।

শ্রেয়ার্থ-সম্বোধির সহিত
তদর্থ-সঙ্গতি নিয়ে
তোমার করা যেমন
পাওয়াকে আমন্ত্রণ করবে,—
ঈশ্বরের কৃপাও তুমি পাবে তেমনি । ৩২৫ ।

শ্রেয়ার্থী ব'লে যা' সিদ্ধান্ত করেছ,
করতেই যদি চাও তা',—

বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের সুসঙ্গত চলনায়
তড়িৎ-ঘড়িৎ নিষ্পন্ন ক'রে ফেল,
নয়তো, বিলম্বে
বিশৃঙ্খল হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। ৩২৬।

ইষ্টার্থী চলনে চল,
মাথায় ফন্দি আঁট,
ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা ক'রে
সিদ্ধান্তে উপনীত হও,—
হাতেকলমে কাজ ক'রে
বাস্তবে উৎপাদিত কর তা'কে ;
এমনতর দীপনা নিয়েই
তোমাদের জীবন সঞ্চালিত হো'ক,
—ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে উঠবে তা'। ৩২৭।

কল্যাণ-আরতি নিয়ে
জীবন-চলনার জন্য যা'ই কর না কেন—
নিষ্পাদনী নিরতি নিয়ে চলতে থাক,
প্রতিটি পদক্ষেপে
প্রিয়পরমকে খোঁজ কর—
স্বর্গের পথে চলতে-চলতে,—
পূত যা'
সবই তোমার সহযোগী হবে। ৩২৮।

যে যেমন যোগ্যতাপালী—
নিখুঁত কৃতিচলনের
সামঞ্জস্য-বিধায়নী তৎপরতা নিয়ে,—
ঈশ্বর-কৃপাও সেখানে
তেমনই উচ্ছল। ৩২৯।

তোমার ইচ্ছা, অভিনিবেশ ও কৃতিচলন
যেমনতর সার্থক-সঙ্গতি নিয়ে
চলতে থাকে,
ঈশ্বর-অনুগ্রহও
তেমনতর প্রতিফলনে
বাস্তব ফলপ্রসূ হ'য়ে
আবির্ভূত হ'য়ে থাকে। ৩৩০।

এমন কর্ম্ম কমই আছে
যা' সর্ব্বতোভাবে দোষমুক্ত,
কিন্তু যা'ই কর না—
ইষ্টার্থকে স্বার্থ ক'রে নিয়ে
তাঁ'র উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
সক্রিয়ভাবে তা'কে বাস্তবায়িত ক'রে তোল,
ঐ বাস্তব মূর্ত্তনাই
তা'র অন্তর্নিহিত দূষ্য যা'
তা' সংশুদ্ধ ক'রে তুলবে। ৩৩১।

সুকেন্দ্রিক, সুসঙ্গত,
সুনিষ্পন্ন সার্থক-উপচয়ী কর্ম্মই
মানুষের বরপ্রদ,
তা' মানুষকে
ধর্ম্মে-অর্থে-কামনায়-মোক্ষে
তৃপ্ত ও অভিদীপ্ত ক'রে তুলতে পারে;
ঈশ্বরের পরম পূজাই হ'চ্ছে—
অকুণ্ঠ আগ্রহ-অর্ঘ্যান্বিত
সঙ্গতিশীল, সুকেন্দ্রিক, সুব্যবস্থ
বোধিবিজৃম্ভী কর্ম্মানুদীপনা,
তা'র সার্থকতাই প্রাপ্তিতে। ৩৩২।

সুসঙ্গত পর্য্যালোচনায়
বিন্যাস ও নির্দ্ধারণ ক'রে
প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যপালী বর্দ্ধনী অভিযানকে
অব্যাহত রেখে চলতে থাক,
তা'র ব্যতিক্রম ও বিপর্য্যয়কে
বিহিতভাবে এড়িয়ে বা নিরোধ ক'রে
যা' করবার তা' কর,
নয়তো, ভবিষ্যতে আপশোস ক'রেও
আর কূল-কিনারা পাওয়া কঠিন। ৩৩৩।

তুমি উর্জ্জী ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
অর্জ্জনপটু হ'য়ে ওঠ—
যা' দিয়ে তাঁ'কে
পোষণ-পরিভৃত ক'রে তুলতে পার,
কাজে সাশ্রয়ী হ'য়ে ওঠ,
কত কমে, কত সত্বর, কত সুন্দরে
নিষ্পন্ন ক'রে তুলতে পার—
তা'ই চেষ্টা কর,
আর, এই হ'চ্ছে তোমার দক্ষতার দক্ষিণা। ৩৩৪।

যা' করবে
তা' যেন শ্রেয়ার্থ-নিষ্যন্দী হয়,
আর, সুসঙ্গতি নিয়ে
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তা' ক'রো,
না-ক'রে বা এলোমেলো কিছু ক'রে
ধাপ্পাবাজির মহড়ায়
সাধুবাদের প্রত্যাশা করতে যেও না,—
করার ভিতর যতখানি ফাঁকি থাকবে—
অজ্ঞও থাকবে তুমি ততখানি,

ফলে, পরিণামে
প্রাপ্তি তোমাকে বিদ্রূপ করবে,
ফাঁকির উপঢৌকনেই
কৃতার্থ হ'তে হবে কিন্তু । ৩৩৫ ।

কিছু করার পূর্ব্বে
বরং হাজারবার ভেবে নিও—
একটা সুসঙ্গত তালিমী অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে,—
তা' কতখানি তোমার শ্রেয়ার্থপোষণী,
এবং তা'
অন্য কী-পরিণতি লাভ করতে পারে,
এতে যদি করণীয় মনে কর—
তা' ক'রো,
আর, ধরলে তা' ছেড়ো না,
যতক্ষণ তা' সুসিদ্ধ না হ'য়ে ওঠে—
ঐ শ্রেয়ার্থপোষণী হ'য়ে ;
তবে দেখো, উল্টো কিছু না ঘটে,
আর, ফল যদি উল্টো
অর্থাৎ শ্রেয়ার্থ-অপচয়ী হয়—
তোমার ঐ মনের বাঁকের খাতিরে
তা' কিছুতেই করতে যেও না । ৩৩৬ ।

তোমার কর্ম্মফল প্রস্তুতই হ'য়ে আছে
তা'র প্রতিক্রিয়া নিয়ে,
আনুক্রমিক অবস্থা পেলেই
প্রকট হ'য়ে উঠবে—
তা' ভাল থাক্ আর মন্দই থাক্,
ওকে যদি নিয়ন্ত্রিতই করতে চাও—
একানুবর্ত্তিতা নিয়ে

শ্রেয়ার্থী কর্ম্মে
নিজেকে নিয়োজিত কর বাস্তবে
এমনতরভাবে—
যা'তে
যেমন যা'ই কেন না ক'রে থাক,
সেগুলিকে অতিক্রম ক'রে
শ্রেয়ার্থী যা'—তাই-ই প্রাধান্য লাভ করে,
তাহ'লে ঐ প্রতিক্রিয়া এলেও
শ্রেয়ার্থী যা' করেছ
তা'র আনুক্রমিক অবস্থা
প্রতিযোগী হ'য়ে
ঐ প্রতিক্রিয়াকে
শিথিল, সামান্য বা নষ্ট ক'রে দেবে,
এবং ভালকেও
সহযোগিতায় সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলবে ;
নয়তো, যেমনই চল না কেন—
ঐ কর্ম্মফল অনিবার্য্য হ'য়ে
তোমাকে আনুপাতিক আক্রমণ
করবেই কি করবে। ৩৩৭।

যাঁ'র অনুজ্ঞা বা নিদেশের
ত্বরিত ও সুন্দর নিষ্পন্নতা
তোমার জীবনকে
সুবিনায়িত ও সুব্যবস্থ ক'রে তুলবে,—
শ্রদ্ধানুসেবনার ভিতর-দিয়ে
তাঁ'র নিদেশ-পরিপালনই
তোমার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য,
তারপর আর যা' সব। ৩৩৮।

যা' করবে,
তা'র পুরোপুরি দায়িত্ব নিয়ে

তা'র সমাধান ক'রো,
তোমার অলস বেকুবি দায়িত্ব
ঈশ্বরের উপর ন্যস্ত করতে যেও না—
তাঁ'কে প্রলুব্ধ ক'রে,
বরং নিষ্পন্নতার
উৎসর্জ্জনী আনন্দ দিয়ে
তাঁ'কে অভিনন্দিত কর,
গৌরব-অর্ঘ্য সাজিয়ে
তাঁ'কে নৈবেদ্য অর্পণ কর। ৩৩৯।

যা'রা করে,
কৃতী চলনে চলে,—
মানুষ দোষও দেখে তা'দের বেশী,
তাই, যা'র যেমন পছন্দ
তেমনই ব'লে থাকে তা'দের,
কিন্তু দোষ দেখে ব'লে
করায় নিবৃত্ত থাকা ভাল নয়,
বরং সমীচীন বিবেচনায়
দোষত্রুটিগুলিকে সংশোধন ও বিনায়িত ক'রে
শুভ-নিষ্পন্নতায়
সম্বর্দ্ধনার পথে চলাই হ'চ্ছে—
কৃতার্থতার সার্থক পন্থা,
ঘাবড়ে যেও না,
নজর রাখ,
বিহিতভাবে চল। ৩৪০।

যে যা'ই বলুক না কেন,—
যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি কর্ম্ম
কখনই ত্যাগ ক'রো না,

প্রবৃত্তি-সঞ্জাত-প্রত্যাশাগুলিকে ত্যাগ ক'রে
আচার্য্য-পরিচর্য্যায় নিরত থেকে
বিহিতভাবে সেগুলিতে নিরতই থেকো ;
ঐ কর্ম্মই
তোমার প্রবৃত্তি-কর্ম্মের গ্রন্থি ভেদ ক'রে
তোমাকে সৎ-সম্বর্দ্ধনায়
নিয়োজিত ক'রে তুলবে। ৩৪১।

উপযুক্ত আচার্য্য-সন্নিধানে
আত্মনিবেদনে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
দীক্ষিত হও,
ইষ্টানুগ আত্মনিয়ন্ত্রণে
শিক্ষিত হও,
সামঞ্জস্যের সহিত
সার্থক অন্বয়ে
অনুসৃত কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
সার্থক প্রজ্ঞা লাভ কর—
নিষ্ঠানিপুণ তৎপরতায়,
আর, এ না ক'রে যা'ই করতে যাবে,
সে-করা তোমাকে যেমনই ক'রে তুলুক—
আত্মপ্রতারণার আপশোস-উপঢৌকনই
প্রাপ্য হ'য়ে উঠবে পরিশেষে,
তাই, সাবধান হও এখন থেকেই,—
করণীয়কে উপেক্ষা ক'রে
কৃতী হ'তে যেও না। ৩৪২।

যদি জন্মেছ—
শ্রেয়নিষ্ঠ হও,
কল্যাণ-মন্ত্রী হও,

কৃতিতপা হও—
শ্রেয়তে সব-কিছু বিনায়িত ক'রে
সার্থক সঙ্গতির শুভ ছন্দে
কৃতিরাগ-নন্দনায় ;
জয়ের উল্লাস উপভোগ ক'রে চল—
সত্তাকে সার্থক ক'রে
ধীমত্তার কুশল-দক্ষতায়,
ব্যাপ্তির কৃতি-অঙ্কে,
সবিতৃ-সৌর্য্যে । ৩৪৩ ।

তোমার জীবন-দাঁড়া যিনি—
তাঁ'র স্বস্তি, সম্বর্দ্ধনা ও নিরাপত্তার জন্য
যা'-কিছু করণীয়
তা'ই মুখ্য,
তা' বাদে আর যা'-কিছু করণীয়—
তা'কে গৌণ কর্ম্ম ব'লে বিবেচনা ক'রো,
এবং প্রয়োজন-আনুপাতিক
তোমার সাধ্যে যেমন কুলোয়,
তেমনি ক'রেই নিষ্পন্ন ক'রো তা'—
সমীচীনভাবে,
যা'তে তোমার মুখ্য জীবন-চলনার
সহায়ক হ'য়ে ওঠে তা' । ৩৪৪ ।

তোমার পক্ষে শ্রেয় যিনি—
মুখ্য যিনি তোমার জীবনে—
বা শ্রেয়ার্থসন্দীপী যা'
তা'কে অবজ্ঞা ক'রে যা'ই কর না—
তা'ই কিন্তু তোমার পক্ষে
অপচয়ী ও অপকর্ষী,

কারণ, তা'তে তোমার বোধ ও বৃত্তি
সংহতি-সার্থক হ'য়ে উঠবে না—
বিভ্রান্ত বিচ্ছিন্নতাতেই বিকীর্ণ হ'য়ে চলবে,
বোধি ও ব্যক্তিত্ব
দানা বেঁধে উঠবে না তোমাতে ;
তাই, শ্রেয়-পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যেখানে যেমনতর যা' করণীয়—
তা' কর,
ব্যক্তিত্ব
বিবর্দ্ধনে জলুস-মণ্ডিত হ'য়ে উঠবে। ৩৪৫।

প্রিয় যিনি তোমার
তোমার জীবনে মুখ্য যিনি—
তোমার বাক্, ব্যবহার ও কর্ম্ম
যত তৎপ্রসাদনী, মনোজ্ঞ হ'য়ে উঠবে—
সঙ্গতি ও সমর্থন বজায় রেখে
সুনিষ্ঠ অচ্যুত দায়িত্বে—
তা'তে তুমিও সুখী হবে,
তিনিও সুখী হবেন ;
আর, তা' ইষ্টার্থদ্যোতক যতই হবে—
সবারই শ্রদ্ধার্হ হ'য়ে উঠবে তুমি,
তৃপ্তিপ্রদ হবে সবারই,
ব্যবহার, অনুচর্য্যা ও সেবার ভিতর-দিয়ে
কুশল-তাৎপর্য্য নিয়ে দাঁড়াবে
সবারই অন্তরে,
সার্থক হবে তুমি
সার্থক হবে তোমার প্রিয়—
তৃপ্তির নন্দনায়
পরিবেশও নন্দিত হ'য়ে উঠবে। ৩৪৬।

তোমার প্রিয়পরমই হউন,
আচার্য্য বা সদ্‌গুরুই হউন,
পূজনীয় শ্রেয়ই হউন,
তাঁ'র সেবানুচর্য্যী কোন কাজে—
এক-কথায়, তাঁ'র উপচয়ী
শুভ-অনুধ্যায়ী কোন কাজে
বিশেষ অভিনিবেশের সহিত
সতর্ক শুভ-সন্ধিৎসায়
সুবীক্ষণী তৎপরতায়
সত্বর যা'তে নিষ্পন্ন করতে পার,
তা' করবেই কি করবে—
একটা কৃতি-সম্বেগ-সন্দীপ্ত আগ্রহ নিয়ে,
যা'তে ক'রে কৃতার্থ হ'তে পার—
তাঁ'কে প্রসাদ-প্রদীপ্ত ক'রে,
এই অভ্যাস তোমার সবকাজেই
নিয়োজিত হ'য়ে উঠবে,
আর, কৃতী হবার পথও
প্রশস্ত হ'য়ে উঠবে সঙ্গে-সঙ্গে,
খেয়াল রেখো—
ভুল ক'রো না,
উপেক্ষা ক'রো না। ৩৪৭।

তোমার জীবনে শ্রেয় যিনি,
প্রেয় যিনি,
তাঁ'র সত্তাপোষণী অনুচর্য্যাই
তোমার প্রথম, প্রধান ও মুখ্য কর্ম্ম,
আর, গৌণ তা'ই
যা' ঐ মুখ্য কর্ম্মকে
সুবিধা ও সাশ্রয়ে
সুনিষ্পন্ন করতে সাহায্য করে—

উপচয়ে সম্বৃদ্ধ ক'রে,
তা'র অন্তরায়গুলিকে নিরসন ক'রে। ৩৪৮।

তোমার শ্রেয় যিনি
বা কোন গুরুজন
তোমার সাথে যদি কেবলই
তোমার খোশমেজাজী কথাই বলেন
বা ব্যবহার করেন,
ভুলত্রুটিগুলিকে দেখিয়ে না দেন,
আর, দেখিয়ে বিহিত নির্দ্দেশ দিলেও
শ্রদ্ধাবনত বিনয়ের সহিত
সেগুলিকে গ্রহণ ক'রে
যদি অনুশীলন না কর,
তা'তে অভ্যস্ত হ'য়ে না ওঠ,
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে
বিশেষ সুবিধাজনক নয়কো,
এর ফলে, তুমি যা'ই কর না কেন—
তা' যদি ভুলত্রুটিসম্পন্নও হয়,
তুমি তা'কে সমর্থনই ক'রে চলবে,
তোমার দাম্ভিক দীপনাই বেড়ে চলবে,
শ্রদ্ধাবনত বিনয় প্রায়শঃই
তিরোহিত হ'তে থাকবে
তোমার অন্তর হ'তে ;
তাই শোন,
অমনতর প্রত্যাশা নিয়ে কখনই চ'লো না,
ভুলত্রুটি যদি কেউ দেখিয়ে দেয়—
তা' বেশ ক'রে বুঝে
বাক্য, ব্যবহার ও চলনের সাথে মিলিয়ে দেখ,
আর, উচিত যা'
তা'তে অনুশীলন-অভ্যস্ত হ'তে

এতটুকু ত্রুটি ক'রো না,
নয়তো, সিন্ধুকূলেও
তোমার জলাভাব ঘুচবে না কিন্তু । ৩৪৯ ।

অচ্যুত প্রেয়নিষ্ঠ সম্বেগ-সন্দীপনায়
সুদর্শন-তৎপর হ'য়ে
বেপরোয়া হিসাবী চলনে
যত চলতে পারবে,—
জীবনকে উপভোগও করবে তুমি তেমনি,
আর, প্রত্যেক করাটি যেন
প্রত্যেক চলাটি যেন
সার্থক চলনে চলতে থাকে,
একটি শিকলও যেন না ছেঁড়ে,
একটা বাঁধনও যেন না টোটে,
ক্ষিপ্র তৎপরতায়
একটা সুনিষ্ঠ উদ্দাম উদ্যোগ নিয়ে
করার পথে চলতে থাক—
যা'তে কৃতার্থ হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে—
এমনতর নির্ঘাত অনুনয়নে,
আর, ঐ তো জীবনের কৃতী উপভোগ । ৩৫০ ।

তুমি সর্ব্বতোভাবে একায়িত হ'য়ে চল—
একেরই সত্তাস্বার্থে
নিজেকে অন্বিত ক'রে,
ঐ তাঁ'রই উপচয়ী কর্ম্মনিরতি নিয়ে,
শুভ-সন্ধিক্ষু তৎপরতায়,
অভিপ্রায়-অভিসারী দক্ষ আপূরণা নিয়ে ;
নয়তো, কখনও তুমি তাঁ'র,
আবার কখনও তুমি তোমার,

তা' কিন্তু মুশকিলেরই স্রষ্টা ;
দক্ষকুশল তাৎপর্য্যে একায়িত হও,
আর, স্বস্তি-সলীল হ'য়ে এগিয়ে চল । ৩৫১ ।

অন্ততঃ এতটুকু দক্ষ নজর নিয়ে চ'লো,
যা'তে
তোমার চিন্তা, বাক্য, কর্ম্ম ইত্যাদি
সর্ব্বতঃ-অন্বয়ী তৎপরতায়
বাস্তবভাবে
তোমার আদর্শ বা কেন্দ্রপুরুষ যিনি,
তাঁ'র উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী
ও প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী হয় ;
সেটাকে বজায় রেখে—
আর-আর যেখানে যা' করণীয়
তা'কে শুভে নিষ্পন্ন ক'রে তুলো' ;
তোমার সহজ চলাটাকেই
এমনতর ক'রে ফেল,—
দেখবে—
আত্মপ্রসাদ
তোমাকে নন্দিত ক'রে তুলবে । ৩৫২ ।

একনিষ্ঠ অনুধায়িনী তৎপরতা নিয়ে
শ্রেয়-নির্দেশকে
ত্বরিত কর্ম্মতৎপরতায়
কুশল কলায়
সার্থক-উপচয়ী সঙ্গতিতে
নিষ্পন্ন বা মূর্ত্ত করতে পারে যে যেমনতর,—
তা'র অন্তর্নিহিত
ধী-বিনায়িত যোগাবেগ

কৃতিমুখর স্ফুরণায়
তেমনতরই জাগ্রত—
প্রত্যাশাবিক্ষোভরহিত হ'য়ে ;
এমনতর সন্দীপ্ত অনুচলন দেখেই
বুঝতে পারবে—
কী-বর্ত্তমানের উপর দাঁড়িয়ে
ভবিষ্যৎকে কেমনতরভাবে
কী-মূর্ত্তনায়
শ্রীমণ্ডিত ক'রে তোলা যায়—
পারিবেশিক সহযোগিতার
সুবিনায়নী তাৎপর্য্যে ;
যখন থেকেই এটা যেমনভাবে মাথা তোলা দেবে—
যেমনতর ক্রমাগতি নিয়ে,
তখন থেকেই ভবিষ্যৎকে
এঁচে নিতে পারবে তেমনি । ৩৫৩ ।

নিষ্ঠা-অনুশ্রয়ী হ'য়ে
করতেই হবে—
এমনতর সম্বেগী প্রবণতা নিয়ে
ঐ কর্ম্মে বাস্তবভাবে
নিজেকে নিয়োগ করাই হ'চ্ছে—
সঙ্কল্পের তাৎপর্য্য ;
সঙ্কল্প মানেই হ'চ্ছে—
সম্যক্‌ভাবে সৃষ্টি করা,
অর্থাৎ যোগ্যতায় জীয়ন্ত হ'য়ে উৎপাদন করা ;
তুমি মনে-মনে চিন্তা করলে—
করা উচিত বা করতেই হবে,
ভাবছই, কিন্তু করছ না,
এতে তোমার সঙ্কল্প-আবেগ
ব্যাহতই হ'তে থাকবে,

হীনপ্রভই হ'তে থাকবে ;
কী করবে
তা' সিদ্ধান্তে এনে ফেল,
তা'কে ধর,
প'রে যেমন ক'রে তা' করতে হয়,
তা' কর—
অন্তরায়গুলিকে নিরসন ক'রে ;
আর, করার ভিতর-দিয়েই
তুমি পাওয়ার উপযুক্ত হ'য়ে উঠবে—
নিজেকে
তদানুপাতিক বিনায়িত করতে-করতে,
আর, এই হওয়াটাই হ'চ্ছে—
পাওয়ার নিষ্পাদনী অভিব্যক্তি । ৩৫৪ ।

নিষ্ঠা-উচ্ছল যোগ্যতাসম্পন্ন
এমন কোন ব্যক্তিকে যদি পাও—
যে তোমাতে অন্তরাসী,
এবং যে সমীচীন ত্বারিত্যে
মিতব্যয়ে
কাজ নিষ্পাদন করতে পারে,
তবে তা'কে তা'র উপযুক্ততামত
কাজের ভার দিতে পার,
এতে তোমার চাহিদামত
কর্ম্মনিষ্পন্ন হবার সম্ভাবনাই বেশী ;
নয়তো, যা'র-তা'র হাতে দিলে
তা'রা পারবেও না,
করবেও না,
এবং অবজ্ঞা ও শৈথিল্যে
শিখবেও না কিছু,
আবার, তুমিও ঠকবে তা'তে ;

অমনতর হ'লে
হাতেকলমে নিজে করা বরং অনেক ভাল,
আর, তাই ক'রো। ৩৫৫।

সুনিষ্ঠ সুকেন্দ্রিক সক্রিয়-তৎপরতায়
সুবিন্যাসের সহিত
সুন্দরভাবে
নিখুঁত দক্ষকুশল তৎপরতায়
কোন কিছুকে নিষ্পন্ন করতে যদি না পার
শুভদ, সুদৃশ্য, হৃদয়গ্রাহী—
এককথায়, সুন্দর ক'রে,—
তবে তুমি শিল্পী হ'তে পারবে না;
তুমি তখনই শিল্পী—
যখন তোমার সময়োপযোগী
তড়িৎ-নিষ্পাদন-প্রবণ অনুধ্যায়ী কর্ম্ম
উপচয়ী সৌষ্ঠব-বিনায়নায়
কোন-কিছুকে সম্পাদিত
বা নিষ্পন্ন ক'রে তুলতে পারবে—
শুভদ, হৃদ্য ও সুঠাম সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত ক'রে;
এই রকম নিষ্পন্নতা
তোমার জীবনকেও
সুষ্ঠু সংস্কৃতি-সম্পন্ন ক'রে তুলবে,
এককথায়, সঙ্গে-সঙ্গে তুমিও
বিন্যাস-ব্যবস্থ সুসংস্কৃত হ'য়ে উঠবে,—
আর, এই হ'চ্ছে বাস্তবভাবে
'সত্যং, শিবং, সুন্দরম্'-এর পূজা;
—'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি'। ৩৫৬।

ইষ্টনিষ্ঠ হও,
প্রীতি-অনুচর্য্যায় তাঁ'কে

শুভস্নাত ক'রে তোল,
আর, ঐ ধারা তোমাকে
প্রাণন-সন্দীপ্ত ক'রে
তাঁ'তে অভিষিক্ত ক'রে তুলুক,
কৃতিশীল হও,
সুচারু সেবায়
সাধু সম্বর্দ্ধনায়
কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত কর,
এতটুকুও ত্রুটিকে প্রশ্রয় দিও না,
সমীচীনভাবে করণীয় যা'-কিছু
নিষ্পন্ন কর—
সমীচীন তাৎপর্য্যে,
সমীচীন ত্বরিত্যে,
নির্ভুলভাবে ;
এমনি ক'রে কৃতী হও,
আর, শ্রদ্ধাপূত এমনতর কৃতী চলন
তোমাকে কৃতকৃতার্থ ক'রে তুলুক,
ওতেই তো তোমার সাত্বত আশীর্ব্বাদ ;
মনে রেখো—
ক'রে যা' পাওনি,
পেলেও তা' তোমার হয়নি,
সাত্বত বীক্ষণায়
সত্তায় সংগ্রথিত হ'য়ে ওঠেনি,
তাই, তা' তোমার নয়। ৩৫৭।

যখন যা' ভাল লাগে—
তা'ই করাই যে ভাল তা' নয়কো,
তোমার ভাল লাগাটা সব সময়ই
ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ হওয়া চাই,
সত্তাপোষণী হওয়া চাই,

ইষ্টার্থ-পরিপোষণী হওয়া চাই—
তবেই তা' ভাল ;
প্রলোভন-প্ররোচিত ভাললাগা
এবং তদানুপাতিক কর্ম্ম করা
অনেক সময় মুখ্যতঃই হো'ক
আর, গৌণতঃই হো'ক,
জীবনকে বিপদ্ ও ব্যতিক্রমেই
পরিচালিত ক'রে থাকে,
ভাললাগা
তোমার যেমনই হো'ক না কেন—
করতে হ'লে
খতিয়ে দেখেই ক'রো । ৩৫৮ ।

প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট শত কর্ম্ম ত্যাগ ক'রেও
তোমার বিরোধী যে
পূত অনুচর্য্যায়
তা'কে বান্ধব ক'রে তুলতে অবজ্ঞা ক'রো না—
অসৎনিরোধী তাৎপর্য্যে,
সহস্র কর্ম্ম ত্যাগ ক'রেও
বৃদ্ধোপসেবনে পরাঙ্মুখ হ'য়ো না,
লক্ষ কর্ম্ম ত্যাগ ক'রেও
শ্রেয়তপা হ'তে ভুলো না,
কোটী কর্ম্ম ত্যাগ ক'রেও
বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ
ইষ্ট-অর্থ-অনুধ্যায়ী ঈশ্বরোপাসনায়
আত্মিক উন্নয়নে
নিজেকে নিয়োজিত করতে ত্রুটি ক'রো না—
সক্রিয় অনুসরণী অনুশীলনে । ৩৫৯ ।

যেখানে যা'ই কর না কেন—
এমন-কি সামান্য ব্যাপারেও,—

তা' যেন বাস্তব হয়,
সদ্ভাবাপন্ন হয়,
মঙ্গলপ্রসূ হয়,
আদরণীয় হয় ;
সুকেন্দ্রিক সুনিষ্ঠ আত্মবিনায়নী তৎপরতা নিয়ে
যতই এমনতরভাবে
যা'-কিছুর সমাধান ক'রে চলতে পারবে,
তুমি 'সত্যং, শিবং, সুন্দরং'-এর
পূজারী হ'য়ে উঠবে তেমনি ;
ঈশ্বরই সত্য-স্বরূপ,
ঈশ্বরই মঙ্গল-স্বরূপ,
তিনি পরম-সুন্দর । ৩৬০ ।

যখনই যা'ই কর না কেন,
তা' সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
সর্ব্বতোভাবে নিষ্পন্ন ক'রে তোল—
তা' যত ছোটই হো'ক
বা যত বড়ই হো'ক না কেন ;
এই নিষ্পাদন-প্রবণতা তোমাকে
আপূরণী সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলবে ;
এই সৌষ্ঠব-অন্বিত নিষ্পন্নতাকে
শ্রেয়ার্থ-আপূরণী ক'রে তোল
মুখ্যভাবে,—
যেন গৌণকেও তা'
বিনায়িত করে তেমনি ক'রে ;
এমনি সৌষ্ঠব-অন্বিত কর্ম্মই
মানুষকে কৃতী সার্থকতায়
ইষ্টার্থ-আপূরণী ক'রে
ধৃতিমান অমরণ-জ্যন্তী ক'রে তোলে,—
ব্যক্তিগত জীবনের বিবর্ত্তনী সার্থকতাই
ঐ পথে,

ঈশ্বর যা'-কিছু সবেরই
পরম সার্থকতা,
তিনিই পরমেশ্বর। ৩৬১।

বোধি, শ্রম, সামর্থ্য, অর্থ
যখন কেন্দ্রায়িত উপচয়ী চলনে
অভিপ্রায়কে মূর্ত্ত ক'রে তোলে
তাই-ই যোগ্যতা,
আর, এইগুলি হ'চ্ছে ঈশ্বর-অনুপ্রেরিত—
মানুষের জন্মগত মূলধন,
এরই
সুকেন্দ্রিক সার্থক সান্বয়ী সমঞ্জস
বাস্তব সম্প্রসারণই হ'চ্ছে
মানুষের সম্পদ্,
আবার, এই সম্পদের
পারস্পরিক সহযোগিতা
যে-সম্বর্দ্ধন নিয়ে আসে,
মানুষের বিবর্দ্ধনী ক্রমও চলে সেই পথে ;
তাই, ইষ্ট বা আদর্শকেন্দ্রিক হও,
তোমার জন্মগত মূলধনকে
তাঁ'তে কেন্দ্রায়িত ক'রে
সান্বয়ী সমঞ্জস সার্থকতায়
তা'কে মূর্ত্ত ক'রে তোল
উপচয়ী সম্বর্দ্ধনাতে—
প্রাপ্তি
সম্পদ্-রূপায়ণে
বিবর্ত্তিত হ'য়েই চলতে থাকবে ;
মনে রেখো, যা'ই কর—
তা' যতই জলুসওয়ালা হো'ক না কেন,
কেন্দ্রায়িত অন্তরাসী হ'য়ে

তা'কে যতক্ষণ সার্থক ক'রে না তুলতে পারছ—
সেগুলি কর্ম্ম-আবর্জ্জনা ছাড়া
আর কিছুই হবে না। ৩৬২।

কেউ যদি কোন কথা বলে,
আর, তা' যদি তোমার
ইষ্টানিদেশের পরিপন্থী হয়—
সাত্বত না হয়,
তা' গ্রহণ ক'রো না,
আর, তা' গ্রহণ ক'রে যদি চল—
তোমার চলন
ক্রমশঃই খঞ্জ হ'য়ে উঠতে থাকবে,
বাক্য, ব্যবহার, আচরণও
তদানুপাতিক বিকৃত হ'য়েই চলতে থাকবে ;
ঠিক জেনো—
তোমার ইষ্টানিদেশের পরিপন্থী যা',
সাত্বত পরিবেদনার পরিপন্থী যা',
তা' তোমার সাত্ত্বিক চলন
অর্থাৎ সত্তাচলনকে
ব্যাহত করবেই কি করবে ;
তাই, স্মরণ যেন থাকে—
যেমনই হও,
আর যাই-ই হও,
ইষ্টানিদেশকে
তোমার সাত্ত্বিক দণ্ডের মতন
আঁকড়ে ধ'রে চলতে হবে ;
তা' তোমার এলোমেলো যা'-কিছু চলনকে
নানা রকমারির ভিতর-দিয়ে
বিনায়িত করতে-করতে
সঙ্গতিশীল অর্থনা নিয়ে

বোধদীপ্ত উদ্দীপনায়
তোমার ব্যক্তিত্বকে
উল্লোল ক'রে তুলবে,
নানা বিপর্য্যয়ের ভিতরেও দেখতে পাবে—
ক্রমশঃই তুমি
সাত্বত-সুন্দর সম্বর্দ্ধনার
অধিকারী হ'য়ে চলেছ,
আর, অন্যকেও ঐ অধিকারে
উৎসারণশীল ক'রে তুলতে পারছ,
তোমার পবিত্র হৃদয়স্পর্শ
মানুষকে প্রসাদমণ্ডিত ক'রে তুলছে ;
ক্রমশঃই দেখতে পাবে—
যতই ঐ সম্বর্দ্ধনায় এগিয়ে চলতে থাকবে,
শুভ 'স্বাগতম্'-অভ্যর্থনায়
আশিস্ বিতরণ করছে তোমাকে ;
কল্যাণ
কলনিনাদে কল্লোল নৃত্যে
কাকলি-ছন্দে
কৃতি-উৎসারণায়
অঢেল হ'য়ে চলেছে—
তোমার ব্যক্তিত্বকে পরিপ্লাবিত ক'রে ;
সুখে থাকা ও সুখে রাখা
স্বস্তিপ্রসন্ন নন্দনায়
নৃত্যমুখর হো'ক তোমাতে। ৩৬৩।

সু-সংশ্রয়ী হও,
আর, সু-সাশ্রয়ী হও,
অমনোযোগী অপব্যয়ী হ'তে যেও না—
কি-গৃহস্থালী ব্যাপারে
বা অন্যের পরিচর্য্যায় ;

পার তো কয়লার ছাই ফেলে
জ্বালানির উপযুক্ত কয়লাকে রক্ষা কর,
এমনি ক'রেই সব যা'-কিছু ;
যেটুকু যা' করবে—
তা' নিপুণ নিষ্পন্নতা নিয়ে,
খণ্ড-বিনায়নী কর্ম্ম
বোধিকেও
বিচ্ছিন্ন ও বিখণ্ডিত ক'রে তোলে,
ফলে, কর্ম্মানুদীপনাও অমনতরই হ'য়ে ওঠে ;
ঈশ্বর-অনুপ্রাণতা
যতই বৈরাগ্য আনুক না কেন,—
তিনি সব যা'-কিছুতেই পূর্ণ—
নিষ্পাদনী নির্ম্মাতা,
তাই, তুমিও যা'র দায়িত্ব নিয়ে নিষ্পাদন করবে
তা' নৈপুণ্যের সহিত—সর্ব্বতোভাবে,
নিখুঁত ক'রে,
এই অভ্যস্ত নিখুঁত প্রবৃত্তি ও প্রবোধনা
তোমার নিখুঁত বিবর্ত্তনের সাথীয়া কিন্তু,
ভুলো না,
অবজ্ঞা ক'রো না,
ধর, কর, চল, হও, পাও,—
সার্থকতা তোমাকে
ঈশ্বরে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলুক। ৩৬৪।

যোগ্যতাকে বাড়াও,
এ বাড়ানর ধান্ধা নিয়েই
নিজেকে ব্যাপৃত রাখ,
আর, ঐ যোগ্যতার
অনুচর্য্যী অর্জ্জন নিয়ে প্রস্তুত থাক—
তোমার পরম ভিখারীর জন্য—

যিনি তোমার প্রিয়পরম,
ইষ্টদেবতা,
কোন্ মুহূর্তে তিনি তোমার কাছে আসবেন,—
তা'র নিশ্চয়তা নেইকো,
তাই, তাঁ'কে দেবার জন্য
সর্ব্বদাই প্রস্তুত থেকো—
দিয়ে কৃতকৃতার্থ হ'তে,
আর, ঐ অর্জ্জনা
তাঁ'কে নিবেদন ক'রে
প্রসাদস্বরূপ যা' থাকে—
তা'ই দিয়ে
তোমার পরিবার-পরিজনকে
যথাসাধ্য ভরণ-পোষণ ক'রো,
সার্থক মিতিচলনে চ'লো,
বাঁচতে, বাড়তে বিহিত যা'
তা'র বেশী খরচ করতে যেও না,
জীবন চলনায় যা' লাগে
তা' ছাড়া
বাহুল্যের উৎপাত সৃষ্টি ক'রো না,
তোমার এই প্রস্তুতি
সম্বৰ্দ্ধনী পরিচর্য্যায়
যোগ্য হওয়ার যুত চলনায়
তোমাকে প্রসাদ-নন্দনায়
বর্দ্ধনমণ্ডিত ক'রে তুলবে,
আর, এই বর্দ্ধনাই হ'চ্ছে তোমার আশীর্ব্বাদ—
নিয়ন্ত্রণী অনুশাসন। ৩৬৫।

সাত্বত কৰ্ম্ম,
সৎকৰ্ম্ম অর্থাৎ জীবনীয় কৰ্ম্ম
স্বস্তি-সম্বৰ্দ্ধনী কৰ্ম্ম—

তা' তোমারই হো'ক বা অন্যেরই হো'ক,
তা'ই যেন তোমার জীবন-কর্ম্ম হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ কর্ম্মে'র ভিতর-দিয়ে
প্রতিটি কর্ম্মের আবাহন ক'রো
অর্থাৎ আহুতি দিও—
তা'র শুভ নিষ্পন্নতায়,
স্বারিত্যের হোম-আরতি নিয়ে ;
আর, ঐ নিষ্পন্নতা বোধনদীপী ক'রে
অর্ঘ্য দিও
তোমারই প্রেষ্ঠপুরুষ যিনি
তাঁ'কে—
ইষ্টে—
প্রিয়পরমে—
যিনি তোমাদের মূর্ত্ত কল্যাণ ;
এমনি ক'রে তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ
সার্থক হ'য়ে উঠুক,
ধন্য হ'য়ে উঠুক—
ধ্বনন-দীপনায়,
প্রতিপ্রত্যেককে প্রদীপ্ত ক'রে ;
তা'দের সমস্ত প্রবৃত্তি রঙ্গিল হ'য়ে
আরাধনা-তৎপরতায়
ঐ কর্ম্ম-নিষ্পন্নতার আহুতি অর্থাৎ আহ্বান নিয়ে
যেন তোমারই মত
ঐ প্রেষ্ঠ-পুরুষে—
ইষ্টে—
মূর্ত্ত কল্যাণে
অর্ঘ্যাঞ্জলি দিয়ে সার্থক হয় ;
বিধাতার বৈধী-আশীর্ব্বাদ
তোমাদিগকে ধন্য ক'রে তুলুক—
সব দিক-দিয়ে,
সব রকমে। ৩৬৬।

শ্রেয়ার্থ-পরিপূরণী যে-কোনও পথেই
ব্রতী হ'তে যাও না কেন,
প্রথমেই, শ্রেয়পুরুষ যিনি
তাঁ'তে অচ্যুত-অনন্যতায়
এমনতরভাবে
সার্থক অন্বয়ী সঙ্গতি নিয়ে
নিবদ্ধ হ'য়ে ওঠ—
যা'তে তোমার ব্রত
সার্থক হ'য়ে ওঠে তাঁ'তে সর্ব্বতোভাবে ;
ঐ ব্রতে
তুমি এমনতর অন্তরাসী হ'য়ে ওঠ,
স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠ,—
যেন ঐ প্রেরণাই
তোমাকে এমন কর্ম্মঠ
আবেগ-সমৃদ্ধ ক'রে তোলে
বাস্তব সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে,
যা'র ফলে, তোমার বাক্য,
চালচলন, আচার-ব্যবহার, ভাবভঙ্গীতে
একটা সুসঙ্গতি নিয়ে
ঐ ব্রত-তাৎপর্য্যই ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে ;
তারপর, মত-মাথা-উদ্যমে মিলওয়ালা
তোমাতে সশ্রদ্ধ-সংশ্রয়ী
ঐ শ্রেয়ার্থ-নিবদ্ধ
কয়েকজন দায়িত্বশীল অমাত্য নিয়ে
সংহিত হ'য়ে ওঠ,
যা'তে কা'রও অভাবে
ঐ অভিযান ব্যাহত না হয় ;
সঙ্গে-সঙ্গে
বাছা-বাছা সহযোগী সংগ্রহ ক'রে
তোমার বেষ্টনীকে এমন সুদৃঢ় ক'রে তোল—
যা'তে তা'দের প্রত্যেকেই

বোধি-তৎপর
আত্মপ্রসাদী ক্লেশসুখপ্রিয়তা নিয়ে
ক্ষিপ্র অথচ নিপুণ কর্ম্মদক্ষতায়
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যের সহিত
এমন সুদৃঢ় সঙ্গতিসম্পন্ন ও ফুল্ল হ'য়ে থাকে
যা'র ফলে, কোনও কিছুই যেন
ঐ বেষ্টনীকে
বিচ্ছিন্ন বা ভেদ করতে না পারে ;
এ সংগ্রহ করতে যদি দেরীও হয়,
তা'ও ভাল,
কিন্তু বেষ্টনী-সম্পন্ন হ'লেই
দীপ্ত জলুস নিয়ে
ঐ ব্রত-উদ্‌যাপন করতে যা' করতে হয়—
আপ্রাণতার সহিত তা'তেই লেগে যাও ;
মনে যেন থাকে,
পারস্পরিক বান্ধব-নিবদ্ধতা নিয়ে
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মদীপনায়
তা'দিগকে
এমনতর সঙ্গতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠতে হবে—
অনাবিল উদ্বুদ্ধ আবেগের নিরন্তরতায়
অজচ্ছল চলনায় চলায়মান হ'য়ে
প্রস্তুতি, পরাক্রম ও সুব্যবস্থিতি-প্রাবল্যে,—
যা'র ফলে,
তা'দের প্রত্যেকের সংস্রবই
মানুষকে জ্যোতিষ্মান ক'রে তোলে,
দেখবে, অদূরেই
ব্রতদেবতা
মঙ্গল-হস্ত সম্প্রসারিত ক'রে
তোমার দিকে এগিয়ে আসছেন । ৩৬৭ ।

প্রত্যেকের জীবনে

অনেক কিছু সামাল দিয়ে চলতে হয়—
কোথাও নিষ্পন্নতায় সংসিদ্ধি এনে,
কোথাও বা নিরোধে নির্ব্বিঘ্ন হ'য়ে ;
অনেক কিছু করতে হয় ব'লেই
তোমার জীবনে মুখ্য কর্ম্ম যা',
তা'কে যথাসম্ভব
নিয়ত-চলৎশীল ক'রেই রেখো—
শুভ-সংশুদ্ধির
সমীচীন নিয়ন্ত্রণী বিনায়নায়
বোধিবীক্ষণী তৎপরতায়
দেখে, শুনে, বুঝে, ক'রে ;
আর, তা'কেই কেন্দ্র ক'রে
যদি পার
যা'-কিছু করণীয়ের
সঙ্গতিশীল উদ্‌যাপন-বিনায়নায়
তোমার কৃতিদীপনাকে
নিষ্পাদনমুখর ক'রে রেখো—
পারিবেশিক সুসঙ্গতির
সমাহারী তৎপরতায়,
সার্থক-অন্বয়ী উপচয়ী সংসিদ্ধি নিয়ে ;
এই করণের ভিতর-দিয়ে
তোমার শুভ-সন্দীপনী নিয়মনায়
ধী
সার্থকতায় সম্পুষ্ট হ'য়ে উঠবে,
কৃতিত্বের অর্ঘ্য
তোমাকে নন্দিত ক'রে তুলবে,
শীল-সমৃদ্ধ বিস্তারণায়
তোমাকে ভূমায়িত ক'রে তুলবে ;
কিন্তু সব সময়ই মনে রেখো—
ব্যতিক্রম বিক্ষেপেরই স্রষ্টা,
সিদ্ধির পরম শত্রু—

যা' মানুষকে অসঙ্গত, বিক্ষুব্ধ,
বিভ্রান্ত ক'রে তোলে ;
তাই বলি, সুকেন্দ্রিক শ্রেয়-তৎপর হ'য়ে
শুভ-সন্দীপনায়
তোমার মুখ্য করণীয় যা'
তা'কে সিদ্ধার্থী ক'রে
প্রস্বস্তির পথে এগিয়ে যাও,
ঈশ্বরের শুভাশিস্ তোমাকে
নন্দিত ক'রে তুলুক ;
ঈশ্বরই সিদ্ধার্থ,
ঈশ্বরই তপোদীপনা,
ঈশ্বরই কৃতার্থতার পরম উৎস । ৩৬৮ ।

চ্যুতকেন্দ্র হ'য়ে যা'ই করবে,
তা' কিন্তু অন্বিত-সঙ্গতি নিয়ে
সার্থক হ'য়ে উঠবে না তোমার ব্যক্তিত্বে ;
নিষ্পাদনী বহুদর্শিতা
যতই থাক্ না কেন,
তা' বিহিত বিনায়নে
অন্বিত-সঙ্গতি নিয়ে
প্রাজ্ঞ পরিবেদনায়
তোমার ব্যক্তিত্বের বোধিচক্ষুকে
ফুটন্ত ক'রে তুলবে না,
বোধিচক্ষুর দীর্ঘদৃষ্টি
আবিলই হ'য়ে থাকবে,
ব্যবস্থ হবে না তুমি কিছুতেই—
সর্ব্বতঃ-সঙ্গতির অন্বয়-তৎপর সার্থকতা নিয়ে,
শুভ-সুন্দরের বাস্তব-বিধায়নায় ;
তাই, যা'ই কর না কেন,
শ্রেয়-কেন্দ্রিক হ'য়ে

তদর্থ-উপচয়ী অন্বিত সঙ্গতিতে
নিষ্পাদনী কৃতি-দীপনায়
সেগুলিকে সমাধান কর,
সুব্যবস্থ সমাধানগুলি আবার
ঐ নিষ্পাদনী অভিনিবেশ নিয়ে
তোমার বোধিতে সার্থক হ'য়ে উঠুক,
ঐ বোধিই
তোমার ব্যক্তিত্বকে প্রভাবান্বিত ক'রে তুলবে,
স্বভাবে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে ;
ঐ অনুশীলনী অভ্যস্ত যোগ্যতাই হ'চ্ছে—
ব্যক্তিত্বের মঞ্জুল প্রকৃতি ;
ঈশ্বরই প্রকৃতির অধিনায়ক,
তিনিই পরম পুরুষ,
সুকেন্দ্রিক অভ্যাস-অভিদীপনী
অনুশীলনার ভিতর-দিয়েই
তিনি অন্তরে অভিব্যক্ত হ'য়ে ওঠেন,
ভক্তিই তাঁ'র মঞ্জুল স্থণ্ডিল। ৩৬৯।

বেশ ক'রে খতিয়ে দেখো—
কোথায় থেকে বা কোথায় গিয়ে
কেমন ক'রে কত সময়ে
সুফলপ্রদ কী-কাজ করতে পারলে,
আর, সেই খতিয়ানী তৎপরতা নিয়ে
সুচিন্তিত সুব্যবস্থ বিন্যাসে
আরো কত কম সময়ের ভিতর
সার্থক নিয়মনে
সুফলপ্রদ কী-কাজ করা সম্ভব—
তা'র ব্যবস্থা বেশ ক'রে
ক'রে রেখো ;
তুমি হয়তো কোথাও থাকলে বা গেলে

কোন লাভাবহ কাজের দায়িত্ব নিয়ে,
অথচ উপযুক্ত সময়েও
তেমনতর কিছুই ক'রে উঠতে পারলে না,
এমন-কি, তোমার থাকা, চলা-ফেরা,
খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদিতে
যা' ব্যয় হ'লো—
তা'ও আহরণ করতে পারলে না,
সুফলপ্রদ অগ্রগতি তো দূরের কথা,
বুঝে নিও—
তুমি তখনও সুসঙ্গত,
সুনিয়মিত ও সুবিনায়িত
হ'য়ে উঠতে পারনি—
তোমার কর্ম্মের পরিধির ভিতর,
ফলে, সুনিষ্পন্নতায়
প্রগতিসম্পন্ন উন্নতিকে
আহরণ করতে পারনি ;
বিরচিত বিধায়নার ভিতর-দিয়ে
যা'তে তুমি
সত্বর সুফলে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পার,
তেমনতরই ক'রে চল—
বাক্, ব্যবহার ও কর্ম্মানুচর্য্যার
সুসঙ্গত তালিম-তৎপরতায়,
আত্মনিয়মন-কুশল হ'য়ে ;
দেখবে—
অল্পদিনের ভিতর
তুমি কুশলকৌশলী তৎপরতায়
দক্ষ হ'য়ে উঠছ,
আরো এগিয়ে যাও—
সূক্ষ্ম সুক্রিয় আগ্রহকে সুদীপ্ত রেখে,
সম্বেগ-সমৃদ্ধ হ'য়ে,
এই এমনতর সুসাধিত অগ্রগতি

তোমাকে আধিপত্য-আরূঢ় ক'রে তুলবে ;
ঈশ্বরই সুকেন্দ্রিক সম্বেগ,
ঈশ্বরই আধিপত্য,
ঈশ্বরই নিষ্পন্নতার সার্থক সন্দীপনা। ৩৭০।

যে-অনুদীপনা
তোমার বোধিকে উত্তেজিত ক'রে
প্রবৃত্তির স্ফীত-সম্বেগী অনুপ্রেরণায়
তোমার চাহিদামাফিক
যেমন-যেমন কর্ম্মে নিয়োজিত ক'রে
তদনুগ অন্বয়ী সঙ্গতিতে
যেমন ক্রিয়মাণ ক'রে তোলে,
তোমার বোধবিন্যাসও তেমনি হ'য়ে
অন্বিত কর্ম্মযোজনায়
তেমনতরই চাহিদার অনুচর্য্যায়
তা'কেই মূর্ত্ত ক'রে তোলে ;
তুমি এমনি ক'রেই তৎ-তপা হ'য়ে ওঠ,
ঐ তপোবিন্যাস-ব্যবস্থ হ'য়ে
সুসঙ্গত তৎপরতায়
যা' মূর্ত্ত ক'রে তোলে—
তুমি তা'রই স্রষ্টা,
তোমার জীবনসম্বেগ
বিচর্য্যী বিনায়নায়
ঐ হওন বা হওয়ান-আনুপাতিক
ওতেই অনুশায়িত থেকে
ওকেই বাস্তবায়িত ক'রে তোলে—
ঔপাদানিক বিন্যাসে ;
তুমি ভালই কর,
আর মন্দই কর,
বোধি-উৎচেতিত প্রবৃত্তির নিবন্ধে

ক্রিয়মাণ ব্যবস্থিতির ভিতর-দিয়ে
তা'কে রূপায়িত ক'রে তোল,
ঐ বিনায়নী বাস্তবায়ী সত্ত্বই
তোমার জীবন-সম্বেগ ;
"স তপস্তপ্ত্বা
ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত
যদিদং কিঞ্চ। তৎসৃষ্ট্বা
তদেবানুপ্রাবিশৎ।"
ঐ ঈশী-সম্বেগী বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
তুমি উৎসৃষ্ট হ'য়ে উঠেছ,
তোমার অন্তরেও ঐ ঈশী-সম্বেগ
জীবনসম্বেগ হ'য়ে
ফুটন্ত হ'য়ে রয়েছে ;
ঈশ্বরই সত্তার সত্ত্ব ;
ঈশ্বরই বোধ-বিনায়না,
ঈশ্বরই সম্বেগ,
ঈশ্বরই তপ,
ঈশ্বরই বিভূতি,
ঈশ্বরই আধিপত্য,
ঈশ্বরই ঐশ্বর্য্য,
আবার, ঈশ্বরেই সর্ব্বার্থ সার্থক হ'য়ে
প্রশান্ত হ'য়ে ওঠে। ৩৭১।

অচ্যুত আনতি নিয়ে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
শ্রেয়কেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠ,
তাঁ'র অনুজ্ঞাবাহী হও,
ত্বরিত খরদীপনায়
সুনৈপুণ্যে
তাঁ'র অনুজ্ঞা যা',—

তা' সমাধানে নিষ্পন্ন ক'রে তোল ;
আত্মপ্রসাদী অনুগতি-প্রদীপ্ত
প্রসাদ-প্রবৃদ্ধ নিয়মনায়
ত্বরিত যোগ্যতার অনুশীলনে,
নিজেকে অমনতরই
সমাধান-সন্দীপ্ত ক'রে তোল ;
ব্যর্থতাকে অতিক্রম ক'রে
সার্থকতাকে আহরণ কর,
আর, এমনতর চলনাই হ'লো কৃতিবীর্য্য,
আর, কৃতিত্বই হ'চ্ছে পরম প্রসাদ ;
ঈশ্বরই কৃতিস্রোতা,
ঈশ্বরই পরম-প্রসাদ,
ঈশ্বরই নিষ্পন্নতার স্বতঃ-সৌধ । ৩৭২ ।

আবার বলি—
শোন—
যা' বলছি তা' যদি অকাট্য সঙ্কল্প নিয়ে কর,
দেখবে—
কিছুদিনের ভিতরই
তুমি কেমনতর পারগতার দিকে এগিয়ে যা'চ্ছ—
একটা খোসমেজাজী তৎপরতা নিয়ে ;
প্রথমে
তোমার অন্তঃকরণ যেমনই থাক্
অকাট্যভাবে ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠ—
তা' কথায়, কাজে, চালচলনে,
সব দিক্-দিয়ে ;
আর, মাঝে-মাঝে নিজে-নিজে ভেবে দেখ—
তোমার ভিতরে কী-কী দোষ আছে !
অবগুণই বা কী আছে !
গুণেরই বা কোথায়

কতখানি উৎকর্ষ করতে হবে !

তুমি কী পার !

কীই বা পার না !

কিসে-কিসে অভ্যস্ত !

বিকৃতির রকমই বা কী !

তুমি লোকের কী-কী পছন্দ কর !

কীই বা কর না !

আর, তোমারই বা লোকে কী-কী পছন্দ করে !

কী পছন্দ করে না !

অবগুণ বা দুর্ব্বলতা দেখলেই

ঐ অমনতর সঙ্কল্প নিয়ে

সেগুলি নিরাকরণ করবেই কি করবে,

যেই দেখলে

অমনি নিরাকরণে লেগে গেলে,

আর, ততদিন পর্য্যন্ত ক'রেই চলতে হবে—

যতদিন ঐ দোষ নির্ম্মূল না হয় ;

লজ্জা বা সমীহ ত্যাগ ক'রে

যা' করণীয়

হাতেকলমে, বাক্যে-ব্যবহারে

তা' করবেই কি করবে ;

কিছুদিন এমনতরভাবে

খুঁজেপেতে দেখে

নিরাকরণে লেগে গেলে—

আর, যা'কে উৎকর্ষী করতে হবে

তা'তে অন্তঃকরণ দিয়ে লেগে গেলে—

দেখবে—

তোমার অভ্যাস এমনতর হ'য়ে উঠেছে

যে, তুমি

মন না থাকলেও

ঐ অমনতরভাবে কর, চল,

অর্থাৎ তোমার মন

অজ্ঞাতসারে লেগে থাকে
বিহিত যা' তা' করতে ;
এতে
উৎকর্ষী পরিবর্ত্তনও পুষ্ট হ'য়ে উঠবে,
অবগুণ-নিরাকরণ-শক্তিও
সুদর্পী হ'য়ে উঠবে ;
আচার-ব্যবহার, চালচলনে
সহ্য-ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুচলন নিয়ে
লোককে নিয়ে তুমি সুখী হবে,
লোকও তোমাকে নিয়ে সুখী হবে ;
আর, ঐ নিষ্ঠা-প্রভাব
সবার অন্তঃকরণে
চারিত্রিক দীপনায়
জলুস বিকিরণ ক'রে
তা'দিগকেও
সৎপ্রভাব-প্রবুদ্ধ ক'রে তুলবে,
তৃপ্ত পাবে অনেক,
আর, ঐ সুসজ্জিত তুমি
তোমাকে
তোমার প্রেষ্ঠ বা ইষ্ট-বন্দনায় উপহার দিয়ে
কৃতকৃতার্থ হ'য়ে উঠবে। ৩৭৩।

দালান-ইমারতই কর, আর গরীবই হও,
ফসলের প্রসাদ যেমন ক'রে করতে পার
তা'র ত্রুটি ক'রো না,
শুধু ক্ষেতই জেনো—
তোমাকে পরিপুষ্ট রাখতে পারে ;
যদি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে চাও—
ঐ নজরকে কখনও তাচ্ছিল্য করতে যেও না,
বেগার-পদ্ধতিকে

কিছুতেই কখনই ত্যাগ করতে যেও না,
পরস্পর পরস্পরকে এমনতর সাহায্য কর—
যা'তে তোমার শক্তি
অপরকে পুষ্ট ক'রে তোলে
ও অন্যের শক্তিকেও তুমি পুষ্ট ক'রে তোল—
অমঙ্গলকে এড়িয়ে বা তাচ্ছিল্য ক'রে—
তা' তোমারই হোক বা অন্যেরই হোক ;
যা'রা বেগার দিয়ে
তোমাকে উচ্ছল ক'রে তুলে থাকে,—
তোমার সঙ্গতি হ'তে
—তা'দের আপদে-বিপদেই হোক,
আর, যে-কোন ব্যাপারেই হোক,—
সাধ্যমত তা'দের সাহায্য করতে ত্রুটি ক'রো না,
তোমার ক্ষমতামত
ঐ সাহায্য না করাই জেনো—
পাপের পরিচর্য্যা ;
আত্মম্ভরিতায়
নিজের বা অন্যের বিকৃতির পথ
প্রশস্ত করতে যেও না,
তা'তে নিজের তো ভাল হবেই,
তা'দেরও ভাল হবে,
ঐ বেগার-তৎপরতায় তা'দের তেমনতরই ক'রে তোল। ৩৭৪।

অর্থলোলুপ হ'তে যেও না,
বরং সৌষ্ঠব-সঞ্জীবনী তৎপরতায়
কার্য্য সমাধান ক'রে ফেল—
শুভসুন্দর সমীক্ষা নিয়ে,
কৃতিদেবতা
অর্থে উচ্ছল ক'রে দেবে তোমায়—
কৃতিদীপনী তাৎপর্য্যে। ৩৭৫।

কুৎসিত ব্যবহার
যতই দীপ্ত হ'য়ে উঠতে থাকে—
বোধহীন তাৎপর্য্য নিয়ে
নিজ ব্যক্তিগত সার্থকতায়
উপযুক্ত প্রয়োজনের পরিচর্য্যা
বিকৃত উদ্দীপনায়
তোমার ব্যক্তিত্বকে ততই হীন ক'রে তুলবে,
ব্যাহৃতির বিকৃতি
তৎপর হ'য়ে
তোমাকে তেমনি
কু-উচ্ছল ক'রে তুলবে ;
তাই বলি—
সুকৃতির সম্বেদনা
আত্মপরিচর্য্যায়ই হোক—
আর পরচর্য্যাতেই হোক—
তোমাকে শিষ্ট ও শুভমণ্ডিত ক'রে তুলুক,
সার্থক হবে। ৩৭৬।

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ নিয়ে
বিশ্বস্তির কোলে
উচ্ছল কৃতি-তৎপরতার সহিত
চলতে থাক,
সার্থকতা
স্মিত অনুচর্য্যায়
তোমাকে উচ্ছল ক'রে তুলুক,
তুমি মহান হও। ৩৭৭।

যে-কোন বিষয়েই হোক্ না—
তোমার সৎপ্রস্তুতিগুলিকে
কখনই অবজ্ঞা করতে যেও না,

দেবদুর্লভ দীপক উদ্দীপনায়
স্বস্তি
শান্তিভরা আশীর্ব্বাদে তোমাকে আগলে ধরুক,
মহত্ত্ব তোমার ঐখানেই । ৩৭৮ ।

যেখানে তোমার সুকরণীয়
শিষ্ট—
বোধিদীপ্তিও সেখানে
জীবন-তাৎপর্য্যশীল, উচ্ছল ;
নইলে, বিবেচনার সাথে
দৃষ্টিকে
বোধি-তাৎপর্য্যে বিনায়িত ক'রে
করার ভিতর-দিয়ে
তুমি কি কখনও সার্থক হ'য়ে উঠতে পারবে ? ৩৭৯ ।

যা' তোমার করতে হবে,
যে-চাহিদা
মানসপথে তোমার উচ্ছল হ'য়ে ওঠে—
প্রয়োজনদীপ্ত আকর্ষণে,
স্মরণ যেন থাকে—
শুভদীপ্ত ঐ চলন হ'তে বিকৃত পন্থায় চ'লে
নিজেকেও বিকৃত ক'রে তুলো না,
সার্থকতা তোমাকে আলিঙ্গন করুক—
উচ্ছল উদ্দীপনায় । ৩৮০ ।

যা' করবে,
তা' সুষ্ঠুভাবেই নিষ্পন্ন ক'রো—
ত্বরিত গতিতে,
লক্ষ্য রেখো—
তা' যেন শুভদ ও সুন্দর হয়,
ঐ অভ্যাসকে আয়ত্ত করতে ভুলো না ;

খারাপভাবে কিছু করতে যেও না,
খারাপ করার অভ্যাস
মানুষের কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে
খারাপ করবার প্রেরণা জুগিয়ে
নিজেকে শুভদ ও সুন্দর সুবিন্যাসে
সংস্কৃত হ'তে দেয় না ;
সুরু থেকেই যদি
সুন্দরে নিষ্পন্ন করতে অনভ্যস্ত হও—
এমনভাবেই পেয়ে বসবে তা',
যে, তা' হ'তে রেহাই পাওয়া কঠিন হবে,
তোমার বোধিও
সুব্যবস্থ ও বিনায়িত হ'য়ে উঠবে না,
ব্যক্তিত্বও খুঁতো হ'য়ে পড়বে,
তোমার যা'-কিছুর মধ্যেই
ঐ খুঁত র'য়ে যাবে ;
তাই, যা'-কিছুই কর—
শুভদ সুন্দরে নিষ্পন্ন ক'রে তোল,
আর, আরোতে বাড়িয়ে তোল তা,
অমনি ক'রেই দেখবে—
তুমি যা'ই কর না কেন,
তা'র ভিতর-দিয়েই
মহিমামণ্ডিত হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই চিরন্তন শুভদ,
তিনিই সৌন্দর্য্যে সুপ্রকট,
তিনিই সত্য,
—বাস্তবতার বাস্তব প্রেরণা,
তাই, তিনি সত্য,
তিনি শুভ,
তিনি সুন্দর,
তিনিই সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্ । ৩৮১ ।

সূচীপত্র

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

২৩৫। অন্তরে শুভ ভাব এলেই কাজে কিছু ক'রো।

২৩৬। নিথর চিন্তা।

২৩৭। নিষ্পাদনী উদ্যম যত নিথর, বাধাও তত বেশী।

২৩৮। ভাল কিছু করার ইচ্ছা হ'লে তখনই তা' ক'রো।

২৩৯। না ক'রে অভিজ্ঞ হওয়া যায় না।

২৪০। যোগ্যতার মাপকাঠি।

২৪১। নিশ্চেষ্টতাই নিন্দনীয়, অকৃতকার্য্যতা নয়।

২৪২। যা'ই কর, স্বাদু ও শুভপ্রসূ ক'রেই ক'রো।

২৪৩। কর্ম্মের সাথে সত্তার সঙ্গতি নিয়ে চ'লো।

২৪৪। কর্ম্মের অকৃতকার্য্যতায় ভাগ্যের ধিক্কার।

২৪৫। কর্ম্মের কৃতী সার্থকতা।

২৪৬। অকৃতকার্য্যতা যোগ্যতাকে আমন্ত্রণ করে না।

২৪৭। কেমন ক'রে কৃতকার্য্য হ'য়েছ, তা' স্মরণ না রাখলে।

২৪৮। কর্ম্মে তুখোড় হওয়ার তুক।

২৪৯। ছোট-ছোট অকৃতকার্য্যতাই বড় কৃতকার্য্যতার প্রতিবন্ধক।

২৫০। অবিন্যস্ত সঞ্চিত কর্ম্মের ফল ও তা' থেকে রেহাই পাওয়ার উপায়।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

২৫১। ছোটই হো'ক আর বড়ই হো'ক জীবনে অকৃতকার্য্যতা এলেই।

২৫২। সুযোগ ও সুবিধার সদ্ব্যবহার।

২৫৩। সুবিধা পাওয়ার চাইতে সুবিধা ক'রে নেওয়া লাভজনক বেশী।

২৫৪। যা'কে যেমন মানবে, কৃতীও হবে তেমনি।

২৫৫। সর্ব্বপ্রকার বাধা অতিক্রম করবার প্রস্তুতি না নিয়ে কর্ম্ম আরম্ভ করতে যেও না।

২৫৬। পারগতার ঐশী-বিক্রম।

২৫৭। কৃতী হওয়ার পন্থা।

২৫৮। কর্ম্মে কেমনতর সুবিবেকী চলন সার্থকতা নিয়ে আসে ?

২৫৯। যা' করতে হবে সর্ব্বতোমুখী প্রস্তুতি নিয়ে তা' কর, ব্যয়ের মহড়াতেই অভিভূত হ'য়ো না।

২৬০। কর্ম্ম-নিষ্পাদনে হিসাব বা ফন্দির বিন্যাস।

২৬১। কৃতকার্য্য না হওয়ার কারণ ও হওয়ার উপায়।

২৬২। করায় সফলতার তুক।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী

অ

আ

সূচী

পৃষ্ঠা

ই

ঈ

উ

এ

ক

সূচী		পৃষ্ঠা

সূচী পৃষ্ঠা

ত

সূচী		পৃষ্ঠা

সূচী

পৃষ্ঠা

সূচী		পৃষ্ঠা

সূচী পৃষ্ঠা

প

ফ

সূচী পৃষ্ঠা

ব

ভ

ম

সূচী		পৃষ্ঠা

সূচী		পৃষ্ঠা

সূচী		পৃষ্ঠা

সূচী | পৃষ্ঠা

ল

শ

সূচী		পৃষ্ঠা

স

সূচী		পৃষ্ঠা

শব্দার্থ-সূচী

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

১। অঙ্কুরণা—৪৪ = অঙ্কুরিত হওয়া, বীজবপন।

২। অধ্যয়নী অনুবৃত্তি—২৯৯ = অভ্যাসের ভিতর দিয়ে আয়ত্ত করার অনুচলন।

৩। অনুকম্পিত—২২৮ = Similarly vibrated or resonated (সমভাবে স্পন্দিত)।

৪। অনুকল্পনা—১১১ = মানসিক চিন্তন, মনন।

৫। অনুক্রমা—১১৪ = অনুচলন।

৬। অনুক্রিয়—২৫ = সদৃশভাবে ক্রিয়াশীল।

৭। অনুদীপনা—৩৭১ = উত্তেজনা।

৮। অনুধায়িনী—৩০৫ = অনুধাবন বা পশ্চাদনুসরণ আছে যা'র মধ্যে।

৯। অনুধ্যায়িনী—২৫৭ = তদনুসারী চিন্তা-যুক্ত।

১০। অনুধ্যায়ী—১৩৬ = অনুধ্যানযুক্ত।

১১। অনুবর্ত্তিতা—২৮০ = অনুসরণপূর্ব্বক চলতে থাকা।

১২। অনুবেক্ষণী—৩০২ = সম্যক দর্শন-যুক্ত।

১৩। অনুশায়িত—৩৭১ = তন্মুখী ঝোঁক-সম্পন্ন।

১৪। অনুসেবা—১৪৪ = সাথে থেকে সেবা, পরিপালন ও পরিপোষণ।

১৫। অন্তঃকূট—৯৯ = গ্রন্থি (Knot)।

১৬। অন্তরায়ী—১৮৪ = অন্তরায় (বাধা)-সৃষ্টিকারী।

১৭। অন্তরাসী—৬৩ = Interested, আগ্রহশীল।

১৮। অপধ্বংসী—১৪২ = হীনভাবে ধ্বংসকারী।

১৯। অবশায়িত—১৩৯ = আনতিসম্পন্ন।

২০। অভিধায়নী—৩০০ = তদভিমুখে চলৎশীল।

২১। অভিধ্যায়িতা—২৬৪ = স্মরণ-মননের তৎপরতা।

২২। অভিষ্যন্দিত—৮৫ = ভাষাভিষিক্ত।

২৩। অমরণ-জ‍ৃম্ভী—৩৬১ = বিনাশের সীমাকে অতিক্রম ক'রে চির-স্থায়িত্বকে বিকশিত ক'রে তোলে যা'।

২৪। অর্জ্জনী—৭৬ = অর্জ্জন বা উপায় করে যা'।

২৫। অর্থনা—৪৭ = অর্থসমন্বিত চলন।

২৬। অসমকেন্দ্রিকতা—১০৭ = কেন্দ্রের সঙ্গে সমান তালে না চলা, অর্থাৎ কেন্দ্রকে (ইষ্টকে) পুরাপুরি মেনে না-চলা।

২৭। আনুক্রমিক—৩৩৭ = যথাযোগ্য।

২৮। আয়ত্তি—১১১ = আয়ত্তকরণ।

২৯। আরাধী—১১৬ = আরাধনাকারী।

৩০। ঈশী-স্ফুরণা—২৬৪ = ঈশ্বরীয় প্রকাশ।

৩১। উচ্চল—১৭৭ = উন্নতি-অভিমুখী চলে যা'।

৩২। উৎচেতিত—১৪২ = উদ্দীপিত।

৩৩। উৎসর্জ্জনী—২২৭ = উন্নতিকে সৃষ্টি করে যা'।

৩৪। উৎসারিত—২২০ = উন্নতির পথে জেগে ওঠা।

৩৫। উৎসৃজনী—১১১ = বিবর্ত্তনের পথে উথলে তোলে যা'।

৩৬। উদ্বর্ত্তী—১১১ = বৃদ্ধির পথে চলৎশীল।

৩৭। ঊর্জ্জী—৩৩৪ = শক্তিশালী, প্রাণবন্ত।

৩৮। এৎফাক—১১৪ = কায়দা, কৌশল।

৩৯। এষণাদীপ্ত—১৯৪ = পুনঃপুনঃ করণের সম্বেগে প্রদীপ্ত।

৪০। এস্তামাল—২৪৮ = অভ্যাসগত।

৪১। ঐশী—২২৮ = ঈশ্বরীয়।

৪২। ওজঃ-ব্যক্তিত্ব—২৯৬ = শক্তিমান ব্যক্তিত্ব।

৪৩। কল্পী—১৯৭ = কল্পনাপ্রবণ।

৪৪। কল্যাণ-অনুপ্রাণনী—৩৫ = কল্যাণকে অনুপ্রাণিত ক'রে তোলে যা'।

৪৫। কু-উচ্ছল—৩৭৬ = কুপথে উচ্ছল।

৪৬। কৃতিদীপনী—৩০ = কর্ম্মসম্বেগকে দীপ্ত ক'রে তোলে যা'।

৪৭। ক্লেশবাহিতা—২০১ = কষ্টকে বহন করা।

৪৮। ক্লেশসুখপ্রিয়তা—২৫৯ = কষ্টটাই যখন সুখের হয়, সেটাকে ভাল লাগা।

৪৯। খরদীপনা—৩৭২ = তীক্ষ্ণ একমুখী সম্বেগ।

৫০। গোলামজিগীরী—১৭৭ = গোলামী মনোবৃত্তির জিগীর তোলে যা'।

৫১। জপনা—৬২ = মানস-চিন্তন।

৫২। তড়িৎ-ঘড়িৎ—৩২৬ = তড়িঘড়ি, তাড়াতাড়ি।

৫৩। তৎ-তপা—৩৭১ = সেই তপস্যা-পরায়ণ।

৫৪। তালিম-তৎপরতা—৩৭০ = সুশিক্ষিত ও সুশৃঙ্খল গতি।

৫৫। তালিমী—৩৩৬ = তালিমপ্রাপ্ত, শিক্ষিত।

৫৬। তৃপণা—৬০ = তৃপ্তি।

৫৭। দূষ্য—৩৩১ = দূষণীয়, নিন্দনীয়।

৫৮। দোধূক্ষিত—৮২ = অতিশয় ক্লিষ্ট।

৫৯। দ্যোতনা—৩১ = দ্যুতি, প্রকাশ।

৬০। দ্বিজাধিকরণ—১৭৭ = (ধর্ম্ম-) সম্প্রদায় অর্থে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রয়োগ।

৬১। ধ্বনন-দীপনা—৩৬৬ = সম-অনুকম্পনে অনুকম্পিত গতির স্খলন-বিহীন বিকাশ।

৬২। ধ্বস্তনস্ত—১৩৮ = সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত।

৬৩। নিক্কণ-মাধুর্য্যে—২২০ = বিহিত (ভাব-) কম্পনের মধুরতা নিয়ে।

৬৪। নিবন্ধনা—১৭৬ = নিবিড় বন্ধন।

৬৫। নিরোধী—৩৩ = নিরুদ্ধ করে যা'।

৬৬। নিষ্পাদন-দর্পী—৩০১ = নিষ্পাদন করার গৌরব-সমন্বিত।

৬৭। পণ্ডপ্রকৃতি—২৫৯ = পণ্ড (নিষ্ফল) করার প্রকৃতি (স্বভাব)।

৬৮। পরামৃষ্ট—১১৭ = বিধ্বস্ত।

৬৯। পরিপ্রেক্ষা—১ = পরিপ্রেক্ষিত, Perspective.

৭০। পরিবীক্ষণা—৯০ = সম্পূর্ণ সমীচীন দর্শন।

৭১। পরিবেক্ষণ—১১১ = সর্ব্বতোমুখী দর্শন।

৭২। পরিবেদনা—১৭৯ = সম্যক জ্ঞান বা বোধ।

৭৩। পরিভৃত—১৮০ = পরিপুষ্ট।

৭৪। পুরচার—১০৮ = পরিপূর্ণ।

৭৫। পোষণ-প্রদীপনা—১৬৪ = পোষণক্রিয়াকে প্রদীপ্ত ক'রে তোলা।

৭৬। প্রতিক্রিয়—১৮১ = প্রতিক্রিয়া থেকে জাত।

৭৭। প্রসার-প্রদীপনা—১৮৩ = বিস্তৃতির পথে চলার জেল্লা।

৭৮। বর্দ্ধনী—৩৩৩=বৃদ্ধির পথে নিয়ে যায় যা'।

৭৯। বাস্তবায়ী—৩৭১=যা' বাস্তবায়িত ক'রে তোলে।

৮০। বিচর্য্যী—৩৭১=বিচারশীল।

৮১। বিচ্ছুরণা—৬৪=বিকিরণা।

৮২। বিধায়না—২৯২=বিহিত ধারণ-পোষণের পথ।

৮৩। বিনয়ী—২১৯=বিহিত পথে নিয়ে চলে যা'।

৮৪। বিভঙ্গ-ভঙ্গিমা—২২৬=নানারকমের রচনা-বিন্যাস।

৮৫। বিভ্রান্ত-অতিশয়ী—১৩১=বিভ্রান্তির দিকে খুব ঝোঁকসম্পন্ন।

৮৬। বিরাগ-প্রবোধনা—১৩৯=বিরক্তির সৃষ্টি।

৮৭। বীক্ষণা=৩৫৭=দর্শন, বোধ।

৮৮। বোধনা—৬২=বোধ।

৮৯। বোধায়নী—১৬৫=বোধের পথে নিয়ে চলে যা'।

৯০। বোধি-উৎচেতিত—৩৭১=বোধির দ্বারা উদ্দীপিত।

৯১। বোধিবিজৃম্ভী—৩৩২=বোধিকে যা' বিকশিত ক'রে তোলে।

৯২। ব্যতিচার—১৭৭=বিহিতকে উল্লঙ্ঘন ক'রে চলে যে-আচরণ।

৯৩। ব্যসন-বিজৃম্ভণে—১১৪=বিপদের করাল গ্রাসে।

৯৪। ব্যাপৃতি—৩২২=কর্ম্মতৎপরতা।

৯৫। ব্যাহতি—৯৯=ব্যাঘাত, বাধা।

৯৬। ব্যাহৃতি—৩৭৬=বিচ্ছেদ।

৯৭। ব্রাহ্মী সন্দীপনা—১৩৭=বিস্তারের উজ্জ্বল প্রকাশ।

৯৮। ভৃতি-পরিবেশনা—১৮৩=ভরণ ও ধারণ-সম্বেগকে সঞ্চারিত ক'রে দেওয়া।

৯৯। মরকোচ—২০২=গঠন ও ক্রিয়া-বিধায়না।

১০০। মিতিচলন—১=পরিমাপিত চলন।

১০১। মূর্ত্তনা—৩৩১—মূর্ত্ত ক'রে তোলার ক্রিয়া।

১০২। যন্ত্রায়িত—২৮৪=নিয়মের পাকে বাঁধা।

১০৩। যুতদীপনা—২১৬=যুক্ত হওয়ার আবেগ।

১০৪। যুতযোগ্যতা—১৮০=যে-যোগ্যতা নিত্য যুক্ত হ'য়ে চলেছে।

১০৫। যোগবাহী—২২২—সংযোগ-বহনকারী।

১০৬। রঞ্জনা—১৪৪=রঞ্জিত বা তৃপ্ত করা।

১০৭। রিশবৎ—১১৬ = ঘুষ, উৎকোচ।

১০৮। লওয়াজিমা—১২৭ = উপকরণ।

১০৯। লোকদূষক—১১৩ = লোককে দূষিত করে যা'।

১১০। লোকহিতী—২৫৬ = লোকের হিত (মঙ্গল) যা'তে হয়।

১১১। শঙ্কাতঙ্কিত—৮২ = শঙ্কার দ্বারা আতঙ্কিত।

১১২। শীল-সম্বুদ্ধ—৩৬৮ = সদভ্যাসের ভিতর দিয়ে সম্যক বোধে উপনীত।

১১৩। শুভ-আলিঙ্গন-অনুশ্রয়ী—১৮৩ = শুভ-আলিঙ্গনকে আশ্রয় ক'রে চলেছে যা'।

১১৪। শুভকম্পিতা—২৩৫ = শুভ সম্বেগের অনুরণন।

১১৫। শুভমূর্চ্ছনা = ৪৬ = শুভ অভিব্যক্তি।

১১৬। শুভ-সন্ধিক্ষু—৩৫১ = শুভকে যা' সন্দীপ্ত ক'রে তোলে।

১১৭। শ্রদ্ধানুসেবনা—২৫৪ = শ্রদ্ধা-অনুযায়ী সেবা করা।

১১৮। শ্রেয়তর্পী—১৭৭ = শ্রেয়কে তৃপ্ত ক'রে চলে যে।

১১৯। শ্রেয়শ্রদ্ধ—৫৯ = শ্রেয়ের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন।

১২০। শ্রেয়ার্থ-পরিবেদনা—১৮০ = শ্রেয়ের প্রয়োজন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান।

১২১। শ্লেষণ-বিশ্লেষণী—১৭৭ = সংশ্লেষণ (synthesis) ও বিশ্লেষণ (analysis)-সমন্বিত।

১২২। শ্লেষ্য—২৯৬ = বিদ্রূপযোগ্য।

১২৩। সংক্ষুধ—১১৭ = আগ্রহ-আকুল।

১২৪। সংহিতি—২৬৯ = সংযোগ।

১২৫। সঙ্ঘাত-নন্দনা—১৬৮ = সঙ্ঘাত সৃষ্টি হ'লেও তা' যখন আনন্দের হয়।

১২৬। সৎ-সম্প্রভ—২৬৪ = অস্তিত্বের পথে সম্যক দীপ্তিমান।

১২৭। সত্ত্বদীপনা—৪৪ = সাত্ত্বিক দীপ্তি।

১২৮। সন্ধিক্ষুতা—২৮৬ = অনুসন্ধানী আবেগ।

১২৯। সবিতৃ-সৌর্য্য—৩৪৩ = সৃজনী বীর্য্যবত্তা, Creative valour.

১৩০। সম্বেদনী—২১৭ = সমীচীন এবং পূর্ণ চেতনা-যুক্ত।

১৩১। সম্বোধি—১২৬ = সম্যক বোধ বা জ্ঞান।

১৩২। সাত্বততপা—১৯৬=অস্তিত্বের তপস্যা-পরায়ণ।

১৩৩। সাম-মন্ত্র—১৪০=সমতা (balance) রক্ষিত হয় যে চলন-কৌশলে।

১৩৪। সুক্রিয়—২৬৯=সুষ্ঠু বা শুভ ক্রিয়া-শীল।

১৩৫। সুদর্পী—৩৭৩=অতি তেজীয়ান।

১৩৬। সুবিনায়না—৪১=শুভের পথে নিয়ন্ত্রণ।

১৩৭। সুসংশ্রয়ী—৪১=শুভকে সম্যকভাবে আশ্রয় ক'রে চলে যা'।

১৩৮। স্ফোটন-উন্মাদনায়—১৮০=বিকশিত হ'য়ে ওঠার আবেগে।

১৩৯। স্মারিণী—২৪৭=স্মরণ করায় যা'।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

কৃতি-বিধায়না প্রথম প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৬৯ সালে। পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর অকুকূলচন্দ্র তখন মানুষী তনুতে এই ধরাধামে বর্ত্তমান। তাঁর আদেশে তাঁর বাণীগুলি তখন পর পর পুস্তকাকারে মুদ্রিত হ'য়ে চলেছে। বাণীর মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক শব্দ ব্যবহার করেছেন যেগুলি ভাষার ঐশ্বর্য্য এবং সাহিত্যের ভাণ্ডারে নবীন অবদান। এখনও সেগুলি অভিধানগত হ'য়ে ওঠেনি। বিষয়বস্তুর তাৎপর্য্যবোধ সুগম ক'রে তোলার উদ্দেশ্যে সেইরকম কিছু শব্দের অর্থ প্রতিটি গ্রন্থ-শেষে সন্নিবিষ্ট করা আছে। গ্রন্থগুলির পরবর্ত্তী সংস্করণে ঐ শব্দার্থের সংখ্যা আরো কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হ'চ্ছে। কৃতি-বিধায়নার প্রথম প্রকাশে শব্দার্থের সংখ্যা ছিল ১৩, এখন সেটা বাড়িয়ে ক'রে দেওয়া হ'ল ১৩৯।

নিবেদক—

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়